শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রী হরিণী অমরাসুরিয়া পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

26 September 2024, Thursday, 8th Year, Issue 393, 40 Pages

ট্রাম্পকে সমর্থন একমাত্র মুসলিম সিটি মেয়রের! পৃষ্ঠা ২৬

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১১ আশ্বিন ১৪৩১, ২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯৩, পৃষ্ঠা: ৪০

মেয়র এরিক ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এরিক অ্যাডামস

দুর্নীতির অভিযোগের মুখোমুখি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। অনেক দিন ধরে ফেডারেল দুর্নীতির তদন্তের পর ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

প্রায় তিন বছর আগে অপরাধ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন অ্যাডামস (৬৪) । কিন্তু তিনি ও তার বৃত্তের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি চক্র একাধিক ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগের অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধমান তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন।

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে নিউ ইয়র্ক নগরীর এ পর্যন্ত ১১০ জন মেয়রের মধ্যে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া প্রথম মেয়র হবেন অ্যাডামস।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বিশ্বমঞ্চে বিরল সম্মাননায় ড. ইউনুস

জাতিসংঘে নতুন বাংলাদেশ

নিউইয়র্কে নতুন এক পরিচয়ে উপস্থিত হয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ঢাকা অফিস

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছবি : প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনকে ঘিরে নিউ ইয়র্কে বসেছে বিশ্বনেতাদের মিলনমেলা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে শুরু করে কে নেই সেখানে? ১৯১ সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তো বটেই, সেই মেলায় জড়ো হয়েছেন আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠনের পদস্থ কর্মকর্তারাও। জাতিসংঘ আসরকে অনুসরণ করছে বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় সব মিডিয়া। ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল খ্যাত নিউ ইয়র্কের সেই মঞ্চে নতুন এক পরিচয়ে উপস্থিত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাতিসংঘে তার পদচারণা বহু বছরের। কিন্তু এবারে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসাবে অভিষেক হয়েছে তার। ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। বিশ্বমঞ্চে বিরল সম্মাননাও পাচ্ছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের ভাষ্যমতে, এবারের জাতিসংঘ অধিবেশন ইউনূসময়। সেইসঙ্গে গৌরবের আসনে বাংলাদেশ। ৫৪ বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি এবার এমন সব ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশকে ঘিরে। আরও খোলাসা করে বলছে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা টেইলর সুইফটের চেয়ে বেশি!

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

জরিপে ৭০% ডেমোক্র্যাট ভোটার সুইফটকে ইতিবাচক, ৪১% নিরপেক্ষ এবং ২৩% রিপাবলিকান ভোটার তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

রাজুব ভৌমিক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আমেরিকার সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে একটি নতুন জরিপে দেখা গেছে যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা পপ তারকা টেইলর সুইফটের চেয়ে বেশি। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়্যারার এবং সিয়েনা কলেজের সম্ভাব্য ভোটারদের উপর পরিচালিত এই জরিপে জানা যায় যে ৪৪% মানুষ টেইলর সুইফটের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন যেখানে ৩৪% মানুষ তার প্রতি নেতিবাচক মতামত পোষণ করেন। একই জরিপে দেখা গেছে যে ৪৭% ভোটার ট্রাম্পকে ইতিবাচকভাবে দেখেন এবং ৫১% মানুষ তার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন।

অপরদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ৪৮% মানুষ ইতিবাচকভাবে দেখেন এবং ৪৯% মানুষ তার প্রতি নেতিবাচক মতামত পোষণ করেন। সুইফট তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ১০ সেপ্টেম্বর লিখেন যে "আমি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমার ভোট কমলা হ্যারিস এবং টিম ওয়ালজকে দেব।"

জরিপে থেকে আরো জানা যায়, ৭০% ডেমোক্র্যাট ভোটার টেইলর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

হাসিনার বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা

আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল

ঢাকা অফিস

শেখ হাসিনা

২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গুম হওয়া ১২ জনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে এক দিনে গতকাল বুধবার ১১টি অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি অভিযোগে আসামির তালিকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম আছে। অন্যান্য অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের আসামি করা হয়েছে। গতকাল ট্রাইব্যুনালে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এ সময় গুম থেকে ফেরত আসা দুই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ভারতকে আশ্বস্ত করেছি : মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'আমরা আশ্বস্ত করেছি, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে পারবে না ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ছাত্ররা ও জামায়াত কি বিএনপির চ্যালেঞ্জ

ভবিষ্যতের রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিহীন মাঠে নতুন হিসেব-নিকেশ আসবে।

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশে রাজনীতিতে গত ৫ই অগাস্টের পর থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিহীন মাঠে সামনের দিনগুলোতে নতুন হিসেব-নিকেশ আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান দুটো শক্তি বিএনপি এবং তাদের এক সময়কার রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামী। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোন রাজনৈতিক দল না হলেও রাজনীতির মাঠে তাদের প্রভাব অন্যদের চেয়ে কম নয়।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল এবং তাদের পছন্দের।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ইতোমধ্যে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তা দৃশ্যত মনে হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনেক চিন্তাধারার সাথে তারা একমত হতে পারছেন না।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচন। বিএনপি মনে করে 'অতিদ্রুত' কিংবা 'যৌক্তিক সময়ের' নির্বাচন দাবি করছে। অন্যদিকে নির্বাচন নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কোন তাড়াহুড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP HHA PCA

allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com

718-593-0932

QUEENS ◦ BRONX ◦ BROOKLYN ◦ SUFFOLK ◦ NASSAU ◦ MANHATTAN ◦ STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি জানেন কি?
মিথ্যা স্টেটমেন্ট এবং ভুল তথ্য দেবার কারনে ফ্লোরিডা এবং নিউ ইয়র্কে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।
লাইসেন্স ছাড়া নিজেকে অ্যাটর্নি দাবি করায় অনেকে দণ্ডিত হয়েছেন।
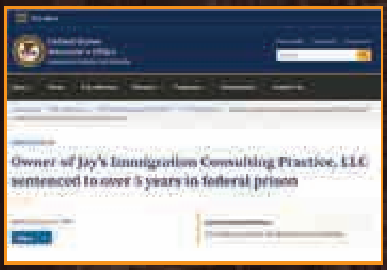
Owner of Jay's Immigration Consulting Practice, LLC sentenced to over 5 years in federal prison
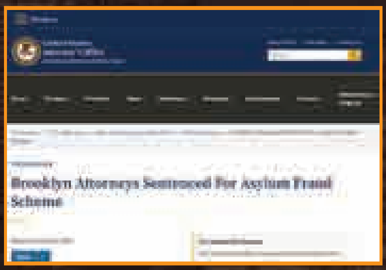
Brooklyn Attorneys Sentenced For Asylum Fraud Scheme
রাজু'ল, ইমিগ্রেশন বিষয়ক যে কোনো সেবা পেতে বিশ্বস্ত নাম।

Head Office	New York	Los Angeles	Atlanta	Dhaka	Savar
301-919-3610	934-345-7003 347-472-7050	323-499-5815 213-729-9345	770-655-9166 458-272-5793	01602-270365 01728-383454	01730214236

info@rajulaw.com www.rajulaw.com 833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | **TTY 711** MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস

www.zamzamtravelus.com | zamzamtravelus

★★★★★

Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)

Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM	Quad	Tripple	Double
	$1599	$1699	$1799

LUXURY STARTING FROM	Quad	Tripple	Double
	$1999	$2099	$2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন-২০২৪
২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে
রুহুল-জাহিদ
পরিষদে ভোট দিন
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
VOTE
B17
এ কে এম রফিকুল ইসলাম (ডালিম) কে
কার্যকরী সদস্য পদে
আপনার মূল্যবান রায় দিন
Contact: 917-362-3872 | প্রচারে: সমর্থকবৃন্দ

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন। সেখানে একত্রিত হবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা, যেখানে রাজনৈতিক সংকট, বিশ্ব অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দার নানা বিষয়ের সমাধানে চলবে বাগ্‌বিতণ্ডা। আলোচনা হতে পারে গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধের মতো চলমান যুদ্ধগুলো নিয়ে। জাতিসংঘের অধিবেশন উপলক্ষে বরাবরের মতোই জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে সদস্য দেশগুলোর পতাকা উড়ানো হয়েছে। আর বাংলাদেশের পতাকাটি উড়ছে সবার আগে। এ যেনো নতুন বাংলাদেশকে স্বাগত জানানোর অন্য রকম আয়োজন।

বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই অধিবেশনে এমন এক সময়ে যোগ দিচ্ছেন যখন দেড় দশকের স্বৈরতন্ত্র হঁটিয়ে ছাত্র-জনতা বাংলাদেশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ফলে অধিবেশনে ড. ইউনূসের যোগদান এবং যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে প্রবাসীদের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই। ফলে এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে। এর আগে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের একপ্রকার টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশের পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করে আসছিল। ফলে এই সম্মেলনকে বাংলাদেশের জন্য ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার ও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি প্রেক্ষাপট হিসাবে বিশ্লেষকদের অনেকেই দেখছেন। এবারের অধিবেশন দেশের জন্য ‘বিশ্বসভায় নতুন পদচারণা’ এবং বিশ্ব দরবারে নতুনভাবে বাংলাদেশকে তুলে ধরার বিশাল একটা সুযোগ।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্ণ হওয়ায় এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একই সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের জায়গা, বিভিন্ন সংস্কারের কৌশলগত বা টেকনিক্যাল দিকে সাপোর্ট, বিদেশে টাকা পাচার, অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে চলমান তদন্ত, এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার পথ সুগম হবে। বাংলাদেশ অর্থনীতির যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ আনতেও এবারের সম্মেলনটিকে কাজে লাগানো হতে পারে। বাংলাদেশের দরকার এখন আর্থিক সহায়তা এবং সহযোগিতা। ফলে ক্ষয়ক্ষতি থেকে উত্তরণে এবং একটা টেকসই আর্থিক উন্নয়নে ড. ইউনূস বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর কাছে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করবেন। উন্নয়ন, ঋণ বা আর্থিক সহায়তার মতো বিষয়গুলো কমিটি পর্যায়ের আলোচনায় আসবে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সেখানে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে তাঁর উপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের জন্য এবারের পরিষদ কতদূর ফলপ্রসূ হবে।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ইস্যু জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনসহ পশ্চিমা দেশগুলোর অন্যতম উদ্বেগর জায়গা ছিল। সেখানেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কর্মকর্তারা পরিবর্তিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবেন বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, মানবাধিকার এমন বিষয়গুলোও তাদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আসবে। বর্তমানে যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, সেটা তারা তুলে ধরতে চাইবেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে শুভেচ্ছা পেয়েছেন। বিশ্বপরিসরে খ্যাতির কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের জন্য একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন। প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং একরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জায়গা থাকায় তাঁর বক্তব্য একটা বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে শোনা হবে। অর্থনীতির বাইরে প্রযুক্তিগত দিক, তরুণ প্রজন্মের অংশিদারিত্ব, রাজনৈতিক সহযোগিতা পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে সদিচ্ছার মতো দিক নিয়ে আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জাতিসংঘের যেসব অগ্রাধিকারের যেসব জায়গা রয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিনিধিদল সেসব ইস্যু সংক্রান্ত ইভেন্টে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করবে বলে আশাবাদ সকালের।

> এ বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন করছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন আমরা আবার তরুণদের কণ্ঠকে গুরত্বের সঙ্গে শোনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগদান, ভাষণ প্রদান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার অনেক দ্বার খুলে দেবে।

২৭ তারিখ বক্তব্যে যে বিষয়গুলো উঠে আসবে তার একটি ধারণা দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের বিবরণ, জনগণকেন্দ্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা, রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু ইস্যু, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান, উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধ, নিরাপদ অভিবাসন, প্রযুক্তির টেকসই হস্তান্তর, ফিলিস্তিন–এমন বিভিন্ন বিষয় আসতে পারে বলে জানানো হয়েছে। মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। সেখানে তিনি দেশে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বীরত্বগাথা তুলে ধরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর রাষ্ট্র মেরামতের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবেন।

শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দিচ্ছেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। চেনা পরিবেশে নতুন পরিচয়ে জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন তিনি। দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের সামনে তুলে ধরবেন তার নতুন দায়িত্ব, নতুন বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের দর্শন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন অধ্যাপক ইউনূস। নিজেদের গর্বিত ও মর্যাদাশীল দেশের জনগণ হিসেবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ কীভাবে নিজেদের তুলে ধরবে, সেটিই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানাবেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ভূরাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হতে উদাত্তভাবে আহ্বান জানাবেন। অন্তর্বর্তী সরকার দেশ গঠনে নতুন চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছে। নতুন সরকার দেশবিদেশে সমানতালে কাজের মাধ্যমে নিজেদের জানান দিতে চায়।

এ বছর জাতিসংঘের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য হলো- ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তি, টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদার অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করা।’ বিশ্বব্যাপী আস্থার সংকট, বহুপাক্ষিকতা এবং আলোচনার পথ উপেক্ষা করার ফলে সৃষ্ট সংকট থেকে সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির পাশাপাশি উদ্ভূত নানারকম বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপের অনুপস্থিতি – ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত অর্থবহ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকটি দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের প্রতিফলন। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে তাদের নিবেদনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে এ ধরনের বৈঠক বিরল ঘটনা। এ বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে। এটি আমাদের জন্য সুখবর।

এ বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন করছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন আমরা আবার তরুণদের কণ্ঠকে গুরত্বের সঙ্গে শোনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগদান, ভাষণ প্রদান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার অনেক দ্বার খুলে দেবে। বাংলাদেশের অনেক বিপক্ষ শক্তি জানবে বাংলাদেশ একা নয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশকে যারা চাপে ফেলতে চায় তাদের কাছেও এই বার্তা যাবে যে, বাংলাদেশের পাশে বৃহৎ শক্তি এবং শান্তিকামীরা আছেন। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক সচলায়তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই সফর।

হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশ ও ভারতের মিডিয়া

এম আদিল খান

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তাঁর সরকারের দেড় দশকের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে।

হাসিনার পতন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সুবিধাভোগী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের জন্যও একটি বড় ধাক্কা। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিকভাবে এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের (পড়ুন মোদির) সমর্থন ছাড়া শেখ হাসিনা এতদিন টিকে থাকতে পারতেন না। বিনিময়ে, হাসিনার কাছ থেকে সীমান্তবিষয়ক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়েছিল ভারত। হাসিনার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে, ‘আমি যা দিয়েছি, ভারত তা সারা জীবন মনে রাখবে।’ বাংলাদেশের অনেকের দাবি, ‘ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে’ হাসিনা ও তাঁর দল ক্ষমতা দখল করে ছিল।

এখন সেসবের দিন শেষ। হাসিনার পতন হয়েছে এবং ৮৪ বছর বয়সী নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের পছন্দে হাসিনার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ইউনূস, বিষয়টি বড় পরিসরে সাধুবাদ পেয়েছে।

হাসিনার পতনের বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে মিশ্র। তবে কিছু ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়া অনেকটা সিজোফ্রেনিয়ার মতো উন্মত্ততার পর্যায়ে। ভারতে সংশয়বাদীরা, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠরা বাংলাদেশের জন্য হাসিনা-পরবর্তী একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃশ্যকল্প এঁকেছেন। এ জন্য তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে– ১. হাসিনার পতন বাংলাদেশে ‘ইসলামী উগ্রবাদের’ উত্থান; ২. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রমণের শিকার এবং ৩. সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বাংলাদেশের ‘ভঙ্গুর অর্থনীতির’ মোড় ঘুরিয়ে ‘অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির’ সূচনা করেছিলেন। এসব দাবি কতটা সত্য? চলুন এক এক করে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক–

ইসলামী উগ্রবাদের উত্থান

শেখ হাসিনার পতনের পরপরই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর বেশ কিছু হামলা হয়। সাম্প্রতিক এসব হামলাকে মুসলমান উগ্রবাদীদের কাজ বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ভারতীয় গণমাধ্যম। পরে মুসলিমদের ওপরও হামলা হয়েছে, বিশেষ করে সুফিপন্থী মাজারগুলোকে লক্ষ্য করে।

হাসিনা-পরবর্তী এসব হামলা এমন সময়ে ঘটছে, যখন অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসনের ওপর ক্ষমতা সুসংহত করতে পারেনি। এটি পুষে রাখা নানা ক্ষোভের বিরুদ্ধে জনতাকে বিচারের সুযোগ করে দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু ছিল উত্তেজনার বশে ভাংচুর এবং কিছু ছিল ধর্মীয় কারণে।

যেকোনো সমাজে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তা ধর্মীয় হতে পারে বা অন্য কিছু। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপদে থাকা ও নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের মুসলমানদের কথা বলা যেতে পারে। যেকোনো অঞ্চলের যে বিষয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখে, তা হলো মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং এই আইন কঠোরভাবে মেনে চলা।

দুঃখজনক বিষয় হলো, মানবাধিকার ও আইনের শাসন কখনোই বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী দিক ছিল না। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনামলে মানবাধিকার পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে যে, ক্ষমতাসীন দলের অনুগতরা ছাড়া কেউ নিরাপদ ছিল না। তবে এটিও সত্য, হাসিনার শাসনামলে হিন্দুরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বোধ করতেন। তবে এর কারণ এই নয় যে, হাসিনা ‘চ্যাম্পিয়ন অব সেক্যুলারিজম’। বরং তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরামর্শদাতা ভারতকে খুশি রাখতে হাসিনা হিন্দুদের চাকরি এবং অন্যান্য ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা দিতেন। আবার বাংলাদেশে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য হিন্দুদেরকে দিয়ে খারাপ কাজ করাতেন।

আফসোসের বিষয়, হিন্দুদের প্রতি হাসিনার নেক নজর ও একপেষে আচরণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে ইতিবাচক ছিল না। হিন্দুদের নিয়ে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সুবিধাবাদী আচরণ মুসলিমদেরকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের হিন্দুরা আরও বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের মুসলমানরা আরও যে কারণে ক্ষুব্ধ তা হলো, দেশের হিন্দুরা বিশেষ করে হিন্দু সংগঠনগুলো কখনোই হাসিনা সরকারের কয়েক দশক ধরে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। এমনকি বিরোধী দলের কর্মীদের সঙ্গে হওয়া নিপীড়নের প্রতিবাদ কিংবা সহানুভূতি দেখায়নি। যেমনটা ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে হয়ে থাকে। ভারতে গরুর মাংস খাওয়া অথবা বহন করার সন্দেহে নিয়মিত প্রকাশ্যে মারধর করা হয় মুসলিমদের। এ ছাড়া মুসলিমদের মসজিদ ও সম্পত্তিতে হামলার ঘটনা নতুন নয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে এই হিন্দু-মুসলিমদের সম্পর্কের বিষয়টি তাদের নজর এড়িয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করার জন্য একটি অংশ দাবি তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা থেকে নেওয়া এই গান বদলানো উচিত বলে মনে করেন কেউ কেউ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ একজন হিন্দু (মূলত ব্রাহ্ম) এবং ভারতীয় যিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ১৯০৫ সালে কবিতাটি লিখেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার এটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করে। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি, হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশে ‘ইসলামী উগ্রবাদের’ উত্থানের বিষয়ে ভারতের শঙ্কা বাড়িয়েছে।

তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়েছে, জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা তাদের এজেন্ডায় নেই। যদিও বিশ্বে জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করেছে এমন অন্তত পাঁচটি দেশ রয়েছে। এ ছাড়া ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ডের দুটি জাতীয় সংগীত রয়েছে।

এত কিছুর পরও বাংলাদেশে কোনো মুসলিম মৌলবাদী নেই, তা বলাটা অন্যায় হবে। বেশির ভাগ দেশের মতো বাংলাদেশেও ধর্মীয় উগ্রবাদীরা রয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা কম এবং রাজনৈতিক ভিত্তি খুবই সামান্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯০-২০০৭ সালে পর্যন্ত যখন বাংলাদেশে এক ধরনের গণতন্ত্র কার্যকর ছিল, তখন ইসলামী দলগুলো ৩৫০ আসনের সংসদে ৭-১০টির বেশি আসন পায়নি। এই সংখ্যা প্রমাণ করে, অধিকাংশ বাংলাদেশি মুসলমান ধর্মপরায়ণ হলেও ধর্মান্ধ না এবং ইসলামী রাজনীতির খুব একটা ভক্ত নন।

অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাসিনা সরকারের অবদান স্বীকার না করার জন্য ভারতীয় বিশ্লেষকরাও বাংলাদেশিদের তিরস্কার করছেন। তাঁদের ভাষ্য, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

এটি বলতে হয়, হাসিনার শাসনামলে (২০০৯ সাল থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১৪ সালে ৬.১ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৭.৯ শতাংশ এবং তারপর ২০২৩ সালে তা নেমে আসে ৫.৮ শতাংশে। তবে হাসিনা ভঙ্গুর অর্থনীতিকে ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন অর্থনীতিতে বদলে দিয়েছিলেন, এটি বলা ভুল। আসল বিষয়টি হলো, হাসিনার আমলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল পূর্বের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতার অংশ, যা বাংলাদেশ ২০০৫ সাল থেকে অর্জন করে আসছিল। তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৫.১ শতাংশ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দুটি মূল চালিকাশক্তি– তৈরি পোশাক রপ্তানি এবং বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স। আর এর সূচনা হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষ দিকে, ২০০৯ সাল থেকে নয়।

তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে হাসিনার ২০০৯-২০২৪ শাসনামলে ‘অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি’ একেবারে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আবার এটিও বলতে হবে, হাসিনার আমলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের বড় মাপের দুর্নীতি ও অতিরিক্ত ব্যয়বহুল অবকাঠামো প্রকল্পে বিদেশি ঋণ নিয়ে লাগামহীন অর্থায়ন করা হয়। হাসিনার ঘনিষ্ঠদের বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে বিশাল ঋণে জর্জরিত করেছে হাসিনা সরকার এবং এটি অর্থনীতিকে একটি মারাত্মক সংকটে ফেলেছে।

হাসিনা সরকার বিগত দশকে জনমতের প্রতি নিষ্ঠুর দমন, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, ব্যাপক দুর্নীতি ও বেপরোয়া ঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সংকটে ফেলা, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব সাধারণ বাংলাদেশিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে চরমভাবে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত জুলাইয়ের গণবিক্ষোভ তাঁর পতন ঘটেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ “বাংলাদেশ’স সেভেন গভার্নিং পিরিয়ডস, ১৯৭২-২০২২: অ্যাকমপ্লিশমেন্টস, ‘কনস্ট্যান্ট অব ব্যাড গভার্নন্যান্স’ অ্যান্ড মাচ–নিডেড রিসেটস” পড়লে বুঝতে পারবেন, বাংলাদেশিরা অনন্য অনেক কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। একটি সময় আসে যখন তারা উঠে দাঁড়ায় ও শোষকদের মোকাবিলা করে এবং ভুল শুধরাতে নিজেরা দায়িত্ব নেয়। এভাবে একটি নতুন যাত্রার সূচনা করে। এখন সেই সময় এসেছে... প্রকৃতপক্ষে সেই সময়টি এসেছিল গত ৫ আগস্টে।

সারকথা

বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক–মুসলিম মৌলবাদীরা হাসিনার পতন ঘটায়নি, তিনি নিজেই তাঁর পতনের কারণ। হাসিনার অহংকার, লোভ, ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দুর্নীতি এবং যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকার অতৃপ্ত ইচ্ছা এবং ভারতের সঙ্গে অসৎ মৈত্রী–পতনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

হাসিনার পতন ভূ-রাজনীতির জন্য একটি শিক্ষা। তাঁর পতন থেকে প্রমাণ হয়, ‘মহল্লার মাস্তানি’ প্রতিবেশীদের মধ্যে স্থায়ী এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নীত করার ভালো উপায় নয়। যা প্রয়োজন তা হলো, বিনিয়োগ এবং মানুষের সঙ্গে বন্ধন।

শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের ভুল, পরিণতি ও উত্থান-পতন থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত।

লেখক: একাডেমিক ও জাতিসংঘের সাবেক সিনিয়র পলিসি ম্যানেজার।

ইংরেজি থেকে অনূদিত।

অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পরকালীন শাস্তি

ইসলাম

বিচারবহির্ভূতভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং একে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধ ও গুনাহের একটি বিবেচনা করা হয়। তাই কোনোভাবেই এমন কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো যাবে না। এখানে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে কোরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো—

১. ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ করে তাদেরও (হত্যা করে)। (হে নবী) তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এদের জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না।’ (সুরা আল ইমরান: ২১-২২)

২. ‘আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সব সময় থাকবে এবং আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দেবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি।’ (সুরা নিসা: ৯৩)

৩. ‘যারা এগুলো (অন্যায় হত্যা ও ব্যভিচার) করবে, তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে।’ (সুরা ফুরকান: ৬৯)

৪. ‘ওই কারণেই আমি বনি ইসরাইলকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছি, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যার শাস্তি হিসেবে বা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির শাস্তি হিসেবে ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষকেই রক্ষা করল।’ (সুরা মায়িদা: ৩২)

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

পোশাকশিল্পে অস্থিরতা: স্বপ্ন দেখতে সমস্যা কী

মিজানুর রহমান

২০২৪ সালটি তৈরি পোশাকশিল্পের ঘুরে দাঁড়ানোর বছর হতে পারবে মনে হচ্ছিল। এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। প্রথম অবস্থানে চীন। বর্তমান বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হিস্যা ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। সেখানে চীনের হিস্যা ৩১ শতাংশের কিছু বেশি। দেশে এ সেক্টরে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ রকম বিশাল কর্মসংস্থান আর কোনো সেক্টরে নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতে মোট লোকবল আছে ৪৩ লাখ ১৬ হাজার। এর ৬২ শতাংশ নারী শ্রমিক। কারখানা আছে ৪ হাজার ১১৪টি। গত দুই অর্থবছরের চিত্র অনুযায়ী পোশাক রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ছিল। যেমন, ২০২২ সালে ৪ হাজার কোটি ডলার এবং ২০২৩ সালে ৪ হাজার ৭৩৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৭২ শতাংশ। মোট রপ্তানির ৮১ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। অথচ এই তৈরি পোশাকশিল্পের কার্যক্রম এখন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৈরি পোশাক কারখানার চলমান অস্থিরতায় পোশাক খাতকে সমস্যায় ফেলেছে। বাংলাদেশের বিকল্প দেশে রপ্তানি অর্ডার চলে যাচ্ছে। কারখানার মালিকদের ধারণা, কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ রপ্তানি অর্ডার প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব রপ্তানি অর্ডারের বড় অংশ যাচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তানে। অর্ডার বাতিল হলে পুনরায় ফিরিয়ে আনা খুবই দুষ্কর। সাম্প্রতিক বন্যা ও ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের কারণে এর আগে-পরে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় অনেক ক্রেতা বাংলাদেশে আসছেন না।

সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতিতে পণ্য ডেলিভারিতে বিলম্ব করার কারণে চুক্তিবদ্ধ মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পরিশোধে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা হয়। চুক্তির শর্ত পূরণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ২০০-২৫০ গুণ বেশি ব্যয়ে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থাও হাতে নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে সুনাম রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে।

উৎপাদন হওয়ার পর রপ্তানি আদেশ বাতিল হলে ‘স্টকলট’ হিসেবে স্থানীয় বাজারে সস্তায় মালামাল বিক্রি করে দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে পুঁজি উদ্ধার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অতীতে এ রকম ঘটনার কারণে অনেক কারখানার মালিক দেউলিয়া হয়েছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রম অসন্তোষ রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের জন্য যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাপ্রবাহ। এর সঙ্গে আছে তীব্র গ্যাস, বিদ্যুৎ-সংকট। তা ছাড়া, বন্দরের অহেতুক ঝামেলা তো আছেই, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। এসব ঘটনায় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই কঠিন। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বাইরের ক্রেতার কাছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি দিন দিন নিম্নগামী হচ্ছে।

> **মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আস্থা রাখতে আমাদের ক্ষতি কী? আশা করি, তাঁর মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্পের বাজার আরও ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হবে। আমরা একটু অপেক্ষায় থাকি। সবার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে তৈরি পোশাকশিল্পের বাজার বিশ্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।**

কিছুদিন আগে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ায় আন্দোলনের মুখে মালিকপক্ষও বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিল। সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুর শিল্প অঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে চলছিল। নিরুপায় হয়ে কারখানা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। যে কারখানা শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ দিল, সময়মতো বেতন ও ভাতা পাচ্ছিল, তার প্রতি কেন ক্ষোভ থাকবে? মালিকের প্রতি ক্ষোভ কেন কারখানার ওপর চড়াও হবে? এবারের বিক্ষোভে গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকায় বিগবস করপোরেশন নামে একটি কারখানার গুদামে অগ্নিসংযোগ করা হলো। কারখানায় উৎপাদন কী করে হবে? শ্রমিকেরা কি সেটা ভেবে দেখেছেন?

শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও অসন্তোষ কমেনি, বরং নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক দাবি তুলে কারখানা ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মালিকেরা। প্রথমে মজুরি ও হাজিরা বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে মাঠে নামেন শ্রমিকেরা। পরে তাঁরা চাকরির ক্ষেত্রে সমতার দাবিও জানান। পাশাপাশি তাঁরা বেকারদের জন্য চাকরি ও চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি তোলেন। কর্মী ছাঁটাই করার বিষয়টিও আনেন। শ্রমিকনেতা ও মালিকপক্ষ তাঁদের সব দাবি-দাওয়া যৌক্তিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা মনে করেন, যে ধরনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে তা সব পূরণযোগ্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযৌক্তিকও।

সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুট ব্যবসার দখল নিয়ে গ্রুপিং হচ্ছে। দখলদারত্ব তো আছেই। কেউ কারখানায় খাবার সাপ্লাই দেয়, তাদেরও স্বার্থ আছে। সেখানেও শ্রমিকদের ব্যবহার করা হচ্ছে। গত জুলাই আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতা ও শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল। শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ৪৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তাঁদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি এখন দাবিতে আসছে। তা ছাড়া, বহিরাগত একটি শক্তির তৈরি পোশাক কারখানায় অসন্তোষ সৃষ্টি করার একটি অশুভ চিন্তাও থাকতে পারে।

তৈরি পোশাক কারখানার অরাজকতায় ১১ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে ‘শ্রম অসন্তোষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা হয়।

সেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তো ‘গরিবের বন্ধু’ নামে পরিচিত। তাঁর ওপর ভরসা রাখতে তাহলে দ্বিধা কেন? জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, শ্রমিক ভাইবোনদের অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে মূল জীবিকাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে সেটা ঠিক হবে না। মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এসব সমস্যার সমাধান অবশ্যই বের করা হবে।

মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আস্থা রাখতে আমাদের ক্ষতি কী? আশা করি, তাঁর মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্পের বাজার আরও ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হবে। আমরা একটু অপেক্ষায় থাকি। সবার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে তৈরি পোশাকশিল্পের বাজার বিশ্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে। তখন শ্রমিক ভাইবোনদের বেতন-ভাতা নিয়ে আর হয়তো আন্দোলন করতে হবে না। আমাদের সেই স্বপ্ন দেখতে সমস্যা কী?

লেখক: মিজানুর রহমান, ব্যাংকার ও কলামিস্ট

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুইফটকে ইতিবাচকভাবে দেখে এবং ৪১% নিরপেক্ষ ভোটার এবং মাত্র ২৩% রিপাবলিকান ভোটার তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। অন্যদিকে, ৬০% রিপাবলিকান ভোটার সুইফটের প্রতি নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেন এবং মাত্র ১১% ডেমোক্র্যাট তার সম্পর্কে ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমস/ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়্যারার/সিয়েনা কলেজের জরিপটি ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২,৪৩৭ ভোটারের উপর পরিচালিত হয়। এই জরিপের ফলাফলের প্রান্তিক ত্রুটি ছিল ৩ শতাংশ পয়েন্ট।

মেয়র এরিক ফেডারেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বুধবার রাতে এক ভিডিও বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাট এই রাজনীতিক দাবি করেছেন, মামলা হলে তা 'মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে করা সম্পূর্ণ ভুয়া অভিযোগ' হবে। তিনি দায়িত্বপালনরত অবস্থায়ই মামলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রত্যয় জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "আমি জানি আমি নির্দোষ। আমি যদি অভিযুক্ত হই তাহলে আমি আশু বিচারের অনুরোধ জানাবো যেন নিউ ইয়র্কাররা সত্যটি জানতে পারে।"

নিজের ভিডিও বিবৃতিতে নিউ ইয়র্কবাসীকে 'ধৈর্য ধরার' ও তার জন্য 'প্রার্থনা' করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। আমার শক্তির ও উদ্দীপনার প্রতি আউন্স দিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবো আমি, বলেছেন তিনি।

বহু প্রভাবশালী রাজনীতিক ও কর্মকর্তা অ্যাডামসকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মেয়রের পদে থেকেই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

২০২৩ সালের নভেম্বরে এফবিআই বেশ কয়েকটি অভিযান চালায়, যেখানে নির্বাচনী তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম এবং প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এর ফলে অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে যায়, বিশেষ করে শহরের অপরাধ বৃদ্ধি ও অভিবাসন সমস্যা সমাধানের চ্যালেঞ্জগুলোতে।

আইন-শৃঙ্খলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২১ সালে মেয়র নির্বাচিত হওয়া অ্যাডামস এখন একটি কঠিন আইনি পরিস্থিতির মুখোমুখি। এই অভিযোগের প্রভাব কেবল তার ব্যক্তিগত জীবনে নয়, তার প্রশাসনের কার্যক্রম এবং শহরের জনগণের আস্থার ওপরও পড়তে পারে।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য কমিশনার আশ্বিন বাসান, এনওয়াইপিডির কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড ক্যাবান, প্রধান আইন উপদেষ্টা লিজা জর্নবার্গ ইতোমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া ফেডারেল তদন্তকারীরা সিটির আরো বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, যার মধ্যে রয়েছেন পাবলিক সেফটি বিভাগের উপ-মেয়র ফিলিপ ব্যাঙ্কস এবং উপ-মেয়র শীনা রাইট।

অ্যাডামস ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাথমিকভাবে আদালতে হাজির হবেন, তখন ফেডালের কৌঁসুলিরা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো তুলে ধরবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতকে আশ্বস্ত করেছি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির মহাসচিব বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারত ও বিএনপির মধ্যকার সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে।

বিএনপির নেত্রী ও দুবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার বিগত ১৫ বছরের শাসনামলে ভারতের সঙ্গে হওয়া কিছু উদ্যোগ ও চুক্তির সমালোচনা করেছেন। তবে সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করতে বিএনপি কার্যালয়ে বৈঠক করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এ বৈঠক দুই দেশের জন্যই ইতিবাচক কিছু বিষয় বয়ে এনেছে। বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, 'বাংলাদেশে গত নির্বাচনের পর থেকেই আমাদের (ভারত ও বিএনপি) সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তবে এবার আমাদের অফিসে হাইকমিশনারের (ভারতের) সফরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বরফ গলতে শুরু করেছে।' বিএনপি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন বয়কট করেছিল।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সব সময়ই খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। অবশ্যই, এটিও ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের একটি টার্নিং পয়েন্ট।' তিনি বলেন, তাঁর দল ভারতকে আশ্বস্ত করেছে যে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মাটি ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে ব্যবহার করতে দেবে না।

প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আমরা দুই দেশের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা পানি বণ্টন সমস্যা, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতার কথা উল্লেখ করেছি। একই সময়ে, ভারতের প্রধান সমস্যা ছিল নিরাপত্তা সমস্যা। আমরা আশ্বস্ত করেছি, আমরা ক্ষমতায় গেলে নিশ্চিত করব যে, এই ভূখণ্ড বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ব্যবহার করতে পারবে না।'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক সব সময়ই খুব ভালো ছিল। কিন্তু বিএনপি ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আমি মনে করি, বরফ গলতে শুরু করেছে। আশা করি, এই সম্পর্ক আরও ভালো হবে। এবার তারা (ভারত) আমাদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবে, বিশেষ করে ভারতকে এ দেশের মানুষের নাড়ি বোঝার চেষ্টা করা। জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।'

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সম্মেলনের সাইডলাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বৈঠকের আলোকে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'অবশ্যই, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে এই পরিবর্তনের পর জয়শঙ্করের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবশ্যই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বৈঠকের পর সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।'

মির্জা ফখরুল যোগ করেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত। জনগণের মধ্যে সম্পর্কই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার মূল চাবিকাঠি।'

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি বিশ্বাস করে, হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসা উচিত এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া উচিত। এ বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি এখনো জানি না, সরকার তাঁকে (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে কি না। তবে আমি মনে করি, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসা উচিত এবং তাঁর জবাবদিহি করা উচিত।'

এদিকে বিএনপির এই নেতা জানিয়েছেন, আগামী ৯ থেকে ১৩ অক্টোবর পালিত হতে যাওয়া দুর্গাপূজা উৎসবের আগে তারা দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের ইউনিটগুলোকে সতর্ক করেছে। বাংলাদেশের ৩২ হাজার ৬৬৬টি পূজামণ্ডপে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন—এমন ভুল ন্যারেটিভ নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন। আমি মনে করি না যে, কোনো গুরুতর সমস্যা চলছে। প্রতিটি পরিবর্তনের পরে কিছু সমস্যা হয়, যা রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক নয়।' তিনি বলেন, 'কিছু ঘটনা ঘটেছে। এগুলো সবই রাজনৈতিক প্রকৃতির, সাম্প্রদায়িক নয়। আমরা আমাদের দেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য খুবই সজাগ। বিশেষ করে, পূজার আগে। আমরা এরই মধ্যে সারা দেশে আমাদের ইউনিটগুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছি।'

এ সময় তিনি জানান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিশ্বাস করে, বাংলাদেশ শিগগিরই অন্তর্বর্তী সরকার থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে।

হাসিনার বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিসহ বাকি ১০ জনের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তাজুল ইসলাম জানান, গুম হওয়া ১২ জনের মধ্যে দু'জন ফিরে এসেছেন। বাকি যে ১০ জন ফিরে আসেননি তারা হলেন–আমিনুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, সোহেল মিয়াজী, আবদুল্লাহ, ইকবাল হোসেন, আইনুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাজু, কুদ্দুসুর রহমান চৌধুরী, মো. কাইয়ুম, মো. মোস্তফা। আজ পর্যন্ত তাদের স্বজন জানেন না, তারা কোথায় আছেন। 'বাংলাদেশ গুম পরিবার' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬৪ ঘটনার তালিকা দেওয়া হয়েছে। এগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। এখন অভিযোগ যাচাই-বাছাই পর্যালোচনা করা হবে। বেশির ভাগ অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎকালীন সদস্যদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। ওই সংগঠনের আহ্বায়ক বেলাল হোসেনকে ২০১৬ সালের ১০ অক্টোবর উঠিয়ে নেওয়া হয়। পরে ওই বছরের ২ নভেম্বর তাঁকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে চলে যায়। তিনি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ ছাড়া ২০১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় মাস গুম করে রাখার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সোহেল রানাও ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করেন।

আরও দুটি হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলার আবেদন

ছাত্র আন্দোলনের সময় ৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে আশরাফুল ইসলাম অন্তর নামের এক কিশোর গুলিতে নিহতের ঘটনায় শেখ হাসিনা, ঢাকা জেলার সাবেক ডিসি আনিসুর রহমানসহ ১১২ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার আবেদন হয়েছে। গতকাল ঢাকা মহানগর হাকিম শাহিন রেজার আদালতে নিহতের খালা খুকুমণি এই মামলার আবেদন করেন। আদালত এ ঘটনা নিয়ে কোনো মামলা বা জিডি আছে কিনা, তা তদন্ত করে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশকে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ছাড়া গত ৫ আগস্ট মিরপুর ২ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে গাড়িচালক মিজানুর রহমান বাদলকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ৮২ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন হয়েছে। গতকাল ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে ভুক্তভোগীর বাবা আলতাব আলী এ আবেদন করেন। আদালত এ ঘটনায় মামলা হয়েছে কিনা, তা জানতে চেয়ে মিরপুর মডেল থানাকে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তারের পর সাবেক শিল্পমন্ত্রী হুমায়ূন কারাগারে

নরসিংদীর একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল নরসিংদীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রকিবুল ইসলামের আদালত এই আদেশ দেন। গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে নরসিংদী-৪ আসনের সাবেক এই এমপিকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শাইখ সিরাজসহ ৫ জনের নামে ফারজানা ব্রাউনিয়ার মামলা

চ্যানেল আইয়ের বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেছেন উপস্থাপিকা ফারজানা ব্রাউনিয়া। গতকাল ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি এ মামলার আবেদন করেন। আদালত সিআইডিকে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। মামলায় অন্য আসামিরা হলেন জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন, মুকিত মজুমদার বাবু, আবদুর রশিদ মজুমদার পারভেজ ও রিয়াজ আহম্মেদ খান।

এদিকে গাজীপুরের কাপাসিয়া প্রতিনিধি জানান, কাপাসিয়ার এক বিএনপি নেতাকে হত্যার অভিযোগে সাবেক এমপি সিমিন হোসেন রিমি, সাবেক দুই ওসি, জেলা কারাগারের সুপারসহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। নিহত বিএনপি নেতা সফিউদ্দিন মাস্টারের ছেলে সোহেল রানা গত সোমবার গাজীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন।

বিশ্বমঞ্চে বিরল সম্মাননায় ড. ইউনূস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে। বিশ্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ড. ইউনূস। সবখানেই তার সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে। অনেককেই লাইন ধরে তার সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায়। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্। ড. ইউনূসকে কাছে পেয়ে আলিঙ্গন করেন তিনি। সেইসঙ্গে আপ্লুত পিটার হাস্ হাসিমুখে ছবিও তোলেন। স্মরণ করা যায়, ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালেই বাংলাদেশ মিশন সম্পন্ন হয় পিটার হাসের। তার পূর্ব-নির্ধারিত ফ্লাইটের দু'দিন আগে অর্থাৎ ২১শে জুলাই ছিল কূটনৈতিক ব্রিফিং। যেখানে তিনি ছাত্র-জনতার ওপর শেখ হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। জাতিসংঘের লোগোযুক্ত এপিসি থেকে নিরীহ মানুষের ওপর গুলিবর্ষণ নিয়ে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে তিনিও প্রশ্ন তুলেছিলেন।

নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতা চাইলেন ড. ইউনূস

যুবসমাজের জীবন উৎসর্গ এবং অদম্য নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বলেন, একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে তারা জীবন দিয়েছে। তরুণদের এই স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতা চাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ সহায়তা চান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তরুণদের আত্মত্যাগ আমাদের সামনে বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমরা এই সুযোগ হারাতে চাই না। বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে তরুণরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায়। এটি বাস্তবায়নে আপনাদের সবার সমর্থন প্রয়োজন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তির ৫০তম বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডনাল্ড লু-সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রমুখ। প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলম শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাগুলো নিয়ে লেখা দু'টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে ড. ইউনূস বলেন, গোটা জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। যারা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল আমরা তাদের হতাশ করতে চাই না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার সরকার কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বলেন, যুবসমাজের সামনে কোনো স্বপ্ন ছিল না। স্বৈরাচার তাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই তারা স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পিছপা হয়নি। বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা যে সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে, তা আমাদেরকে অভিভূত করেছে। বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা জীবন দিয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। তিনি বলেন, তরুণদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ গড়তে আমরা আপনাদের পাশে চাই। জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। সেখানে তিনি ব্যস্ত সময় পার করছেন। এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাইড ইভেন্ট রয়েছে তার। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘে ভাষণ দেবেন।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধান না হলে সমগ্র অঞ্চল সমস্যায় পড়বে

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমাদের সতর্ক হতে হবে, এই সংকটের সমাধান না হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র অঞ্চল সমস্যায় পড়বে। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি, আইসিসি প্রসিকিউটর করিম এএ খান, আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপ প্রমুখ বক্তব্য দেন। প্রধান উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়কে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নতুন করে ভাবার প্রস্তাব দেন। বলেন- প্রথমত, আমরা চাই জাতিসংঘ মহাসচিব যত দ্রুত সম্ভব রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সকল পক্ষের উপস্থিতিতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করুক।

সম্মেলনে সংকটের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক নতুন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাধানের উপায় কী হতে পারে, তেমন প্রস্তাব আসতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রফেসর ড. ইউনূস বলেন, দ্বিতীয়ত জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ যৌথভাবে পরিচালিত 'জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান' কার্যক্রমে নতুন করে প্রাণশক্তি যোগ করার প্রয়োজন। যেহেতু এখন রোহিঙ্গাদের পেছনে ব্যয় করার মতো তহবিলের অভাব রয়েছে, তাই রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে। তৃতীয় প্রস্তাবে ড. ইউনূস বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়কে অবশ্যই আন্তরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার দ্বারা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি বলেন, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো অনুষ্ঠান হচ্ছে তবে ড. ইউনূসের উপস্থিতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গি এবারের আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বৈষম্য, রাষ্ট্রহীনতা এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বন্ধ করতে আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বৈঠকের পরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গণমাধ্যমকে বলেন, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে এবারের বৈঠকটি অত্যন্ত সফল ছিল। সবাই বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা এবং তাদের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপ বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই সংকট সমাধানে আমাদের আরও কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এই আলোচনায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং বাংলাদেশ ও তাদের আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের নতুন সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেন। এদিকে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশে অবস্থানরত কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থী বিশ্বনেতাদের উদ্দেশ্যে 'আমাদের হতাশ করবেন না' মর্মে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ওই ভিডিও বার্তায় বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভুলে যাওয়া যাবে না।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতি

এদিকে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের (ইউএনজিএ) ফাঁকে দুই নেতার সাক্ষাতের পর হোয়াইট হাউস একটি বিবৃতি দিয়েছে। যেখানে বলা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ওয়াশিংটন ও ঢাকার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এটি অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দুই দেশের জনগণের সম্পর্কের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। এতে আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন দুই সরকারের মধ্যে আরও সম্পৃক্ততাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে তার নতুন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে মার্কিন সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন।

সৌজন্যে: মানবজমিন

ছাত্ররা ও জামায়াত কি বিএনপির চ্যালেঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে বিএনপির সতর্ক অবস্থান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের দিক থেকে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় কি না সেদিকেও দৃষ্টি রাখছে বিএনপি। এ বিষয়টিও নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা বলছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কোনো চিন্তা এখনি তাদের নেই।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে মি. আলমগীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকে বলা হচ্ছে, নতুন দল তৈরি করতে হবে। নতুন দল তৈরি করার কথা বললে জনগণ কীভাবে বুঝবে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন?

বিএনপি কি চ্যালেঞ্জে পড়বে?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে শত্রু-মিত্রের চর্চা নতুন কোন বিষয় নয়। দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজনীতির মাঠে একটা সময় যারা পরস্পরের মিত্র হিসেবে পরিচিত ছিল পরবর্তীতে তারাই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯৭৫ সালের সাতই নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এরপর তার ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সে অভ্যুত্থানের রূপকার ছিল জাসদ নেতা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের ও জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা।

তখন জাসদ ছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তি। কিন্তু রাজনীতির পথ পরিক্রমায় জাসদ আওয়ামী লীগের মিত্র হয়েছে এবং বিএনপির শত্রু হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনগুলোতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামী কি বিএনপির জন্য বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে?

“মোটেই না। এখানে ছাত্র-জনতার যে বিপ্লব হয়েছে তার যে অন্তর্নিহিত স্পিরিট, সেটা যদি আমরা উপলব্ধি করি তাহলে এখানে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধের সুযোগ আমি দেখছি না,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান।

মি. খান বলেন, "এই আন্দোলনে ছাত্র-জনতা মিশে গিয়েছিল। তারা বলেছে, সাধারণ ছাত্র হিসেবে আন্দোলন করেছে। কিন্তু সাধারণ ছাত্র বলতে তো কিছু নেই। ছাত্র যারা রয়েছে তাদের কোনও মতামত থাকতে পারে। কাজেই এটাও কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই।"

নির্বাচন নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। বিএনপি নির্বাচনের জন্য একটি রোডম্যাপ চায়, অন্যদিকে জামায়াত সেটি নিয়ে কিছু বলছে না।

বিএনপি দাবি করছে, নির্বাচন নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে মতভেদ নিয়ে তাদের কোন অস্বস্তি নেই। বিষয়টিকে তারা 'ভিন্নমত' হিসেবে বিবেচনা করছে।

“জামায়াতে কেন বিলম্ব করতে চায়? এটা নিয়েও তো যুক্তিসংগত প্রশ্ন করা যায়। জামায়াত বিলম্ব করতে চায় কারণ তারা জানে যে এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে তারা যথেষ্ট ভোট পাবে না। এটাও তো হতে পারে,” বলেন মি. খান। তবে নির্বাচন দেরিতে হলেই যে জামায়াতে ইসলামী ভোটের রাজনীতিতে বিএনপির বড় প্রতিপক্ষ হবে সেটি মানছেন না বিএনপি নেতারা।

রাজনীতি কোন দিকে যাবে?

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলছে, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে তাদের কোন চিন্তাভাবনা নেই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটি 'প্রেশার-গ্রুপ হিসেবে' কাজ করছে বলে তারা মনে করেন।

“আমরা চাচ্ছি গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা ধরে রাখা। সেই সাথে রাষ্ট্রের ন্যূনতম সংস্কার এবং নতুন রাষ্ট্র গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহযোগিতা করা,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আরিফ সোহেল।

ইতোমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক সমন্বয়ক ঢাকার বাইরে সমাবেশ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছিলেন। তাদের অভিযোগ ছিল বিএনপি সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এসব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যদিও ছাত্রদল সেটি অস্বীকার করেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম না হলেও বর্তমান বাংলাদেশে রাজনীতির অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাদের চাহিদা মতো। সে দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে মনে করেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিএনপি এবং বিএনপির দিক থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তবে এটিকে 'যৌক্তিক চিন্তা' মনে করছেন না ছাত্ররা।

> অনেকে মনে করছেন, নির্বাচনের জন্য যত বেশি সময় পাওয়া যাবে জামায়াত তত বেশি নিজেদের গুছিয়ে এনে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি জামায়াতকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে নির্বাচনে।

“কিছু ক্ষেত্রে যদি বিএনপির নেতা-কর্মীরা মনে করে থাকেন যে ছাত্ররা তাদের প্রতিপক্ষ বা ছাত্ররা কেউ কেউ যদি মনে করে থাকেন যে বিএনপি দলগতভাবে তাদের প্রতিপক্ষ, তাহলে আমি বলবো যে এটি একটি ভুল চিন্তা,” বলছিলেন আরিফ সোহেল।

বিএনপি বলছে, যেকোনো রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগকে বিএনপি স্বাগত জানায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যদি কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে চায় সেক্ষেত্রে বিএনপি 'মোটেও চিন্তিত' নয়।

“ছাত্ররা যদি দল করে সেটা তো তাদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার বিশ্বের সব সংবিধানেই দেয়া আছে, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান।

নির্বাচন হবে বড় পরীক্ষা?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন ঘিরেও রাজনীতির শত্রু-মিত্র নির্ধারিত হয়েছে অতীতে। ১৯৯০'র দশকে জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আন্দোলন করলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সাথে হাত মেলাতে দ্বিধা করেনি।

অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে জামায়াতে ইসলামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও পরবর্তীতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক মিত্র হয়েছে।

মঈন খান বলছিলেন, “দল করার অর্থ এই নয় যে তারা সরকার পরিচালনা করবে। দল করার পরে তাদেরকে জনগণের কাছে যেতে হবে। জনগণের কাছে যাবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি একটি। সেটি হচ্ছে, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন।”

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তরা বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন রাজনৈতিক দল গঠন না করছেন কিংবা নির্বাচনে অংশ না নিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন উঠবে না। একমাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এসব প্রশ্ন উঠতে পারে।

“ভবিষ্যতে তো অবশ্যই একটি নির্বাচন হবে রাজনৈতিক সরকার গঠনের জন্য। সে নির্বাচনের আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীরা বা অন্য যারা আছেন তারা যদি রাজনৈতিক দল তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে বা কিছু আগে সে চিন্তাভাবনা শুরু হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আরিফ সোহেল।

"কিন্তু সেটি এ মুহূর্তে একেবারেই নিশ্চিত নয়। এটি হতে পারে, নাও হতে পারে,” বলছিলেন মি. সোহেল।

“এই সম্ভাবনা তখনই তৈরি হবে যদি আমরা নির্বাচনি রাজনীতির মাঠে নামি। রাজনীতির মাঠে প্রতিযোগিতা নির্ভর করবে ভোট নিয়ে। যে জনগোষ্ঠীর ভোট বিএনপি চাচ্ছে, আমিও যদি তাদের ভোট চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কার মতাদর্শ কার চিন্তাভাবনা বা পলিসি জনগণ গ্রহণ করছে সেটি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি বা পাল্টা কর্মসূচি আমরা দেখতে পাব,” বলেন মি. সোহেল।

বিএনপি নেতারাও বলছেন নির্বাচনি মাঠে অন্যরা তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবে বলে তারা আপাতত মনে করছেন না।।

“জনগণ যাকে ভোট দেবে সে সরকার গঠন করবে। এখানে তো জোর করার কিছু নেই। এখানে দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। মানুষ যাকে ভোট দেবে তারাই সরকার গঠন করবে,” বলেন মঈন খান।

“আজ থেকে দুই বছর আগে আমরা ৩১ দফার মাধ্যমে যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছিলাম, অন্যরা কি এর বাইরে নতুন কোন কথা বলতে পেরেছে? তারা পুরনো কথারই দ্বিরুক্তি করছে। ”

জামায়াতে ইসলামী

গত ৫ই অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার পরে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে নির্বাচন নিয়ে মতভেদ দেখা যাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বলছেন নতুন কোন রাজনৈতিক দল আসতে চাইলে সেটিকে তারা সাধুবাদ জানাবেন এবং বিষয়টি নিয়ে তাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।

"এখন নতুন কেউ যদি আসে, সেটা তো তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট, সাংবিধানিক রাইট। আমরা মনে করি না যারা দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতি করছেন, তাদের জন্য কোন নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটলে কোন চ্যালেঞ্জের কারণ হবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ।

"জোট একসময় ছিল। সে সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জোট হয়েছিল অপশক্তির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য। এখন যেহেতু সেই অপশক্তি ক্ষমতায় নেই, সংগত কারণে জোটের কোন প্রয়োজন নেই। যার যে অবস্থান থেকে রাজনীতি করছে।কেউ কাউকে চ্যালেঞ্জ মনে করা বা প্রতিপক্ষ মনে করা ঠিক না।"

জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল ও সংগঠনের সাথে রাজনৈতিক মোর্চা গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে। সে রকম একটি জোট হলে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হবে বলে মনে করছেন অনেকে।

“কোন রাজনৈতিক মোর্চা বা নির্বাচনি ঐক্য করার আলোচনা এখনো হয়নি। আমরা পরস্পরের সাথে মতবিনিময় করেছি। ঐক্যটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখানে কোনও রাজনৈতিক কিংবা নির্বাচনি জোট করার কোন আলোচনা হয়নি,” বলেন মি. আকন্দ।

নির্বাচন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী কোন তাড়াহুড়া করতে চাইছে না।

অনেকে মনে করছেন, নির্বাচনের জন্য যত বেশি সময় পাওয়া যাবে জামায়াত তত বেশি নিজেদের গুছিয়ে এনে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি জামায়াতকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে নির্বাচনে।

“নির্বাচন যদি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ না হয় এবং মেশিনারিগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে নির্বাচন পরে হলেও যা আগে হলেও তা। সেজন্য আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সংস্কারের ওপরে। পরে নির্বাচন হলে জামায়াতে সুবিধা, আগে হইলে অসুবিধা, বিষয়টা এমন নয়,” বলছিলেন মি. আকন্দ।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে গভীরভাবে কাজ করতে চায় চীন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে সোলার প্যানেল প্রকল্পে বিনিয়োগকে গুরুত্বসহকারে দেখছে চীন। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে গভীরভাবে কাজ করতে চায় দেশটি।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেলে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চীন-বাংলাদেশে সোলার প্যানেলে বিনিয়োগ এবং ঢাকার সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায়।

এ সময় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অভিনন্দন জানান চীনা মন্ত্রী।

ওয়াং ই বলেন, বাংলাদেশে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য চীনা সোলার প্যানেল নির্মাতাদের প্রফেসর ইউনূসের আহ্বানকে চীন গুরুত্ব দেবে। গত মাসে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে প্রধান উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের স্থান পরিবর্তন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ১ অক্টোবরে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ৩১-১০ ৩৭ তম এভিনিউ, স্যুইট- ২০১ (২য়তলা) লং আইল্যান্ড সিটি, নিউইয়র্ক - ১১১০১ এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।

আগামী ১ অক্টোবর থেকে নূতন ভবনে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল তার সকল কর্মকর্তা - কর্মচারীসহ লজিস্টিক, সেবা প্রদান সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে সক্রিয় থাকবে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল সংক্রান্ত হাল নাগাদ তথ্যের জন্য সবাইকে বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলের ওয়েবপেইজ (www.bdcgny.org) ও ফেইসবুক একাউন্ট (Consulate General of Bangladesh, New York) দেখতে সবাইকে কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

জিএম কাদের বললেন

শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছে এটা আল্লাহর রহমত

ঢাকা অফিস

জিএম কাদের

শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছে এটা আল্লাহর রহমত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার পতন না হলে দেশে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম হতো।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বনানীতে জাপা চেয়ারম্যানের কার্যালয় মিলনায়তনে জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেন, 'শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছে, এটা আল্লাহর রহমত। এ দেশের ছাত্র-জনতা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে স্বৈরাচার হাসিনার পতন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় আন্দোলনের নজির নেই। আন্দোলনে এত নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসও নেই আমাদের দেশে। আমাদের বীর সন্তানেরা জীবন দিয়ে স্বৈরাচারের পতন নিশ্চিত করেছে, যা আমরা পারিনি।'

চাঁদাবাজ চক্রের হাত থেকে পরিবহন সেক্টর বাঁচাতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের বাঁচাতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। পরিবহন মালিকদের দাবি সড়কের চাঁদার জন্য গণপরিবহনের ভাড়া বেড়ে যায়। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের চাঁদাবাজ চক্রের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরিবহন সেক্টরের সংস্কারও জরুরি হয়ে পড়েছে।'

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন—জাপা মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও অতিরিক্ত মহাসচিব মীর আব্দুস সবুর আসুদ, অ্যাড. মো. রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রেসিডিয়াম সদস্য আতিকুর রহমান আতিক, জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির আহ্বায়ক মেহেদী হাসান শিপন, সদস্যসচিব আব্দুর রহিম প্রমুখ।

জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তব্য দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শেখ হাসিনা থাকলে ভারত বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে: রিজভী

ঢাকা অফিস

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে ভারত বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে নয়, বরং শেখ হাসিনার মতো একজন স্বৈরশাসকের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্ব চায়।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংগঠনটির ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির বিগত আন্দোলনে গুম, খুন হওয়া ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের সমালোচনা করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রভাবশালী মন্ত্রী যখন দৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলবেন, তখন বাংলাদেশের মানুষের তো আবেগ থাকতেই পারে। তারা যখন হেয় করবে, অবহেলা করবে, ঘৃণা করবে—তখন তো আমাদের মধ্যে আবেগ আসবেই। বাংলাদেশের জনগণকে তারা পছন্দ করে না, জনগণের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব চায় না। তাদের পছন্দ শেখ হাসিনা। কারণ, শেখ হাসিনা থাকলে ভারত বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের গোটা জাতিই তো নিজ দেশ নিজ রাষ্ট্রের ব্যাপারে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। ভারতে ইলিশ রপ্তানি হতেই পারে। কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর আমি কেন বলব না—আমরা ইলিশ মাছ দেব না।'

ভারতের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমরা ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করি, কিন্তু তাদের সংকট হলে রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। রপ্তানির ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করে দেয়। তারা কিন্তু আমাদের এক ইঞ্চিও ছাড় দেয় না।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'জরুরি সংস্কার শেষ করে দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে। দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা যেন বিচ্যুত না হয়, এ জন্য সর্তক থাকতে হবে অর্ন্তবর্তী সরকারকে।'

সভায় বিএনপির গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীম বলেন, 'সম্প্রতি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, বিএনপির ৪২২ জন শহীদ হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক বিজয় হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় হয়নি। এই সরকারের মধ্যেই খুনি হাসিনার দোসররা ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

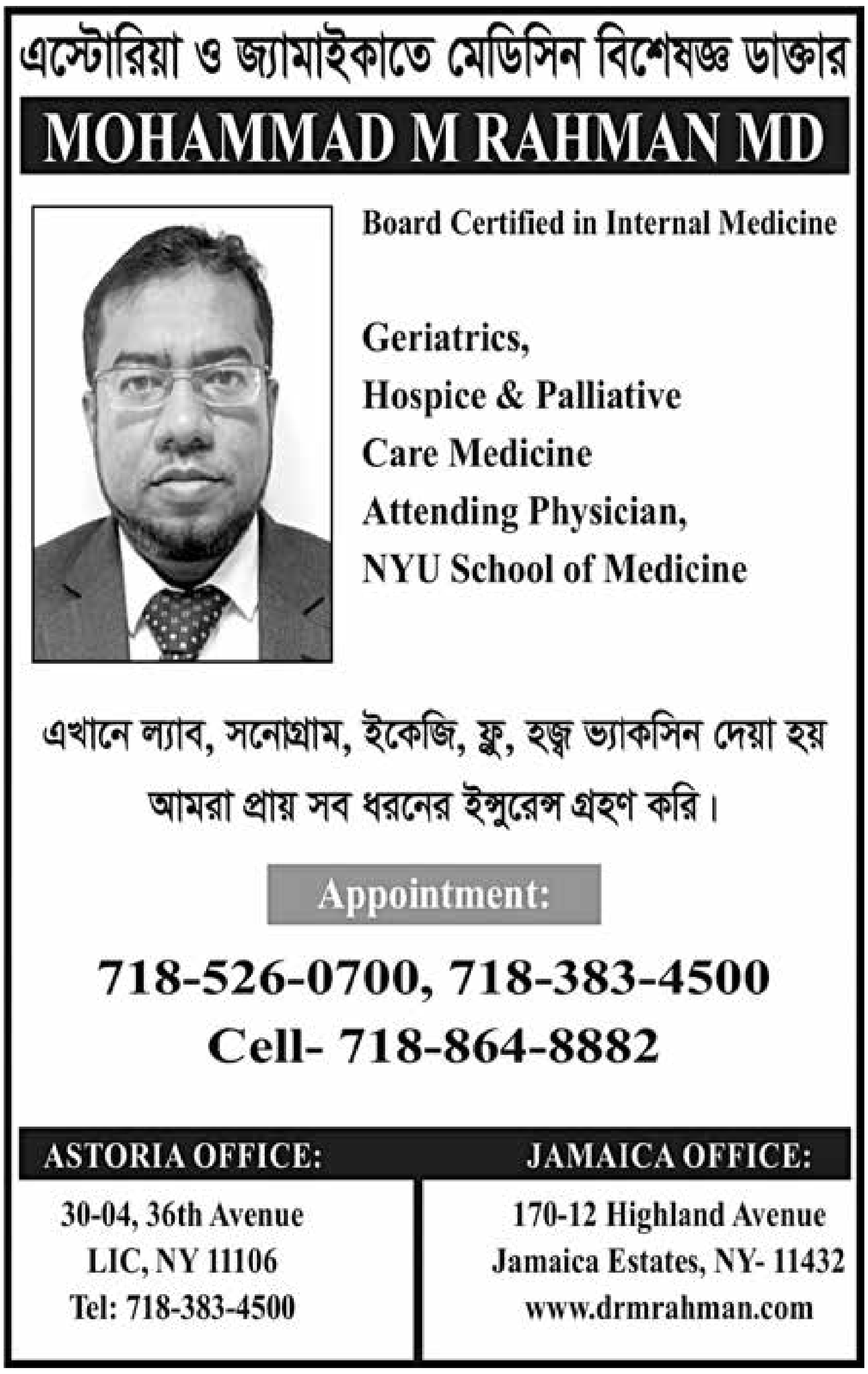

বন্যার্ত মানুষের পাশে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন

জলি আহমেদ

ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল বাংলাদেশ। বর্তমানে বিভিন্ন জেলা থেকেপানি নেমে গেলেও ভোগান্তি দূর হয়নি। কারো বাড়িতে খাবার নেই।কারো ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। ভেসে গেছে আসবাবপত্র। বন্যা পরবর্তী এসবঅসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরএসোসিয়েশন। নিউইয়র্ক প্রবাসীদের এই সংগঠনের পক্ষ থেকেবানভাসি মানুষের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার হাতে ৭ লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতার চেক তুলে দেন ইউর ড্রিম হোমকেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রুহুল আমিন সিদ্দিক সাধারণত সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি ,সিরাজুল ইসলাম খাঁন বতমান প্রেসিডেন্ট মুন্সি-গন্জ বিক্রিমপুর এসোসিয়েশন আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট মুন্সি-গন্জ বিক্রিমপুর এসোসিয়েশন এর মিজা মনিরুজজান (শামিম), মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, মোহাম্মদ ইকতারুজজামান (রতন) এবং আমজাদ হোসেন সেলিম সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুন্সি-গন্জ বিক্রিমপুর এসোসিয়েশন ও মাসুদ রানা তপন আন্তর্জাতিক সম্পাদক মুন্সি-গন্জ বিক্রিমপুর এসোসিয়েশন!

বন্যার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। তিনি বলেন, এমন সময় এই বন্যা হলো যখন দেশ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এটি দেশের অনেক মানুষের ক্ষতি করেছে। আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এসময় আপনারা অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এটি আসলে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। দেশের সংকটময় সময়ে প্রবাসীরা সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রবাসীরা যে শুধু অর্থনীতির চালিকা শক্তি তা কিন্তু নয়, তারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র করে দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে যে কোনো দুর্যোগ সময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এসময় কনসাল জেনারেল আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, যে কোনো সেবা দিতে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশি কমিউনিটির সবাইকে একসঙ্গে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

এম এ আজিজ বলেন, আমরা সবসময় চেষ্টা করি দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও বন্যার্তদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতেও আমরা দেশের মানুষের পাশে থাকবো।

তিনি আরও বলেন, আমেরিকায় আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম আছে, তাদের যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি, তাহলে তারা যেমন কমিউনিটির জন্য ভালো কিছু করতে পারবে, তেমন দেশের জন্যও অবদান রাখতে পারবে।

এসময় তিনি সাংবাদিকদের কমিউনিটির অংশ উল্লেখ করে, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানান।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার -------------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ --------শনিবার-------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)-----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য"জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক

নিউইয়র্ক

জলি আহমেদ

আনন্দঘন পরিবেশ এবং বর্ণিল আয়োজনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এ অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মইনুল ইসলাম, এবং সাধারণসম্পাদক হয়েছেন আতাউল গনি আসাদ। এই কমিটি ২০২৪-২০২৭ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী সিলেটবাসীর অন্যতম বড় আঞ্চলিক সংগঠন। অভিষেক অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালিদের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কমিটির নেতারা, এছাড়া ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যরাও। একই সঙ্গে অনুষ্ঠানটি আরও আনন্দঘন করে তোলে সাংস্কৃতিক পর্ব। এসময় বক্তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠনের কল্যাণে কাজকরার প্রতিশ্রুতি দেন।

নতুন কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি (সিলেট) শাহ মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ) মো. মনির উদ্দিন, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী (হবিগঞ্জ) এবং সহ সভাপতি মো. এ খায়ের(মৌলভীবাজার)।

সহ-সাধারণ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল চৌধুরী (উমেল), সাহিত্যিক সম্পাদক মো. শাহীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক লায়েছ আহমদ মিনু, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক কামরুল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রহিম (কাদের), আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সিহাব উদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তাসমিয়া চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন লায়েক।

কার্যকরী সদস্য হলেন- মো. বেলাল চৌধুরী (সিলেট), বদরুল উদ্দিন(সিলেট), মো. শাহীন কামালী (সুনামগঞ্জ), সৈয়দ এল মিয়া (সুনামগঞ্জ), জামাল হোসেন (হবিগঞ্জ), দেওয়ান মোতাচ্ছির (হবিগঞ্জ), মো. মাসুক মিয়া(মৌলভীবাজার) এবং মো. নাসির উদ্দিন (মৌলভীবাজার)।

নতুন কমিটির সভাপতি মইনুল ইসলাম সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আমরা আছি। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নতুন সেন্টার তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, এসোসিয়েশনের ভবন এখন দৃশ্যমান। সামনে আমরা সেন্টার করবো। যার মাধ্যমে জালালাবাদবাসীসহ সারা বাংলাদেশের প্রবাসীরা উপকৃত হবেন।

জালালাবাদবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ বলেন, নতুন কমিটির মাধ্যমে জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাই।

এসোসিয়েশনের প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ বেলাল চৌধুরী বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর জালালাবাদ গঠন করবো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অভিষেক অনুষ্ঠানে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয় কামাল আহমেদকে।। তার কন্যা রুমানা আহমেদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা। এছাড়া জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শওকত আলী ও আব্দুল কাইয়ুমকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এর আগে ৬ আগস্ট নিউইয়র্কে এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে মইনুল-আসাদ প্যানেলকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

নিউইয়র্কে ট্রিপল-ই ভাইরাসে মৃত্যু, রাজ্যজুড়ে সতর্কতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে মশা-বাহিত ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালাইটিস ভাইরাসে (ট্রিপল-ই) আক্রান্ত এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে ভাইরাসটিকে রাজ্যের 'জনসাধারণের জন্য আসন্ন হুমকি' ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য বেশকিছু নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল এই ঘোষণা করেন৷

জানা যায়, পরীক্ষার পর নিউইয়র্কের এক বাসিন্দার ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালাইটিস ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়ে। পরবর্তীতে তিনদিনের মাথায় রোগীর মৃত্যু হয়। তিনি আলস্টার কাউন্টিতে থাকতেন। নিউইয়র্কে ২০১৫ সালের পর ট্রিপল-ই ভাইরাসের প্রথম মানবিক ঘটনা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের মতে, ইইই একটি বিরল, মারাত্মক ভাইরাল রোগ যা মশা দ্বারা ছড়ায়। এর আগে এই গ্রীষ্মের শুরুতে আলস্টার কাউন্টিতে একটি ঘোড়াও ভাইরাসের আক্রান্ত হয়েছিল।

নিউইর্য়কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল বলেন, নিউইয়র্কবাসীদের নিরাপদ রাখা আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ইইই-তে সনাক্ত হওয়ার খবর পেয়ে আমরা প্রশাসন থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, যে রোগীর ইইই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাই।

ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালাইটিস এই বছর ভিন্ন রুপে দেখা যাচ্ছে। সাধারণত প্রতি বছর দুই থেকে তিনটি কাউন্টিতে এই মশা দেখা গেলে পাই, এই বছর এখন পর্যন্ত ১৫ টি কাউন্টিতে দেখা গেছে। এটা নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে ছড়িয়ে আছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত নিউজার্সিতে একটিসহ সারা দেশে কমপক্ষে ১০ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে। নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি রোগীর অবস্থা মারাত্মক ছিল।

বিমানবন্দরে ভিআইপি সেবা পাবেন প্রবাসীরা

জানালেন আসিফ নজরুল

বিমানবন্দরে যাওয়ার পর একজন কর্মীর যে অসহায় অবস্থা তৈরি হয় সেটি দূর করা হবে।

ঢাকা ডেস্ক

আসিফ নজরুল

আগামী দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে বিমানবন্দরে মধ্যপ্রাচ্যগামী কর্মীদের জন্য ভিআইপি সেবা চালু হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, দেশের বিমানবন্দরে সেবার মান উন্নয়ন ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। আরেকটি সেবা আমরা চালু করতে যাচ্ছি- বিমানবন্দরে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দেশে আসলে ভিআইপি সেবা পাবেন। একজন ভিআইপি এয়ারপোর্টে যেসব সুবিধা পান, লাউঞ্জ ব্যবহার ছাড়া আমরা সব সুবিধাই তাদের দেবো।

২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, একজন ভিআইপি যখন এয়ারপোর্টে যান তখন তার লাগেজ নিয়ে একজন সঙ্গে থাকেন, চেক-ইন করার সময় সঙ্গে একজন থাকেন, ইমিগ্রেশন করার সময় পাশে একজন থাকেন। প্রাথমিকভাবে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের কর্মীদের টার্গেট করেছি। ইউরোপের কর্মীদের পরে করবো। প্রথম স্তরে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া এবং ফেরত আসা একজন কর্মী ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাবেন।

লাউঞ্জ ব্যবহার করতে দেয়ার বিষয়ে আমরা পরে চিন্তা করছি, এটা অনেক পরের কাজ। আগামী দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে আমরা এটা করবো, বিমানবন্দরে যাওয়ার পর একজন কর্মীর যে অসহায় অবস্থা তৈরি হয় সেটি দূর করবো।

তিনি বলেন, কর্মী কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন, চেকইন কীভাবে করবেন, ফর্ম পূরণ করা লাগলে কীভাবে করবেন, ইমিগ্রেশনে কোনো কাগজ চাইলে কীভাবে সেটি করবেন এসব কাজে নিয়োজিত থাকবে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক। দরকার পড়লে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ট্রেনিং দিয়ে নতুন লোক নিয়োগ করবো। আমরা এটি দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবো। একজন প্রবাসী যেন কোনো অবস্থাতেই এয়ারপোর্টে হয়রানির শিকার না হন, অপমানিত বোধ না করেন এই ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স থাকবে।

উপদেষ্টা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যেসব প্রবাসীরা জীবন এবং জীবিকার তোয়াক্কা না করে বিদেশে জেল খেটেছেন তাদের এই সেক্রিফাইস আমরা সবাই মনে রেখেছি। তাই আজকে তাদের বিষয়ে আমরা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রাষ্ট্র সংস্কারে সাহিত্যের ভূমিকা

উনবাঙালের সাহিত্য সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উনবাঙালের ৪৩ তম সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয় ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তি জহির। এবারের থিমেটিক আলোচনার বিষয় ছিল "রাষ্ট্র সংস্কারে সাহিত্যের ভূমিকা"। আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন কবি ও আবৃত্তি শিল্পী সুমন শামসুদ্দিন। আলোচনা করেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও ঢাকা থেকে আগত কথাশিল্পী নূর কামরুন নাহার। কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, দুইভাবে সাহিত্য রাষ্ট্র সংস্কারে ভূমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্র সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই সময়কালে প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তিটি যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, হতাশ হয়ে না পড়ে সেজন্য তাদেরকে উজ্জীবিত রাখার কাজটি করতে পারে সাহিত্য। অন্যদিকে তারা যেন ভুল পথে না হাঁটেন, মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত না হন, সেজন্য দেশের মানুষকে সচেতন রাখা এবং সরকারকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়ার কাজটি করতে পারেন লেখক গোষ্ঠী। নূর কামরুন নাহার প্লেটোকে উদ্ধৃত করে বলেন, আদর্শ সমাজে কবির কোনো জায়গা নেই বলেছেন প্লেটো, যদিও এরিস্টটল তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। কবিরা লিখবেন, লেখকেরা লিখবেন, শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম করবেন, এসবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের জনগণ অনুপ্রেরণা পাবেন।

স্বরচিত লেখা পাঠ ও আবৃত্তি পর্বে অংশ নেন ঢাকা থেকে আগত মুশতারি বেগম, নাসিমা আখতার, রওশন হক, হাসমত আলী, আহসান হাবীব, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, এস এম মোজাম্মেল হক, ইমাম চৌধুরী, দেওয়ান নাসের রাজা, ফাহমিদা ওয়াদুদ, নজরুল ইসলাম, মিয়া এম আসকির, নূর কামরুন নাহার ও কাজী জহিরুল ইসলাম। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সৈয়দ ফজলুর রহমান ও মুজিব বিন হক।

পঠিত লেখাগুলোর ওপর আলোচনা করেন কাজী জহিরুল ইসলাম।

নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে ফালুর মতবিনিময়

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও এনটিভির চেয়ারম্যান মোছাদ্দেক আলী ফালু।

২১ সেপ্টম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী, আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান বাদল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাপ্তাহিক খবর সম্পাদক ফরিদ আলম। এসময় নিউইয়র্ক ও ঢাকার সংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মোছাদ্দেক আলি ফালু বলেন, বাধ্য হয়ে দেশের বাইরে থাকা খুব কষ্টকর। আমাকে বাধ্য করা হয়েছে দেশের বাইরে থাকতে। যে সকল সাংবাদিক যারা দেশের ভেতর অন্যায় করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। বিচার না হলে ভবিষ্যতেও একই রকম অন্যায় যে কেউ করতে পারে। অন্যান্য অনিয়ম আর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলোর তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করে দেশ এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি জব্দ করে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দিতে ব্রিটিশ এমপির চিঠি

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের যুক্তরাজ্যে থাকা সব সম্পত্তি জব্দ করে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম। ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির মহাপরিচালক গ্রায়েম বিগারের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি এসব সহায়-সম্পত্তির বিষয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।আপসানা বেগম মনে করেন, বাংলাদেশের সাবেক এই মন্ত্রীর এসব সম্পত্তিতে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে।তিনি আরও বলেছেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে নিরাপত্তারক্ষাকারী বাহিনীর দমন-পীড়নে কয়েকশত মানুষ নিহত হন। এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ব্যাপক এসব দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।চিঠিতে আপসানা বেগম বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি সাইফুজ্জামান চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী, ইতিমধ্যেই তিনি কর সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের অধীনে রয়েছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করছে এবং দাবি করেছে যে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন।তিনি বলেন, এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি এবং ইউকে কোম্পানি হাউসের রেকর্ডগুলোর বিষয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো কমপক্ষে ২৮০টি সম্পত্তি রয়েছে, যার বাজার মূল্য ১৫ কোটি পাউন্ডেরও বেশি। আল-জাজিরার তদন্তে আরও জানা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আমার নির্বাচনী এলাকা পপলার ও লাইমহাউসে ৭৪টি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।ব্রিটিশ ওই এমপি আরও লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, প্রশ্নবিদ্ধ এসব সম্পত্তি বাংলাদেশের। সেগুলো বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তারা গণতন্ত্র ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত একটি সমাজের জন্য কাজ করতে পারে। দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জীবন মান, কর্মস্থলের অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।এনসিএ মহাপরিচালকের উদ্দেশে তিনি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যায়ভাবে অর্জিত তহবিল পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইছে, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি স্পষ্ট করেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং এই দুর্নীতির তদন্তে অভিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের যুক্তরাজ্যভিত্তিক সব সম্পদ তদন্ত ও জব্দ করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই তহবিল জব্দ ও প্রত্যর্পণ করা শুধু ন্যায়বিচারের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে, এটি যুক্তরাজ্যের সুনাম ও আন্তর্জাতিক অবস্থানের জন্যও অপরিহার্য।

হাসিনার রেখে যাওয়া বিদ্যুৎ বিল দিতে হিমশিম

ঢাকা ডেস্ক

নিজেদের চাহিদা মেটাতে ভারতের একাধিক কোম্পানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে বাংলাদেশ। তবে এসব কোম্পানিকে গত ৮ থেকে ৯ মাস ধরে কোনো বিল দিচ্ছে না ঢাকা। এতে করে বিল জমতে জমতে তা এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। কিন্তু ডলারের সংকটে এখন বিল শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

নথির তথ্য ও কয়েকটি সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় কোম্পানিগুলো ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি যে বকেয়া পাবে সেটি দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। কিন্তু বকেয়া পরিশোধের জন্য যে ডলার প্রয়োজন সেটি যোগাড় করা যাচ্ছে না।

২০২২ সালে যখন ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হয় তখন জ্বালানি এবং মালপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। ওই সময় থেকেই বাংলাদেশ আর বিল দিতে পারছিল না। জুলাই ও আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে সেটির কারণে এই সমস্যা আরও বেড়েছে।— বলেছে রয়টার্স।

সমস্যা সমাধান ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ঘাটতি দূরীকরণে আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ এখন জরুরিভিত্তিতে ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চাইছে। গত বছর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার চেয়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, "বকেয়া বিল পরিশোধের চেষ্টা চলছে। কিন্তু ডলার সংকট প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল করে দিচ্ছে।"

ভারতীয় কোম্পানিগুলো ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি যে অর্থ পাবে সেগুলোর মধ্যে আদানি পাওয়ার একাই পাবে ৮০০ মিলিয়ন ডলার। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী অপর দুই প্রতিষ্ঠান পিটিসি ইন্ডিয়া এবং এসইআইএল ইন্ডিয়া লিমিটেড বিপিডিবির কাছে যথাক্রমে ৮০ মিলিয়ন এবং ১৯০ মিলিয়ন বকেয়া বিলের জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। রয়টার্স এ সংক্রান্ত নথি পেয়েছে। সূত্র : রয়টার্স

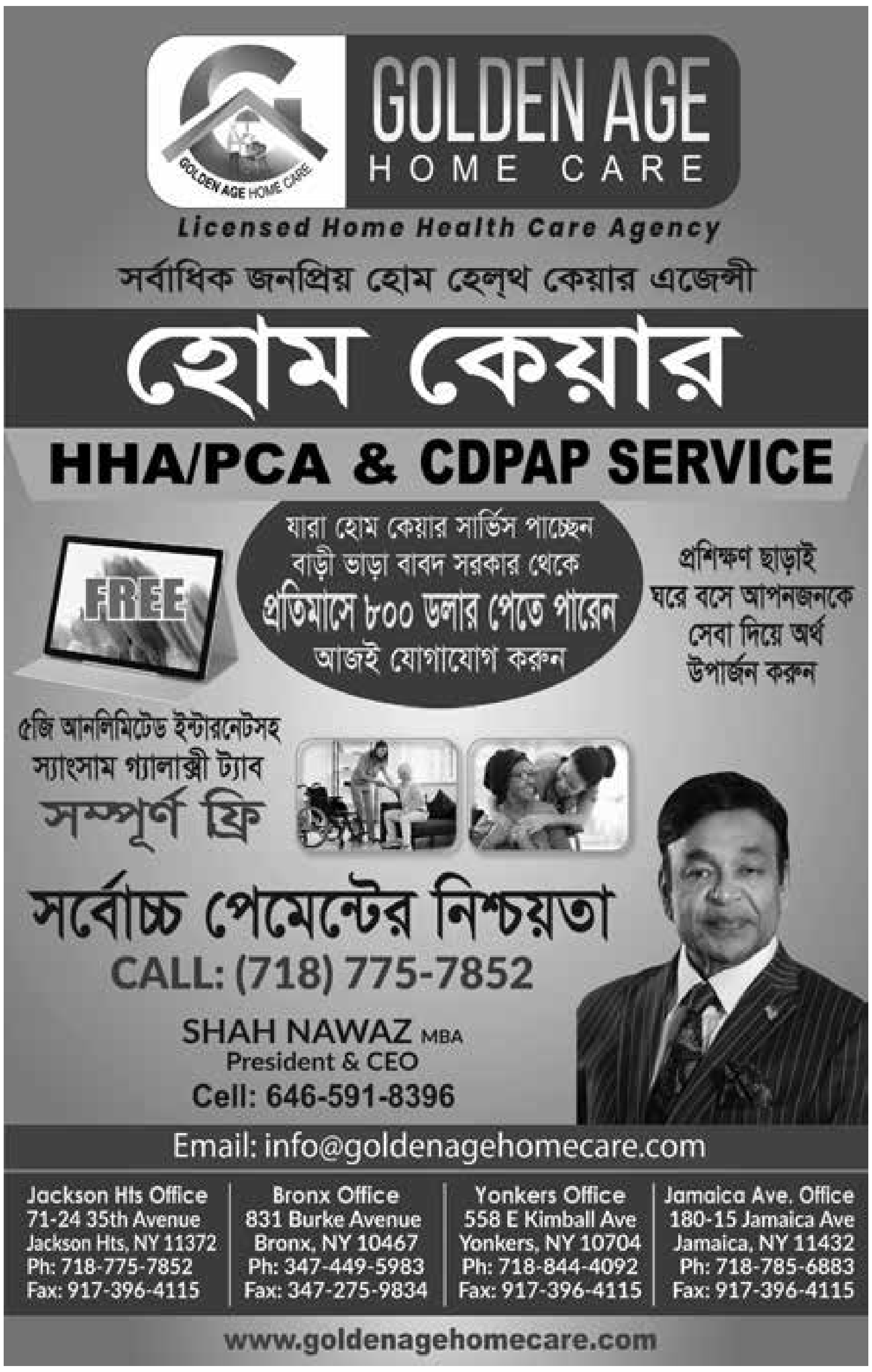

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim
President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali
General Secretary
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan
Senior Vice President
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
Mohammad Kamruz Zamani
Vice President
A5
আবুল কালাম ভুইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan
Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Rome)
Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD Z.H. Khan (Duke Khan)
Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa A. Raj
Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed
Public & Publicity Secretary
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary
Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed A. Akhter
Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan
Sports & Entertainment Sec
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan
School & Education Sec
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman
Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury
Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy
Executive Member
A18
মুনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad
Executive Member
সেলিম-আলী পরিষদে
আপনার ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR SELIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan
Executive Member
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানায় চালু হয়েছে কালাম জুয়েলার্স

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে যুগ যুগ ধরে ইন্ডিয়ান মালিকানাধী ব্যবসায়িরা স্বর্ণের বাজার নিয়ন্ত্রন করে আসলেও এই প্রথম স্বর্ণের বাজারে যুক্ত হলেন একজন বাংলাদেশী। জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিটে বাংলাদেশী মালিকানায় চালু হয়েছে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান কালাম জুয়েলার্স।

প্রতিষ্ঠানটি চালু করার পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে বেচাবিক্রি চালু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো উদ্বোধন হয়নি প্রতিষ্ঠানটি।

জ্যাকসন হাইটসের বুকে বাংলাদেশী মালিকানাধীন এ প্রতিষ্ঠান ন্যায্যমূল্যে স্বর্নের সরবরাহ করে বাঙালীদের স্বর্নের চাহিদা পূরনে সমর্থ হবে বলে মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

কালাম জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারি মো: কালাম জানান, ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জ্যাকসন হাইটসে জুয়েলারির এ প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশীদের অভিভূত সাড়া পাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জ্যাকসন হাইটসের দোকান ছাড়াও মো: কালামের মালিকানায় ঢাকার বাইতুল মোকাররম ও নিউজার্সিতে স্বর্ণের দোকান রয়েছে।

সুরের মুর্ছনায় ফ্লোরিডা মাতালেন কুমার বিশ্বজিৎ

মো মুস্তাফিজুর রহমান পাপ্পু

দেশের জীবন্ত কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ 'র সুরের মুর্ছনায় মাতালেন ফ্লোরিডার বাংলাদেশী দর্শকদের।

২১ সেপ্টেম্বর শনিবার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজয়ের ডিয়ারফিল্ড বীচের কুইট রাইট পার্কে বাংলাদেশ ক্লাব অফ ফ্লোরিডার উদ্যোগে আয়োজিত ইউ এস বাংলা মেলা'২৪ মেলায় তিনি সংগীত পরিবেশন করেন।

সকাল থেকেই আয়োজিত এ মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন তিনি। কুমার বিশ্বজিৎ, বাংলা সঙ্গীত অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সারাদিনের অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে স্টেজে ওঠামাত্রই চারিদিকের দর্শকদের মধ্যে এক অন্যরকম উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে সম্মান জানায় প্রিয় শিল্পীর প্রতি। দেশাত্ববোধক গান দিয়ে শুরু করেন সুরের মূর্ছনা। এর পর একে একে , যেখানে সীমান্ত তোমার... ওহ ডাক্তার..., তোরে পুতুলের মত করে,... তুমি রোজ বিকালে,.... সহ কালজয়ী সংগীত পরিবেশন করেন। প্রিয় শিল্পীকে এক নজর দেখতে দূর দুরান্ত থেকে ভক্তরা এই মেলায় উপস্থিত হন।

এছাড়াও দেশের অন্যতম কন্ঠশিল্পী কনা, চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ '২৩ এর ফাইনালিস্ট সমির মাহমুদ, প্রবাসী শিশু সহ প্রমুখ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শামীম আল আমিনের উপস্থাপনায় উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্লাব অফ ফ্লোরিডা, একতারা ফ্লোরিডা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ফ্লোরিডা ইউএসএ , হিন্দু বাঙালি সোসাইটি , সহ বিভিন্ন সংঠনের নেতৃবৃন্দ ।

মেলায় বংলাদেশী, ইন্ডীয়ান, পাকিস্তানি পোশাক, খাবারের বিভিন্ন স্টলে সাধারন মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল । বাংলাদেশ ক্লাব অফ ফ্লোরিডা পক্ষ থেকে আগত দর্শকদের ধন্যবাদ এবং সামনের বছর মেলার অগ্রীম দাওয়াত দেওয়া হয়।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সুধি
সংগ্রামী শুভেচ্ছা। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে প্রতিবেশি পরিচয়ে নতুন উপনিবেশ। তেপ্পান্ন বছর ধরে তাদের মুখোশের অড়ালে অভিযান ছিল বাংলাদেশকে জড়িয়ে বাংলা প্রদেশ নামে নতুন একটি রাজ্য গড়ার। সেই অনুগত উপনিবেশ গড়ার প্রতিরক্ষা পলিসি রুখে দেয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে আমাদের নতুন প্রজন্মের বীর যোদ্ধারা অকুতোভয় ভূমিকা রেখেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ যুদ্ধে পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশের পক্ষে মাথা তুলেছে। বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে ষোলো বছরের ঔপনিবেশিক প্রতিবেশির কলাবরেটর সরকারের কবল থেকে। প্রিয় স্বদেশ আজ পরিপূর্ণ স্বাধীন। কাজ চলছে পুরাতন জঞ্জাল ঝেড়ে নতুন করে দেশ গোছানোর। পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে আমাদের শত্রুমিত্ররা। পরাশক্তি ও বিশ্বমুরুব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে থেকেছে। অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে চলেছে এগিয়ে।
অভ্যুত্থানোত্তর এই অবিস্মরণীয় নবজাগরণ আগামী বিপ্লবের সূচনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গতার অভিযাত্রার উষলগ্নে দেশপ্রেমিকদের মিলনমেলার প্রথম প্রয়াস।
আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রোববার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা, গুলশান টেরেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক।
আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
জয় বাংলাদেশ
জুলাই ৩৬
আমরা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন করি
স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
মাউন্টেন বাটালিয়ান কমাণ্ডার, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস।
একতরফা আক্রমণে শহীদ, বিকলাঙ্গ ও সাহসী যোদ্ধাদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত
স্বাগত বক্তব্য • স্বাধীনতার পূর্ণতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন •
বিশিষ্টজনের আলোচনা • আবৃত্তি • মূল বক্তব্য • সঙ্গীত পরিবেশনা • নৈশভোজ। সমাপনী।
ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৪
DEEP CHATTERJEE
SA RE GA MA PA
AMIT DEY
RONTI DAS
KRISNA TITHI
NAZU AKHAND
UDIPTO
DEBASREE
পূজা মন্ডপ: গোল্ডেন ইয়ার'স পার্টি হল
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
তারিখ: ৫ ও ৬ অক্টোবর-২০২৪ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
RITU DAS
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
HRIDY
RUHAN
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আদাকালো
ADRITA & ONINDITA
SUNVI, SUPTI & LIYANA
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬),
অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), রতন দাস (৩৪৭-৮৯৮-৭৭৪৮), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১),
কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৬), বিশ্বজিত সরকার (৯২৯-২৩৩-২৭৫৭), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), ডালিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১),
সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মনিলাল রায় (৩৪৭-৪৭৫-২০৭৭)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক সমাজের কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন জানিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন সংগঠন বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক সমাজ। ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সাধারণ সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা কমিটি এবং আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের মামাস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যরা হলেন প্রধান উপদেষ্টা- রিতা রহমান । উপদেষ্টা: জামাল আহমেদ জনি আনোয়ার হোসেন , তাসের খান মাহমুদ , নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, জাকির এইচ চৌধুরী ,ড. শফি , এএফএম জামান, মোহাম্মদ বাসেত , বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম , বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সুরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোসিউর রহমান, এম মাসুম রহমান ড. ইফতেখার আহমেদ , মাসুদ রহমান, এম জাহাঙ্গীর আলম , মোহাম্মদ কিউ জামান, ছৈয়দুল হক , শফিক রহমান দুলাল ও মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদ।

আহবায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ : রাশেক মালিক - আহবায়ক, সদস্য সচিব - আহমেদ সোহেল, মোহাম্মদ বাসার - যুগ্ম-আহবায়ক, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী - যুগ্ম-আহবায়ক, আর্কিটেক্ট মাহাবুবুল হক - যুগ্ম-আহবায়ক, মোস্তাক আহমেদ - যুগ্ম-আহবায়ক , মোহাম্মদ হোসেন - যুগ্ম সদস্য সচিব, মোহাম্মদ আউয়াল- যুগ্ম সদস্য সচিব, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ - যুগ্ম সদস্য সচিব। সদস্যরা হলেন এসএম মাহবুবুর রহমান (টিটো), মির্জা এ আজম, মনোয়ারুল ইসলাম, মোহাম্মদ কবির হোসেন, শায়লা মুক্তি, আখি আমিনা, রওশন আরা হক, মো. তারিকুল ইসলাম, আশরাফ আসাদ, মো. আহবাব হোসেন, রাজু আহমেদ ও মাহমুদুল হাসান পাহলবি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইটি বিশেষজ্ঞ ও কমিটির সদস্য সচিব আহমেদ সোহেল। সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক রাশেক মালিক।

আলোচনায় রিতা রহমান বলেন, যে রাজনৈতিক সরকার তার জনগণের উপর গুলি চালানোর আদেশ দিতে পারে, হাজারের উপর মানুষকে হত্যা করে নির্মম উল্লাস করতে পারে, তাদের রাজনীতি করার অধিকার কিভাবে থাকতে পারে? ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে সাত দফা গোপন চুক্তি করে, যারা আওতায় ভারতের নাগরিকদের কে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দেয়া হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান তা শুরু করেছেন তার কণ্যাও তা অব্যাহত রাখেন। এজন্য সরকারি চাকরির বিভিন্ন স্তরে প্রচুর ভারতের নাগরিক রয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি বলেন, বলেন, দেশে যে আন্দোলন হয়েছে তার সফলতা পেতে যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থা থেকে কাজ করতে হবে।

Basement Environmental Health & Safety:
আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন। PlusOneADU@hpd.nyc.gov

সাবধান: Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection. নিরাপত্তা পরিদর্শন ছাড়া অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত বেসমেন্টে ঘুমাবেন না।

Serious Health Hazards in your Basement: Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression, and Central Nervous System even death. (অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।)

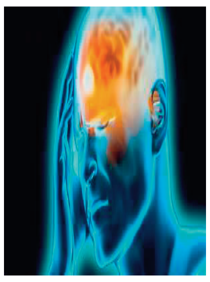

Homeowners: Minimizing Liability and Preventing Legal Lawsuit (আবশ্যিক নিরাপত্তা পরিদর্শন: দায়বদ্ধতা কমানো এবং আইনি মামলা প্রতিরোধ).

- Indoor Air Quality- Lead-Based Paint Check, Radon Gas, and other Toxicity Inspections. বাড়ির মালিকদের অবশ্যই এই ধরনের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্ট থেকে, ভাড়া আদায় নিষিদ্ধ।
- Basement Tenant: Get Help from HPD Grant Money, Move Out from an Unhealthy Toxic Basement. (বেসমেন্ট ভাড়াটিয়া: HPD অনুদানের অর্থের সাহায্য নিন, অসুস্থকর বিষাক্ত বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন।) আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা।

917-618-0740 Bcsafetymediator@gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM SERVICES AVAILABLE
CoS Approval WITHIN 25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
* Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
* Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
* Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
* Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
* EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
* F1(Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-In Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি এল সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
“ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিকল্পিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন”
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হ্যামট্রামিক শহরের মেয়র আমির গালিব

ট্রাম্পকে সমর্থন একমাত্র মুসলিম সিটি মেয়রের!

মার্কিন নির্বাচন

হেলাল উদদীন রানা

যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র 'মুসলিম সিটি' খ্যাত হ্যামট্রামিক শহরের মেয়র আমির গালিব আগামী জাতীয় নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন। ট্রাম্পকে তার এই সমর্থন বাপক কৌতুহল ও নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এক্সে (সাবেক টুইটারে) গালিবের পোস্টটি রি-পোস্ট বা শেয়ার করেছেন স্বয়ং ট্রাম্প। ইয়েমেনি বংশদ্ভূত আমির গালিবের ট্রাম্পের প্রতি এই সমর্থন কিছুটা হলেও কমালাকে বেকায়দায় ফেলতে পারে, এমন ধারণা অনেকের। কেননা এবারের নির্বাচনে মিশিগান সুয়িং বা দোদুল্যমান রাজ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও গত ২০20 সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই রাজ্যে বিপুল ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ফিলিস্তিনি-ইসরাইল যুদ্ধ ইস্যুতে মুসলিম ভোটাররা বাইডেন প্রশাসন এবং ডেমোক্রাটদের ইসরাইলের প্রতি একচোখা নীতির কারণে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও কমালাকে নিয়েও মিশিগানে মুসলিম ভোটরা এখনও অনেকটা দ্বিধায় ভুগছেন। তবে শেষ পর্যন্ত নানাদিক বিবেচনায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে এমনটা মনে করছেন অভিজ্ঞজনরা।কমালাকে নির্বাচনে জিততে হলে মিশিগান রাজ্যে নিশ্চিত জয়লাভ করতে হবে।

হ্যামট্রামিক মিশিগান স্টেটের একটি ছোট্ট শহর।চতুর্দিকে প্রায় ডেট্রয়েট পরিবেষ্টিত এই শহরের পুরো সিটি কাউন্সিল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। হ্যামট্রামিক সিটির ৬ জন কাউন্সিলরের ৪ জন বাংলাদেশী-আমেরিকান মুসলিম এবং মেয়র আমির ও অপর ২ কাউন্সিলর ইয়েমেনি-আমেরিকান।

মেয়র গালিব তার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ও এক্স -এ দেওয়া পৃথক পোস্টে বলেন, ট্রাম্প ও আমি সবকিছুতে একমত নই। আমি জানি তিনি নীতির মানুষ। তিনি ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করবেন কিনা জানিনা, তবে এই কঠিন সময়ে তার পছন্দগুলি আমি সঠিক বলে বিশ্বাস করি।

ফলাফল যাই হোক না কেন আমি আমার সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত নই,এবং আমি পরিণতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। এই এবং অন্যান্য অনেক কারণে আমি প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে আমার সমর্থন ও এন্ডোর্সমেন্ট ঘোষণা করছি। আশা করছি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন।

হ্যামট্রামিক মিশিগানের একটি অতন্ত ক্ষুদ্র শহর। জনসংখ্যা মাত্র ২৮ হাজার ৪ শ ৩৩ জন।আয়তন ৫ দশমিক ৪১ বর্গ কিলোমিটার। হ্যামট্রামিক রিভিউ পত্রিকার তথ্যমতে কমবেশি ১৩ হাজার ভোটার রয়েছেন। হ্যামট্রামিক সিটি কাউন্সিলর বাংলাদেশী বংশদ্ভূত আবু মুসার মতে, জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বেশী মুসলিম এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে বাংলাদেশীরা রয়েছেন। এই শহরে বাংলাদেশী ভোটার প্রায় ২ হাজার ৮ শ। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে ইয়েমেনিরা প্রথমে আছেন হ্যামট্রামিকে। ইয়েমেনি জনগোষ্ঠীর ভোটার রয়েছেন প্রায় ৬ হাজার ২শ'র উপরে।বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৮ হাজারের কাছাকাছি বলে ধারণা করা হয়।

ইউএস সেনসাসের তথ্য অনুযায়ী ওয়েইন কাউন্টির এই পৌর শহরে ঘনবসতি সবচেয়ে বেশী।হ্যামট্রামিক শহরে বিগত প্রায় দুই দশক ধরে মসজিদ থেকে মাইকে আযান প্রচার হয়ে আসছে। এখানে প্রায় ১৯টি ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছেন।

আগামী ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সর্বশেষ দ্যা নিউইয়র্ক টাইসসের জরিপে জাতীয় পর্যায়ে কমালা এগিয়ে আছেন।এই জনমত জরিপে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রাট প্রার্থী কমালা হ্যারিস ৫0 % ও সাবেক প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭% পয়েন্টে এগিয়ে আছেন।

নিউইয়র্কে বৈঠক

ইউনূস সরকারকে বাইডেনের পূর্ণ সমর্থন

ঢাকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশ ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আজ মঙ্গলবার নিউইয়র্কে দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বাইডেন এই সমর্থনের কথা জানান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে সংস্থাটির সদর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর ড. ইউনূস দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৮ আগস্ট তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ গ্রহণ করে।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের মুখে কী করে ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থান করেছে এবং বাংলাদেশকে পুনরায় গড়ে তুলতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, ইউনূস তা বাইডেনকে অবহিত করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ড. ইউনূস বলেন, তাঁর সরকারকে দেশ পুনর্গঠনে অবশ্যই সফল হতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা দরকার হবে।

বাইডেন বলেন, যদি শিক্ষার্থীরা নিজেদের দেশের জন্য এত কিছু ত্যাগ করতে পারে, তাহলে মার্কিন সরকার এবং জনগণেরও বাংলাদেশের জন্য কিছু করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র তা করবে।

ইউনূস ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের সময় আঁকা দেয়ালচিত্রগুলোর ছবিসংবলিত একটি বই 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' বাইডেনকে উপহার দেন।

বাংলাদেশের তরুণদের জন্য ট্রুডোর আশ্বাস

কানাডা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি, এখানে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তরুণদের কল্যাণের জন্য সহায়তা দেবে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে এক বৈঠকে এ আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক এক্স–পোস্টে জানায়, বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করা, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি, এখানে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তরুণদের কল্যাণের জন্য কানাডার সহায়তা দেওয়া নিয়ে কথা হয়।

নিউইয়র্কে ইউনূস-শাহবাজ সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই অধিবেশনে অংশ নিতে আসা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার অধিবেশনের একটি পর্বের ফাঁকে তাঁদের এই সাক্ষাৎ হয়।

আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যান পদে শপথ নিলেন মোমিনুল

সুব্রত চৌধুরী-

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ড়ের কাউন্সিলম্যান হিসাবে শপথ নিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান মো. মোমিনুল হক মামুন। ১৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার বিকেলে পঞ্চম ওয়ার্ড়ের কাউন্সিলম্যান হিসাবে শপথ গ্রহনের মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার বারো পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

তাঁর পিতার নাম মরহুম জয়নাল আবেদীন ও মাতার নাম সালেহা বেগম। মো. মোমিনুল হক মামুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬তম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি রাজনীতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর।

৫৩ বছর বয়সী মো. মোমিনুল হক মামুন ২০০৮ সালে অভিবাসীর মর্যাদায় আমেরিকায় আসেন।বর্তমানে তিনি আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর অধীনে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সদস্য মোঃ মোমিনুল হক মামুন শপথ গ্রহনের পর এই প্রতিবেদককে বলেন, কাউন্সিলম্যান হিসাবে তিনি নগরীর পঞ্চম ওয়ার্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজনের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন।

তিনি তার নতুন দায়িত্ব যাতে সৎ, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারেন সেজন্য সবার দোয়া, সমর্থন ও সহযোগীতা কামনা করেন।

পঞ্চম ওয়ার্ড়ের কাউন্সিলম্যান হিসাবে মোঃ মোমিনুল হক মামুন শপথ নেওয়ায় তাকে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারন সম্পাদক সোহেল আহমদ, আটলানটিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পঞ্চম ওয়ার্ড়ের কাউন্সিলম্যান এম আনজুম জিয়ার পদ শূন্য হলে মোঃ মোমিনুল হক মামুন এই পদে আসীন হন। পঞ্চম ওয়ার্ড়ের কাউন্সিলম্যান হিসাবে মোঃ মোমিনুল হক মামুনের শপথ নেওয়ার সংবাদে কমিউনিটিতে বেশ সাড়া পড়েছে।

কবি মরিৎজের নতুন কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

মম কাজী

২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় টরন্টোর সাবেক পোয়েট লরিয়েট এ এফ মরিৎজের নতুন কবিতার বই "গ্রেট সাইলেন্ট ব্যালাডের" মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হাউজ অফ এনাসি এবং ফ্লাইং বুক। টরন্টোর মনোমুগ্ধকর লিটল ইটালি নেইবারহুডের অত্যন্ত ছিমছাম বইয়ের দোকান ফ্লাইং বুক-এ এই আয়োজন করা হয়।

কবি এ এফ মরিৎজের সাথে কবি বিয়াত্রিজ হাউসনার এবং লেখক সুব্রত কুমার দাস

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি এডাম সল, কবি বিয়াট্রিস হাউজনার, কবি রাল্ফ, কবি আয়েশা চ্যাটার্জি, সাহিত্যিক সুব্রত কুমার দাসসহ কবি, সাহিত্যিক, লেখক, কিউরেটর, পাঠক এবং সাহিত্যানুরাগী প্রমুখ।

কবি বিয়াট্রিস হাউজনারের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকেন কবির কথা। লেখক বইটি সম্পর্কে তাঁর নিজের চিন্তা চেতনার কথা উল্লেখ করেন এবং একই সাথে তিনি কিভাবে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে শুরু করে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন, অন্যান্য কবিদের কাজ এবং ইতিহাসের সাথে তাঁর এই বইয়ের কবিতাগুলোর সংযোজন করেছেন।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে দর্শক কবির নিজের মুখের থেকে কিছু কবিতা পাঠ শুনতে পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলে কবির বই কিনে সেখানে কবির অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশজন আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে এটি ছিল একটি চমৎকার আয়োজন।

ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা: সত্যি নাকি নাটক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত জুলাই এবং চলতি মাসের শুরুতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলা চালানো হয়। তাও আবার নির্বাচনী প্রচারে। এটা নিশ্চয় খুবই হীন কাজ। এবং এরই মধ্যে এই কাজে জড়িতদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ নিয়ে নিন্দা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদিও জানানো হয়েছে নানা তরফ থেকে। পাশাপাশি এই প্রশ্নও উঠেছে যে, এই হত্যাচেষ্টা কি সত্যিকারের, নাকি নাটক?

প্রশ্নটি শুনে মনে হতে পারে যে, বিপরীত রাজনৈতিক শিবিরই নিশ্চয় এমন সংশয় ছড়াচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ নিয়ে একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলেছে। তাদের কেউ রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক, কেউ ডেমোক্র্যাট। উভয় পক্ষ থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

বিবিসি এ ক্ষেত্রে কথা বলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ওয়াইল্ড মাদার’ খ্যাত পরিচিত মুখ ডেসিরির সঙ্গে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরব সমর্থক হিসেবেই তিনি পরিচিত। কলোরাডোর এই বাসিন্দাও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই ধরনের প্রশ্ন ও সংশয় প্রকাশ করেছেন ক্যামিলি। ডেনভারের এই বাসিন্দা আবার

গত ১৫ বছর ধরে ডেমোক্রেটিক পার্টিকেই ভোট দিয়ে আসছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই হত্যাচেষ্টা নাটক ছাড়া আর কিছু নয়।

বিবিসি রেডিও ফোর পডকাস্টে হাজির হয়ে এই দুই নারীই প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। বিবিসি চাইছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে এই হত্যাচেষ্টা নিয়ে এত সংশয় কেন ছড়াচ্ছে, তা বুঝতে। এরই অংশ হিসেবে বিবিসি রেডিও ফোর এই পডকাস্টের আয়োজন করে।

আলোচনায় ওয়াইল্ড মাদার বলেন, সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন হচ্ছে যে, এটা ভাবা অস্বাভাবিক না যে, পরিকল্পিতভাবেই এটি ঘটানো হয়েছে। আর ক্যামিলি সরাসরি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতেই এই নাটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি কখনোই এ ধরনের ঘটনাকে নাটক হিসেবে আখ্যা দিই না। কোভিড-১৯ যেমন বাস্তব ছিল, কিংবা ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতারণাপূর্ণ হওয়ার দাবি যে মিথ্যা ছিল, তা আমি সাথে সাথেই বলেছি। কিন্তু এবারই প্রথম গত ১৩ জুলাই এই ঘটনা দেখার সাথে সাথে আমার মুখ দিয়ে একটা শব্দই বেরিয়ে আসে–নাটক।’ এই সন্দেহের কারণ হিসেবে তিনি ঘটনার পরপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি তোলার ধরন এবং তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরার কথা বলছেন।

ওয়াইল্ড মাদার নামে পরিচিত ওই নারী আবার কট্টর শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক মাধ্যমে এ দুই হত্যাচেষ্টা নিয়ে রিপাবলিকান তরফের নানা প্রচার ও এসবের ধরন দেখে তিনি বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প শয়তান পূজারিদের একটি গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করছেন। ট্রাম্প সমর্থকেরা এই হত্যাচেষ্টার নাটক করে রাষ্ট্রের ভেতরে থাকা ওই গোষ্ঠীর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে চেয়েছে। তিনি বলছেন ডিপ স্টেটের কথা, যা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর দাবি, ডিপ স্টেট ট্রাম্পের মতো রাজনৈতিককে যে চায় না, তা সবার সামনে হাজির করতেই এই নাটক করা হয়েছে।

বিবিসি বলছে, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই দুই তত্ত্বের কোনোটির স্বপক্ষেই কোনো প্রমাণ বা সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩8 + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রী হরিণী অমরাসুরিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হরিণী অমরাসুরিয়া

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন হরিণী অমরাসুরিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে এমপি হয়েছিলেন তিনি, এবার হলেন দেশটির তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। দীনেশ গুণবর্ধনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিসানায়েকে আজ মঙ্গলবার হরিণী অমরাসুরিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। এ ছাড়াও বিচার, শিক্ষা এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ৫৪ বছর বয়সী হরিণী অমরাসুরিয়া দেশটির ১৬তম প্রধানমন্ত্রী।

বিবিসি বলছে, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই বামপন্থী ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) জোটের অংশ। ২২৫ আসনের মধ্যে মাত্র তিনটি আসন রয়েছে এই জোটের। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার বাকি দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আরও দুই এমপির মধ্যে।

এনপিপি সদস্য নমল করুণারত্নে সাংবাদিকদের বলেছেন, শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে আমাদের সবচেয়ে ছোট মন্ত্রিসভা হবে এবার। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংসদ ভেঙে দেওয়া হতে পারে।

এরআগে গতকাল সোমবার দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন অনূঢ়া কুমারা দিসানায়েকে। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে শ্রীলঙ্কার ইতিহাস ‘নতুন করে রচনার’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অনূঢ়া। নির্বাচনে তাঁর এই জয়কে দুর্নীতি ও স্বজনতোষণের সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

৫৫ বছর বয়সী এই রাজনীতিক এক সময়ের মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচিত। তাঁর দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) এর আগে কখনো ক্ষমতার কাছাকাছিও ছিল না। স্থানীয় সময় রোববার রাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী হিসেবে এই বামপন্থী নেতার নাম ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এর আগে গত শনিবার শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। ৪২ দশমিক ৩১ শতাংশ ভোট পান দিসানায়েকে। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এসজেবি নেতা সাজিথ প্রেমাদাসা পেয়েছেন ৩২ দশমিক ৭৬ শতাংশ ভোট। আর মাত্র ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট রণিল বিক্রমাসিংহে।

চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ২০২২ সালে দেশটিতে গণঅভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হলে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পান বিক্রমাসিংহে। এরপর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো দেশটিতে।

বেলতলায় ফের যাচ্ছেন না ট্রাম্প

ডেস্ক রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প

রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে মুখোমুখি আরেক দফা বিতর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার সিএনএন প্রস্তাবিত বিতর্কটি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। ট্রাম্পের প্রত্যাখ্যানের কয়েক ঘণ্টা আগে কমলার নির্বাচনী প্রচার শিবিরের পক্ষ থেকে ২৩ অক্টোবরের বিতর্কটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। কমলার প্রচার শিবিরের চেয়ার জেন ও'ম্যালি ডিলন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আরেকবার বিতর্কে অংশে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি সিএনএনের পক্ষ থেকে ২৩ অক্টোবর বিতর্কের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এ বিতর্কে অংশ নিতে ট্রাম্পের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

এ বিবৃতির কয়েক ঘণ্টা পর নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের উইলমিংটন শহরের এক নির্বাচনী জনসভায় কমলার সঙ্গে দ্বিতীয় বিতর্কের প্রস্তাব বাতিল করে দেন ট্রাম্প। সেখানে ট্রাম্প বলেন, আরেকটি বিতর্কের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সময়স্বল্পতা। ভোটগ্রহণ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ নভেম্বর। কিন্তু গত শুক্রবার থেকে কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে সশরীরে অগ্রিম ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। কমলা ও ট্রাম্প প্রথম মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নেন গত ১০ সেপ্টেম্বর। এবিসি নিউজ আয়োজিত এই বিতর্কে কমলা জিতেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন জরিপে।

ওজনপার্কে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত, গ্র্যান্ড স্পন্সর ইউর ড্রিম হোম কেয়ার

জলি আহমেদ

বিদেশের মাটিতে প্রবাসীরা নানাভাবে ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিশ্বব্যাপী নিজ দেশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া ও খেলাধুলাতেও তাদের ভূমিকা কম নয়। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৬ সেপ্টেম্বরে ইন্ডিয়া ফিল্ড টুডোর পার্ক ওজনপার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ফুটবল টুর্নামেন্ট।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ওজনপার্কে 'ভিলেজ কাপ-২০২৪' নামে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ। আনন্দঘন ও উত্তেজনাপূর্ণ এই ফুটবল ম্যাচে গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিল ইউর ড্রিম হোম কেয়ার।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে। বাঙালি তরুণদের উৎসাহ দিতে তাদের নানা কার্যক্রমেও সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠানটি। এরই ধারাবাহিকতায় 'ভিলেজ কাপ-২০২৪ টুর্নামেন্টে এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করে ইউর ড্রিম হোম কেয়ার। সহযোগিতায় আরও ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

ফুটবল ম্যাচটি উপভোগ করতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসীরা ছুটে আসেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম আজিজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী!

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের ডাইরেক্টর এমডি মোর্শেদ মামুন, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান শাহ, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। বিয়ানীবাজার সমিতির উপদেষ্টা মুজাহিদুল ইসলাম, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য গওহর তুলি চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের প্রাথীরা।

ভিলেজ কাপের আয়োজক ও খেলোয়াড়সহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এম এ আজিজ বলেন, আজকে আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে গর্বিত। কারণ আমি আপনাদের ভাই, আপনাদেরই একজন। আমি এই ওজন পার্কের বাসিন্দা। আপনাদের যেকোনো প্রয়োজনে আমি পাশে থাকব।

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসে এটি একটি ব্যতিক্রম আয়োজন। খেলাধুলার মাধ্যমে অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। এর মাধ্যমে যুব এবং তরুণ সমাজের মধ্যে ভালো কাজের স্পৃহা বাড়ে। শুধু তাই নয় এর মাধ্যমে বাঙ্গালীদের মাঝে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। আমি এর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।

খেলা উপলক্ষে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে নৈশভোজে মেজবানির আয়োজন করা হয় যেটি স্পনসর করেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ার এবং অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী!

এবারের টুর্নামেন্টে ১৭টি দল অংশ নেয়। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় গ্রেটার ঘুঙ্গাদিয়া একাদশ, রানার্সআপ হয় বৈরাগী বাজার এফসি এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বি সি এস কে জি এফ সি।

ড. ইউনূসকে সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়ে ৪ মার্কিন সিনেটরের চিঠি

ঢাকা ডেস্ক

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সফলভাবে উত্তরণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের চার সদস্য।

২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক কমিটির ওয়েবসাইটে এ চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জরুরি গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং ব্যাপক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত ঘটনার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন প্রভাবশালী সিনেটর। ২০শে সেপ্টেম্বর তারা এমন আহ্বান জানিয়ে প্রফেসর ড. ইউনূসের কাছে চিঠি লিখেছেন। ওই সিনেটররা হলেন- সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ার সিনেটর বেন কার্ডিন, সিনেটর ক্রিস মারফি, সিনেটর ক্রিস ভ্যান হলেন এবং সিনেটর জেফ মারর্কলি।

চিঠিতে তারা বলেছেন, এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশকে সমর্থন করতে প্রস্তুত আমরা। জনগণের কণ্ঠস্বরকে সম্মান জানায় এমন গণতান্ত্রিক সফল রূপান্তরকে নিশ্চিত করতেও প্রস্তুত। চিঠিতে দেশের সংকটময় সময়ে নেতৃত্ব হাতে নেয়ার জন্য তারা ড. ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দাবি করেছেন সারগর্ভ পরিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন। একই চিঠিতে হিন্দু ও কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সহ ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে এবং আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। চিঠিতে তারা লিখেছেন- সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে কীভাবে বাংলাদেশের জনগণ সাহসের সঙ্গে সামষ্টিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। যখন নাগরিকরা একতাবদ্ধ হয় তখন তাদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে আধিপত্যবাদী এমনকি স্বৈরাচার নেতাদের ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত এমনি এমনি আসেনি। তারা চিঠিতে আরও বলেন, বিক্ষোভকারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে র‌্যাবসহ বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো নিষ্ঠুর শক্তির সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। হত্যা করেছে কয়েকশ’ মানুষকে।

গ্রেপ্তার ও আহত করেছে হাজারো মানুষকে। যেসব মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য আমরা শোক প্রকাশ করি। একই সঙ্গে আপনার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই নিরাপত্তা সেবার সঙ্গে জড়িতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতিত্বহীন তদন্তের জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া গ্রহণের। বিক্ষোভকারীদের অধিকারকে সম্মান করার প্রতি আপনার অঙ্গীকার প্রদর্শন এবং তাদের অভিযোগের সমাধান করার জন্য আপনার অন্তর্বর্তী সরকার যে সরল বিশ্বাসে কাজ করার অভিপ্রায়ে কাজ করছে তা উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার, মত প্রকাশ ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ সহ মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখা নিশ্চিত করার জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। সরকারে সবার অংশগ্রহণ, নাগরিক সমাজ ও নিরপেক্ষ মিডিয়ার প্রতি সমর্থনের একটি সুযোগ। বাংলাদেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যে সহিংসতা ঘটানো হয়েছে তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগ এটা। বাংলাদেশের জনগণ এমন একটি সরকারের দাবিদার, যে সরকার তাদের কণ্ঠস্বরকে সম্মান জানাবে, তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখবে এবং তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবে। চিঠিতে আরও বলা হয়, যখন বাংলাদেশের এই নতুন অধ্যায়কে উদ্‌যাপন করছেন অনেকে তখন এসব উদ্‌যাপন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়- যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের সমর্থক হিসেবে মনে করা হয়, তারাসহ পুলিশকে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে টার্গেট করার প্রামাণ্য রিপোর্ট আছে। এর ফলে আইন প্রয়োগে ফাঁক এবং সহিংস হামলার মুখে থাকা ব্যক্তিদের সুরক্ষায় অভাব দেখা গেছে। এসব হুমকি এবং সহিংস ঘটনাকে সিরিয়াসলি দেখার জন্য আপনার প্রতি অনুরোধ জানাই আমরা।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আদালতে প্রকাশ্যে বিচারককে গুলি করে হত্যা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের লেচার কান্ট্রি কোর্টহাউসে বিচারক কেভিন মুলিনসকে একাধিক গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। কেন্টাকি রাজ্য পুলিশের বরাত দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এ ঘটনায় লেচার কান্ট্রি শেরিফ শাওন স্টিনেসকে (৪৩) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কেন্টাকি অঙ্গরাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ওই বিচারকের সঙ্গে আদালতের মধ্যেই তর্কাতর্কির একপর্যায়ে তাকে গুলি করা হয়। তবে এর পেছনে কী কারণে রয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা খুঁজে পায়নি পুলিশ।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বেলা ২টার দিকে কেন্টাকির হোয়াইটসবার্গের আদালতে ওই বিচারককে একাধিক গুলি করে হত্যা করা হয়। যেটি লেক্সিংটন থেকে ২৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল রাসেল কোলেম্যান এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, এ ঘটনায় তদন্ত করা হবে এবং সঠিক বিচার করা হবে। কেন্টাকির রাজ্য সরকার বিচারক নিহতের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে বলেন, ‘পৃথিবীতে এটি অধিকতর নিন্দনীয় ঘটনা। আমি প্রার্থনা করি আগামী দিনগুলো ভালো হোক।’

কেন্টাকি রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র ম্যাট গেহার্ট ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, বিচারককে গুলি করার সময় আদালতে প্রায় ৫০ জন কর্মী ছিলেন। এ ঘটনায় আর কেউ আহত হয়নি। ঘটনার পরই ওই স্থানে থাকা একটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গেহার্ট ১৪ বছর ধরে কেন্টাকিতে পুলিশের চাকরি করছেন। চাকরি জীবনে তিনি এমন ঘটনার স্বাক্ষী আর কখনও হননি।

বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে মোদির আলোচনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রীয় সফরে আমেরিকায় রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২১ সেপ্টম্বর শনিবার

আমেরিকার ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের উইলমিংটনে নিজের বাসভবনে নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানান জো বাইডেন। এরপর দুজনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়। এ বৈঠকের আলোচনায় বাংলাদেশ ইস্যুও ছিল বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিস্রি।

এর আগে গত মাসে বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা জানান নরেন্দ্র মোদি। এক্সে এক পোস্টে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা। পাশাপাশি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

এদিকে, আমেরিকায় কোয়াড সম্মেলনেও যোগ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। কোয়াডের শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জোটটির নেতারা। এবারের সম্মেলনে ভারত মহাসাগরে নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে আলোচনা করেছেন তারা। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

কোয়াড সম্মেলনেও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিস্রি জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে

> ‘আলোচনায় এই অঞ্চলের নানা বিষয় এসেছে। এসব বিষয় কোনো একটি পক্ষ বা অন্যান্য পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে পারে, কিন্তু এই অঞ্চলের বাইরেও এগুলোর গুরুত্ব আছে।

সাংবাদিকেরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোয়াড নেতাদের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ছিল কি না। জবাবে তিনি বলেন, ‘আলোচনায় এই অঞ্চলের নানা বিষয় এসেছে। এসব বিষয় কোনো একটি পক্ষ বা অন্যান্য পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে পারে, কিন্তু এই অঞ্চলের বাইরেও এগুলোর গুরুত্ব আছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পরিস্থিতি আলোচনা এসেছে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আলোচনা উঠে এসেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে।’

শনিবার ডেলাওয়ারে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তায় গঠিত চার দেশীয় জোট কোয়াডের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের নেতৃত্ব দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে যৌথ কোস্টগার্ড অভিযান ও সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন কোয়াডের নেতারা। এছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সরবরাহ করার বিষয়েও একমত হন তারা।

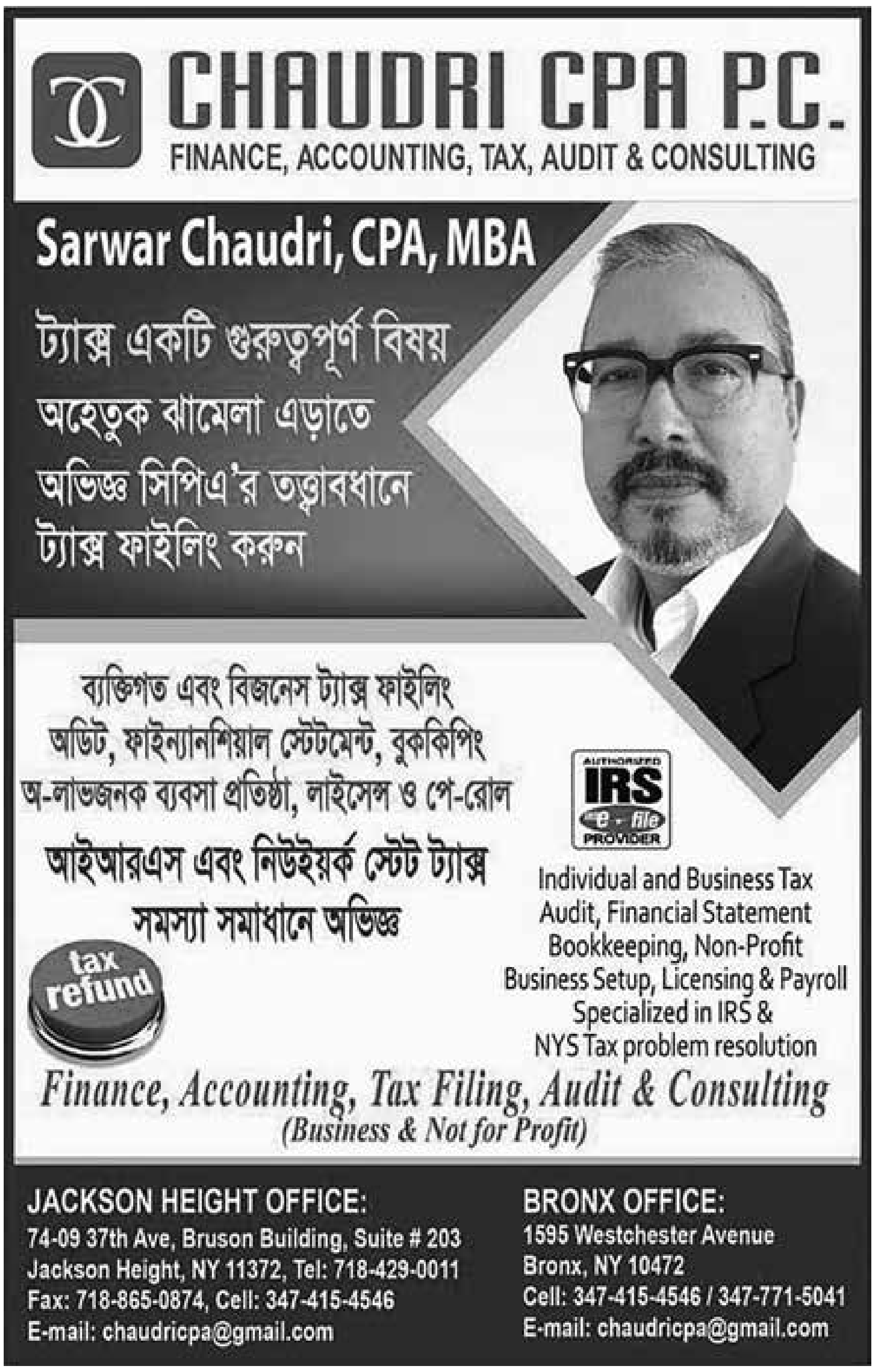

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘে ড. ইউনূসের তিন প্রস্তাব

নিউজ ডেস্ক

রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘আমাদের সতর্ক হতে হবে, এই সঙ্কটের সমাধান না হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র অঞ্চল সমস্যায় পড়বে।’ রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের অব্যশই এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি, আইসিসি প্রসিকিউটর করিম এ এ খান, আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রধান উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে নতুন করে ভাবার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ‘প্রথমত আমরা চাই জাতিসংঘ মহাসচিব যত দ্রুত সম্ভব রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে সকল পক্ষের উপস্থিতিতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করুক।’

সম্মেলনে সঙ্কটের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক নতুন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাধানের উপায় কী হতে পারে, তেমন প্রস্তাব আসতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, দ্বিতীয়ত জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ যৌথভাবে পরিচালিত ‘জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান’ কার্যক্রমে নতুন করে প্রাণশক্তি যোগ করার প্রয়োজন। যেহেতু এখন রোহিঙ্গাদের পেছনে ব্যয় করার মতো তহবিলের অভাব রয়েছে, তাই রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে ড. ইউনূস বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই আন্তরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার দ্বারা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠান হচ্ছে তবে ড. ইউনুসের উপস্থিতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গি এবারের আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।’

তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বৈষম্য, রাষ্ট্রহীনতা এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বন্ধ করতে আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বৈঠকের পরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাসসকে বলেন, ‘রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে এবারের বৈঠকটি অত্যন্ত সফল ছিল। সবাই বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা এবং তাদের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।’

আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপ বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, ‘এই সঙ্কট সমাধানে আমাদের আরও কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।’ আইওএম মহাপরিচালক জানান, তারা এই লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এই আলোচনায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং বাংলাদেশ ও তাদের আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের নতুন সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ লিডারস

শেষ পৃষ্ঠার পর

যেভাবে কথা বলে এরকম কথা আমি কখনও শুনিনি। তারা নতুন পৃথিবী, নতুন বাংলাদেশ গড়তে প্রস্তুত। প্লিজ আপনারা তাদের হেল্প করবেন। যেন তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এ গুরু দায়িত্ব আমাদের সবার নিতে হবে। এসময় তিনি বিল ক্লিনটনের হাত ধরে বলেন, আপনি আমাদের সাথে আছেন এ স্বপ্ন পূরণে।”

তিনি আরও বলেন, “তাদেরকে দেখতে অন্য তরুণদের মতো মনে হলেও আপনি যখন তাদের কাজ দেখবেন, বক্তব্য শুনবেন আপনি অবাক হবেন। তারা সারা দেশ নাড়িয়ে দিয়েছে। তারা তাদের বক্তব্য, ত্যাগ, তাদের কমিটমেন্ট থেকে পিছিয়ে যায়নি। তারা বলে, আপনারা চাইলে আমাদের হত্যা করতে পারেন, কিন্তু আমরা পথ ছেড়ে যাবো না।”

এ সময় মাহফুজকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, “গণ-অভুত্থানের পেছনের কারিগর মাহফুজ। যদিও মাহফুজ সব সময় বলে, সে একা নয়, আরও অনেকে আছে। যদিও সে গণ-অভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর হিসেবে পরিচিত।”

এটা খুব সুশৃঙ্খল আন্দোলন ছিল উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, “এটা হঠাৎ করে হয়েছে এমন কিছু নয়। খুবই গোছানো আন্দোলন। এছাড়াও এত বড় আন্দোলন হয়েছে মানুষ জানতো না— কে আন্দোলনের লিডার? যার ফলে একজনকে আটক করা যেত না। বলাও যেত না যে, একজনকে আটক করলে আন্দোলন শেষ।”

মাহফুজকে দেখিয়ে ড. ইউনূস বলেন, “তার কথা শুনলে সারা পৃথিবীর যেকোনো তরুণ অনুপ্রাণিত হবে। তারা নতুন বাংলাদেশ তৈরি করবে। তাদের সফলতার জন্য আপনার প্রার্থনা করবেন। তাদের জন্য হাত তালি হোক।” এ সময় বিলক্লিনটনসহ সবাই হাততালি দিয়ে সম্মান জানান।

২০ লাখ টাকায় চেয়ারে আ.লীগের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইউপি কার্যালয়ে যান চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ও একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান আকন্দ, আবু হানিফ ছাড়াও ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক দুই সাংগঠনিক সম্পাদক শিফার আল হাসান ও কাবিল এবং উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রেজা আকন্দ।

অভিযোগের বিষয়ে রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ বলেন, ‘ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান আমার আত্মীয়। এ জন্য আমি পরিষদে গেছি। আমার সঙ্গে তাঁর কোনো আর্থিক লেনদেন হয়নি। এটি ষড়যন্ত্র।’

এদিকে ওই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিএনপির ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। তাঁরা জড়িত বিএনপির নেতা-কর্মীদের বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন। সমাবেশে বক্তব্য দেন রায়গঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, চান্দাইকোনা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক তুষার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি ফয়সাল বিশ্বাস প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শহীদের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। অসংখ্য আহত ছাত্র-জনতার চিৎকার এখনো কানে বাজছে। অথচ প্রকাশ্যে ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল হান্নান খানকে অর্থের বিনিময়ে চেয়ারে বসানো হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আইনুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক। শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হয়েছে। আমি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। যাঁরা টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নানকে ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া ও বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।’

জেলেনস্কি চান ডেমোক্র্যাটরা জিতুক

শেষ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনা করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের চেষ্টা করবেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি জেলেনস্কি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিক্রেতা। প্রতিবারই তিনি এখানে এসে ৬০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে চলে যান। তিনি চান যে তারা এই নির্বাচন জিতুক, তবে আমি অন্যভাবে কাজ করব – আমি শান্তি আনব।’

হ্যারিসের প্রচার শিবির তাৎক্ষণিকভাবে ট্রাম্পের মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। একইদিকে ট্রাম্প তার শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্প ও হ্যারিসের মধ্যে একটি হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। এদিকে, জেলেনস্কি রবিবার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিচ্ছেন। তিনি তার মিত্রদের কাছে ‘ন্যায়বিচারপূর্ণ শান্তির’ জন্য সহায়তা চেয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে ইউক্রেনকে বহু বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান করেছে এবং মস্কোর বিরুদ্ধে একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

তবে ট্রাম্প এই সাহায্যকে অর্থের অপচয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং কখনোই প্রকাশ্যে বলেননি যে তিনি ইউক্রেনের বিজয় চান।

রাশিয়ার পূর্ণাঙ্গ মাত্রার আক্রমণে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি, লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুহারা হওয়া এবং শহরগুলোর ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পুতিনের মতে, কিয়েভ যদি পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের অংশগুলো ছেড়ে দেয় এবং ন্যাটোতে যোগদানের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে, তবে শান্তি আলোচনা শুরু হতে পারে। জেলেনস্কি বারবার রুশ বাহিনী প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের পোস্ট-সোভিয়েত সীমান্ত পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন।

পশ্চিমা বিশ্ব মনে করে, রাশিয়া একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাচ্ছে।

তবে পুতিন ইউক্রেন আক্রমণকে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

দুই গুরুত্বহীন প্রার্থী নিয়ে আমেরিকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারণে তাকে সরতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আবারো এক টার্ম প্রেসিডেন্টশিপ আসাতে আমেরিকার স্থিতিশীলতা বা সরকার ব্যবস্থায় একটা প্রভাব পড়ছে। এতে করে প্রেসিডেন্ট তার কর্মসূচীগুলো পূরণ করতে পারেন না। ট্রাম্প যেমন অসমাপ্ত করে রেখে গেছেন তেমনি বাইডেনও রেখে গেলেন। যদি কমালা হ্যারিস জয়ী হন তবে ডেমোক্রেটিক পার্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে বাইডেনের কর্মসূচীগুলো অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি"- আসন্ন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন মাহফুজুর রহমান।

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান। তিনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত bornomalanews.com ও banglanewyork.com, সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব।

এই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কে ঘিরে জাতি অপেক্ষায় রয়েছে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন কমালা। কমালার প্রতি ৪৭ শতাংশ এবং ট্রাম্পের প্রতি ৪২ শতাংশ মানুষের সমর্থন রয়েছে।

কে হতে যাচ্ছেন আমাদের আগামীর প্রেসিডেন্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে মাহফুজুর রহমান বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। এখানে রয়েছে দুটো রাজনৈতিক দল যারা পালাক্রমে আমেরিকার রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থা পালন করে আসছে। তবে দলের থেকে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদেরকে নিয়ে দুটিদলের মধ্যে তেমন উল্লাস নেই। সবাই তাদেরকে সঠিক প্রার্থী হিসাবে ভাবে না। বলতে গেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন এক টার্মে শাসন করেছিলেন তার শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে রিপাবলিকানদের ভিতরে বিরোধ ছিল। এখনো একশো এগারো জন রিপাবলিকান সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ডোনাল্ড ট্রাম্প কে সমর্থন করছেন না। তবে অদ্ভুতভাবে তারা কমালা হ্যারিসকে পছন্দ না করলেও তাকে সমর্থন দিচ্ছেন। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে বিগত বুশ জুনিয়র, বুশ সিনিয়র, উচ্চ পর্যায়ের আইন প্রণেতারা। গত এক বছরের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেইনে কমালা হ্যারিস ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। বয়স এবং অসুস্থতার কারণে দলীয় চাপে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সরে দাঁড়ানোতে কমালা হ্যারিস হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পদে এসেছেন। এটি ডেমোক্রেটিক দলের জন্যে হতাশাজনক। তারা কখনোই বাইডেনের বিপরীতে কমলাকে পছন্দ করেনি। যদি প্রথমেই বাইডেন সরে দাঁড়িয়ে পদ উন্মুক্ত করে দিতেন তাহলে হয়তো ডেমোক্রেটিক দল আরো শক্তিশালী প্রার্থী পেত। বর্তমান আমেরিকান প্রজন্ম বাইডেনের কার্যকলাপ, বিদেশ নীতি সমর্থন করে না। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের গণহত্যার নেপথ্যে সমর্থক হিসাবে বাইডেন প্রশাসনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে দেখা গেছে। তাদের বেশির ভাগই ডেমোক্রেট সমর্থক। দুই দলের দুজন গুরুত্বহীন প্রার্থীকে নিয়ে আমার আশঙ্কা হয়। কে নির্বাচিত হবেন সেটার চাইতে সবথেকে কম ভোটার টার্ন-আউট হবার সম্ভবনা আছে। পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস, এই জরিপগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে সেই প্রথম বারের মতো ট্রাম্পকে হারিয়ে হিলারী ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হতেন। তখন হিলারী ক্লিনটন বহু জরিপেই এগিয়ে ছিলেন। ট্রাম্পের এই পিছিয়ে থাকা প্রথমে যেমন হিলারী ক্লিনটনকে হারিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তীতে কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে সেই ম্যাজিক নাম্বার জিতে নেবেন কিনা সেটি দেখার বিষয়। সেই নাটকীয় মোড়ের জন্যে আমাদের আরো ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নানা বিতর্কিত নীতির জন্য পরিচিত ছিলেন। তার এবারের প্রচারণায় কী কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা বা তার সমর্থকরা কতটুকু আগ্রহী- এই ব্যাপারে মাহফুজুর রহমান বলেন, "ট্রাম্পের ব্যাক্তিগত মনোভাব এখন ডেমোক্র্যাট দলের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে রিপাবলিকান দলকে এতো উগ্র দেখিনি, যেভাবে ট্রাম্প উগ্রতা চালু করেছেন। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান নেতৃত্ব দেবার সময় যে ধারা তৈরি করেছিলেন তা রিগ্যানিজম নামে পরিচিত ছিল, যা ছিল রিপাবলিকান পার্টির গৌরব। কিন্তু এখনকার ট্রাম্পিজম রিপাবলিকান দলের আসল নীতি না। তিনি রিপাবলিকান দলকে গ্রাস করছেন, তার নিজস্ব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-জেদ-অজ্ঞতা দলের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন। নিজস্ব নীতিতে অটল থেকে অভিবাসন ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান, বড়লোকদের ট্যাক্সের ব্যাপারে সুবিধা দেয়া, একারণে ট্রাম্পের প্রতি উগ্র রিপাবলিকানদের সমর্থন বাড়ছে। প্রতিপক্ষ কিংবা মহিলা প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতি তার শ্রদ্ধা বোধের ঘাটতি রয়েছে, অশ্লীল শব্দ-কটুক্তি করে তিনি আরো উগ্রভাবে আবির্ভাব হয়েছেন।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিসের প্রচারাভিযানের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি জানান, " দুঃখজনক হচ্ছে এই দুইজন প্রচারণার ক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতির মূল বিষয় ইজরায়েলী বর্বরতা, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সম্পর্ক এড়িয়ে যাচ্ছেন, কোন আলোচনায় আসছেন না। কেউ নির্বাচিত হলে গাঁজায় গণহত্যা বন্ধ হবে কিনা, ইজরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা হবে কিনা, এই মতামতও দিচ্ছে না। প্রলম্বিত যুদ্ধের মাধ্যমে ইউক্রেনের জনগণকে যে মৃত্যুর ঝুঁকিতে রাখা, যুদ্ধ বজায় রাখতে আমেরিকার বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে। এই বিষয়ে তারা কেউ কথা বলছেন না। এই প্রথম বারের মতো আমরা দেখছি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে মনোযোগ দিচ্ছেন না। সিনেট এবং কংগ্রেসেও একই অবস্থা। গাঁজায় অস্ত্র সরবরাহের জন্য, গাঁজায় গণহত্যায় সহযোগীতার জন্যে অর্থের যোগান দিচ্ছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গর্ভপাত এবং অভিবাসন বিষয়। রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্টের অবস্থান তার দলের সমর্থকরা শক্তিশালী ভাবে সমর্থন করেন। ট্রাম্প এই বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গর্ভপাত এবং অভিবাসন বিষয়ে ডেমোক্র্যাট দলের অবস্থান আগের মতোই আছে, সেটিকে ধারণ করে তারা নির্বাচনী প্রচারণায় এগোচ্ছেন। কামালা হ্যারিস নির্বাচনী প্রচারনায় তার নিজস্ব চিন্তা চেতনা প্রসূত করার সময় পাননি। ফলে তিনি বাইডেন ও তার রাজনৈতিক দলের নীতিমালাই অনুসরণ করে যাচ্ছেন। নারী ভোটারদের ভূমিকা এবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জটিল স্টেটগুলোতে কমালা হ্যারিস নারীদের সমর্থনে এগিয়ে আছেন। অভিবাসন ও গর্ভপাত, এই দুটি বিষয়ে এবারের নির্বাচনে দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যাবধানের সৃষ্টি করবে। অভিবাসীর দেশ আমেরিকা, অভিবাসন প্রক্রিয়াতে সবাই এদেশে এসেছে, ট্রাম্প এবং কমালা হ্যারিস দুজনেরই পিতৃ পুরুষরা এদেশে এসেছেন। তারা সেই ধারা বজায় রাখতে সফল হবে কিনা সেটি আমরা দেখবো। গর্ভপাত নারীর সবথেকে বড় অধিকার, আমেরিকার নারীরা সেই অধিকার বা মর্যাদা ফিরে পায় কিনা সেটি এবারের নির্বাচনে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কমলা হ্যারিস নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলে, তার দ্বিতীয় মেয়াদে কেমন ধরনের নীতি প্রয়োগ করতে পারেন-উপস্থাপিকা ফরিদা ইয়াসমীনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "কমালা হ্যারিস নির্বাচিত হলে আমেরিকার সাড়ে তিনশ বছর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবচাইতে বিরল ও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটবে। আমেরিকানরা একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করবেন, যিনি বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হবেন। এর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে একজন নারীকে তারা পেয়েছিলেন। শুধু আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে, বিশ্বের নারীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হবে। ইউরোপ এবং তৃতীয় বিশ্বে নারীরা সর্বচ্চো পদে নির্বাচিত হলেও আমেরিকায় এই বিষয়টি এখনো অসাধ্য। কমালা হ্যারিস জয়ী হলে একটা ইতিহাস গঠিত হবে, তিনি আমেরিকাকে অনেক কিছু দেবার চেষ্টা করবেন। আশা করছি তাকে সাহায্য করার জন্যে ডেমোক্র্যাটিক দল এগিয়ে আসবে, আমরা একটা নতুন ধরনের সরকার প্রধান পাব। তেমনিভাবে ট্রাম্প জয়ী হলে তার গতানুগতিক উপায়ে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির চাইতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ নীতি প্রাধান্য পাবে। তিনি আমেরিকার তৈরি জিনিস, আমেরিকান গৌরবকে তুলে ধরার রাজনৈতিক কৌশলকে বাস্তবায়ন করবে। এজন্যে অনলাইন ভিত্তিক চাকরিগুলো কমে যাবে এবং আমেরিকায় কর্মসংস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। একই সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকার অযথা যুদ্ধে জড়িয়ে অর্থব্যায় থেকেও সরে আসবে বলে আশা রাখি।"

গত ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার দুপুরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর আবারো হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্ট পাম বিচ এলাকায় অবস্থিত একটি গলফ ক্লাবে এই হামলার চেষ্টা হয়। পেনসিলভানিয়া হামলার পর এটা দ্বিতীয় হত্যাচেষ্টা। গলফ মাঠের কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বন্দুকধারীর নল দেখতে পান ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। তারা চারটি গুলি চালালে ওই ব্যক্তি বন্দুক ফেলে পালিয়ে যান। ট্রাম্পের উপর কারা এত ক্ষিপ্ত? এ নিয়ে মাহফুজুর রহমান বলেন, "আমেরিকান নির্বাচন ব্যবস্থায় জণগণের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার যে প্রেসিডেন্ট সরাসরি পপুলার ভোটে নির্বাচিত হন না। তিনি নির্বাচিত হন ইলেক্টোরাল ভোটে। কোন প্রার্থীর গুরুত্ব বাড়ানো কিংবা গুরুত্বহীন করার জন্যে মিডিয়া ব্যবহার করা হয়। সেখানে জনবিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটে, গলফ ক্লাবে ঘটনা হাস্যকর। নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, তাই এমন নাটক তৈরি হচ্ছে। ঘটনা কতোটুকু ঘটে আমরা জানিনা, মিডিয়া সেটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মানুষের কাছে প্রচার করে একটা বাজে ইমেজ তৈরি করে। এটা ট্রাম্পকে আরো গুরুত্বপূর্ণ বানানোর জন্য মিডিয়ার কৌশল হতে পারে, কিংবা তৃতীয় কোন শক্তি হতে পারে। যে শক্তি এই দেশের রাজনীতিকে কন্ট্রোল করে যা আমরা চোখে দেখিনা। আমেরিকার রাজনীতি সেজন্যেই এতো দুর্বোধ্য।"

আসন্ন নির্বাচনে বাঙালিদের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়-ট্রাম্প নাকি কমালা? এ নিয়ে মাহফুজুর রহমান বলেন, "এক সময় বাংলাদেশীরা নিরঙ্কুশভাবে ডেমোক্রেট প্রার্থীকে সমর্থন করতো। বাংলাদেশীদের মধ্যে দেশীয় দলের ভিন্নতা থাকলেও তারা আমেরিকান নির্বাচনে চোখ বন্ধ করে ডেমোক্রেটকে সমর্থন করতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রিপাবলিকানদের সমর্থন করছে বাঙালিরা। এটা একটা নতুন ধারা, আমি মনে করি এটি ভালো পরিবর্তন। বাংলাদেশীদের সুবিধা আদায়ের জন্যে এই দেশের রাজনীতিতে সব দলের সাথেই আমাদের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত। বর্তমান সময়ে বাইডেন প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি বিশেষ করে গাঁজায় বর্বরতা এবং গণহত্যার কারণেই আমাদের নতুন প্রজন্ম অদ্ভুতভাবে ডেমোক্রেট বিরোধী অবস্থানে রয়েছে। তারা মনে করে ডেমোক্রেটদের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সমস্যা আছে। প্রবীন বাংলাদেশীরা যারা রাজনীতি করেন তাদের সে সম্পর্কে তত ধারণা নেই। বাঙালি নতুন প্রজন্মের সিংহ ভাগই ডেমোক্রেট বিরোধী।"

নির্বাচনকে ঘিরে তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন, পরিচালনা ও কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় ফেসবুকে লাইভে সরাসরি সম্প্রচার হয়।

প্রতিবছর দেশে কোটিপতি বাড়ছে ৭ হাজার করে

ঢাকা অফিস

করোনা মহামারির সময় অর্থনীতি সচল রাখতে ঋণের কিস্তি পরিশোধে বিশেষ সুযোগ (মরিটোরিয়াম) দেওয়ার পাশাপাশি প্রণোদনার আওতায় প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। এতে একটা পর্যায়ে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায়। এমনকি বাড়তে থাকে ধনীর সংখ্যাও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, করোনার পর সাড়ে ৩ বছরে দেশে কোটিপতি বেড়েছে ২৫ হাজারেও বেশি। যদিও একই সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে নিত্যপণ্য জোগাড় করতে হাঁসফাঁস অবস্থা নিম্ন আয়ের মানুষের।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছর জুন প্রান্তিক (মার্চ-জুন) শেষে ব্যাংকে ১ কোটি টাকার ওপরে আছে– এমন হিসাবধারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজারটি।

এ সংখ্যা ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৯৩ হাজার ৮৯০টি। সেই হিসেবে মাত্র সাড়ে ৩ বছরে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ২৫ হাজার ১১০টি।

এদিকে দেশে কোটিপতি যখন বাড়ছে তখন নিত্যপণ্যের লাগামহীন দামে দুবেলা খাদ্য জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে মানুষ। দুই অঙ্কের ঘর ছাড়িয়েছে মূল্যস্ফীতি। গত অর্থবছরে ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশে দাঁড়ানোর পর চলতি বছরের জুলাইয়ে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ হয়। মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশের কেন্দ্রীয়

ব্যাংক। কিন্তু লাগাম টানা সম্ভব হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ, ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক হিসাবও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি আমানতকারী ছিলেন মাত্র ৫ জন। ১৯৭৫ সালে তা ৪৭ জনে উন্নীত হয়। ১৯৮০ সালে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৮টি। এরপর বাড়তে থাকে কোটিপতি আমানতকারী। ১৯৯০ সালে ৯৪৩টি, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪টি, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭টি এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৯ হাজার ১৬৩টি।

খালেদা জিয়া মানসিকভাবে শক্ত আছেন

বললেন মুশফিকুল ফজল

ঢাকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁর সাবেক সহকারী প্রেস সচিব ও সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী। শনিবার বিএনপি চেয়ারপারসনের সাথে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আনসারী। মূলত খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে খোঁজ নিতেই এসেছিলেন। খালেদা জিয়াকে মানসিকভাবে অনেক শক্ত বলে তাঁর মনে হয়েছে।

খালেদা জিয়া গণমানুষের নেত্রী উল্লেখ করে তিনি বলেন, সবসময়ই খালেদা জিয়া দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন। আর তাই বিগত স্বৈরাচারী সরকার তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন এই সাংবাদিক। এসময় দেশবাসীর কাছে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চান তিনি।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

তাহের-আরিফ প্যানেলের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমাজ সেবক আবদুল কাদের মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও বিশিষ্ট রাজনীতিক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সাবেক নির্বাচন কমিশনার মফজল আহমেদ ও মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সমিতির সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্য, সাবেক কোষাধক্ষ মীর কাদের রীসেল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাবেক কোষাধক্ষ দিদার আহমেদ, সাবেক সহ-সভাপতি ও অন্তবর্তীকালীন কমিটির সদস্য আবুল কাশেম (চট্টল কাশেম), মিরেরশ্বরাই সমিতির সভাপতি মেজবাহ আহমেদ, উপদেষ্টা কাউছার আহমেদ, ইব্রাহিম দিপু, সাতকানিয়া কেরানিহাট শহর কমিটির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ, ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমান ও নজরুল ইসলাম সহ মোহাম্মদ আনোয়ার, নিখিল বাবু, মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, সেলিম উদ্দীন, মোহাম্মদ নুর, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ মিয়া, সাহাবউদ্দিন, ফরিদ আহমদ, সালাউদ্দিন, জাবেদ হোসেন, তকির আহমেদ, মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠাটি পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং ‘তাহের-আরিফ’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান মোহাম্মদ সেলিম। সবশেষে শেষে উপস্থিত সকলকে সাথে নিয়ে ‘তাহের-আরিফ’ প্যানেলের প্রার্থীরা দুটি বিশাল সাইজের কেক কাটেন।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

২য় স্বাধীনতা তত্ত্ব, মাস্টারমাইন্ড বিতর্ক এবং ভোল পাল্টানো রাজনীতি

অ্যাডভোকেট গাজী তারেক আজিজ

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের থেকে সরকার পতনের ১ দফা দাবী আদায়কে ছাত্র-জনতার কেউ কেউ স্বাধীনতা অর্জনের সাথেও তুলনা করেছেন। ধারাবাহিকতায় কিছু রাজনীতিক প্রকৃত অর্থে দেশের স্বাধীনতা বলতে যে ধরণের ভূখণ্ড, অন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্জন করে নিতে হয়, হোক সেটা আলোচনা কিংবা চুক্তিতে কিংবা যুদ্ধ সংগ্রাম লড়াই, লাগাতার বঞ্চিত হতে হতে দাবীদাওয়ার মাধ্যমে সেটা অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও চাপা পড়ে যায়। এই চাপা পড়ে যাবার পিছনেও অনেকেই অনেক যুক্তি খোঁজেন বা দিয়ে যাচ্ছেন। ভিন্ন মতাদর্শের লোকদের মানতে অনেকটাই জোরজবরদস্তি করতে দেখে গেছে। পাশাপাশি বিরুদ্ধ মতের লোকজন কিংবা রাজনৈতিক মতবিরুদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেকাংশেই 'চোরের কিল মতনে খাওয়ার' মতো করে হজম করে যাচ্ছেন।

আসুন পটপরিবর্তনের সুফলভোগী কিংবা কুশীলবরা সাধারণ জনগণকে কি বার্তা দিয়ে আসছিলেন তা জেনে নেই, তাদের অভিযোগ ছিলো দেশের প্রতিটি সেক্টরে সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, মানুষজনকে জিম্মি করে একশ্রেণির লোক রাতারাতি হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছে। সাথে ছিলো দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতিতে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলে যাওয়া। তেমনি করে মেগা প্রকল্পের নামে মেগা লুটপাট, সিন্ডিকেট করে টেন্ডার বাণিজ্য বাগিয়ে নিয়ে কাজের গুণগত মান ঠিক না রেখে কাজ করা। চাকরিতে তদ্বির বাণিজ্য, দলীয়করণের ফলে সুফল বঞ্চিত হওয়া, মুদ্রাস্ফীতি, ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়া, ডলারের কৃত্রিম সংকট তৈরি, অবৈধ উপায়ে মুদ্রা পাচার, নেতাদের অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ, রিজার্ভ কমে যাওয়া, সরকারি কর্মচারীদের ভোগবিলাস, রাজনৈতিক নেতাদের উচ্চাভিলাষী মানসিকতা, দলের উঁচু থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিজেকে স্তর ভিত্তিক রাজা-মহারাজা মনে করা, নামে বেনামে সম্পদ অর্জন যেমন আছে। তেমনি করে অভিযোগ আছে, বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম, খুনের মতো ঘটনা। আর বিদেশি প্রচার মাধ্যমে অতিরঞ্জিত প্রোপাগাণ্ডা, যা সরকারে থাকা কর্তাব্যক্তি তো বটেই সংশ্লিষ্ট সকলকেই বেকায়দায় ফেলতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

এর পাশাপাশি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারকে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণসুলভ আচরণের ফলে বৈশ্বিক ও ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে একটি বলয় তৈরিতে এবং বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা তাদের জন্যও জরুরি ছিলো বিধায় একটু বেশিই পরিমাণে একনিষ্ঠতা ধরে রাখতে যেয়ে সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এই সময়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রবল ভারত বিদ্বেষের বীজ বপন করে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারকে টালমাটাল অবস্থায় ফেলে দেয়। দলীয় চাটুকার বেষ্টিত থাকায় সরকারের শীর্ষ মহল জনগণের ভাষা বুঝতে না পেরে অনিবার্য পরিণতি প্রকারান্তরে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে।

অভিযোগ ছিলো পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোকে দলীয় লেজুড়বৃত্তির অংশ করে তোলে। তারই ফলশ্রুতিতে ক্রমেই পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা যেখানে দৃশ্যমান উদাহরণ সেখানে নেপথ্যের কুশীলবদের চিন্তায় অনেকটুকু সহজ করে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে। যার পরিণতি বিশ্ব দেখেছে অবাক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে। দেশত্যাগ করলেন প্রবল পরাক্রমশালী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। লুট হলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দাম্ভিকতার নিশানা গণভবন। লুটের তালিকায় যোগ হলো মাছ, মুরগী, পশু, পাখি, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দলীলদস্তাবেজ। সাথে লুট হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন দলটির দাপুটে ঐতিহ্য। বাদ যায়নি ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অন্তর্বাসও! আমরা কোন যুগে বাস করছি? যার দরুন এই হীন কুরুচিপূর্ণ কাজে বিবেকবোধ বিবর্জিত হয়েছে বলে মনে না করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিজের ওয়ালে ছবি তুলে পোস্ট দিতে হয়। মিডিয়াও সেসব প্রচার করে দেখিয়ে দিয়েছে একজন জনবান্ধব সরকারের জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর। যদি এই দেশের রাজনীতিবিদরা শিক্ষা নেন তো ভালো কথা! কিন্তু ইতিহাসের প্রবল শিক্ষা হচ্ছে কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। আবার ইতিহাস বারবার ফিরে ফিরে আসে! আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

গণভবন লুট হতে হতে শুরু হয় আরেক ধ্বংসযজ্ঞ। যারা পরিবর্তন চেয়ে আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে যার যার অবস্থান থেকে রাস্তায় ছিলেন তারাও ভাবলেশহীন হয়ে পড়লেন। এক সময় যারা সরকারকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল তাদের ভাষ্যমতে বিপ্লব পরবর্তী সহিংসতা সকল দেশেই হয়। এই দেশেও হচ্ছে, তবে থেমে যাবে। বাহ্ কি উক্তি! সাবলীলভাবে বলে দিলেন। সারাদেশে শুরু হয় এক আতংকের প্রহর। জনপদে মানুষ তথা পতিত সরকারের অনুসারী বলে পরিচিত নেতা-কর্মী, সমর্থক কেউ বাদ যায় না। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে আরেকটি পক্ষ। গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় মন্ত্রী এমপি উপজেলা চেয়ারম্যানদের ব্যক্তিগত গাড়ি, সরকারি গাড়ি ও জিনিসপত্র পুড়িয়ে চাই করে দেয়া হয়। পুড়িয়ে দেয়া হয় থানা। পিটিয়ে মারা হয় পুলিশসহ নেতাকর্মীদের। মেরে গাছের সাথে উল্টো করে ঝুলিয়ে লাশ বিকৃত করা হয়। তার সাথে আরো অনুতাপের বিষয় জাতিরজনকের প্রতিকৃতি সকল জায়গায় ম্যুরাল ভেঙ্গে ফেলা হয়। আরো অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সংরক্ষিত এরিয়ায়ও একই ঘটনা ঘটিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে উঠে প্রশ্রাব করার দৃশ্যও প্রচারিত হতে দেখা গেছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় সেনাবাহিনীর পোশাকধারী কিছু সদস্য, কিছু আনসার সদস্যকেও তেমন করে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙতে দেখা গেছে প্রবল উৎসাহে। ঘরছাড়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক নেতা কর্মী সমর্থক ও অনুসারী। মানুষের ভীতি কাটছে না। মানুষ সন্ত্রস্ত। কি বিভীষিকাময় সময় অতিক্রম করছে। সাথে শুরু হয়েছে, প্রতিপক্ষের প্রতি লাগাতার হামলা মামলা। আবার মামলা নিয়ে বাণিজ্যের খবরও বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। পুলিশ এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় কর্মে ফিরতে পারে নাই। তারাও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। যারা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তাদের দাবী শান্তি শৃঙ্খলা ফেরাতে তারা কাজ করছে। শীর্ষ দুই দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা দলীয় নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিলেও তৃণমূলে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেই সাথে আলোচনায় উঠে এসেছে, মব জাস্টিস, মব কিলিং, মব লিঞ্চিং, ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের মতো ঘটনা পরিক্রমা। এসব মব লিঞ্চিংয়ে দেখা গেছে কোথাও ভাত খাইয়ে গণপিটুনি দিয়ে আবার ভাত খাইয়ে আবার গণপিটুনি দেয়ার ফলে মৃত্যু। এ ধরনের আরো আছে, গান গাইতে গাইতে গণপিটুনিতে হত্যার মতো নির্মম পৈশাচিক উন্মত্ততায় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মতো ঘটনা।

এই মুহূর্তে বৃহৎ একটি দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আর দৃশ্যমান কোন রাজনীতিতে না থাকলেও দোষারোপ থেমে নেই। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন পূর্ব থেকে দাবী দাওয়া করে জোরালো ভূমিকায় রাস্তায় নামে তখনও বলায় 'ফ্যাসীবাদের দোসর' রাস্তায় বিভিন্ন রূপে ফিরে এসেছে বলে অভিযোগ করে যাচ্ছে। গার্মেন্টস সেক্টর একটি বৃহৎ রপ্তানি খাত হলেও বিশৃঙ্খলা করে গঠনমূলক সমাধান না দিলে মালিকপক্ষ অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতেও বাধ্য হয়েছেন মর্মে মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়েছেন এবং সরকারের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন।

শুরু হয় দেশব্যাপী গুজব গুজবের ডালপালা। প্রচারের ভীড়ে অপপ্রচার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে অনলাইনে। কেউ মেট্রোরেল নিয়ে, কেউ ইলিশ নিয়ে। সেই ইলিশকে কেউ কেউ 'রাজনৈতিক মাছ' আখ্যা দিয়ে ট্রলও করছে। শেষ পর্যন্ত আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের ২০২৩ সালের একটি স্ট্যাটাস ভাইয়াল হয়। যেখানে বলা হয় সরকার শহীদের রক্তের ওপর ভারতকে ৫০০ টন ইলিশ দিচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদে আসার পর উপদেষ্টাদের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব আরো প্রকট হয়। ভারতে ইলিশ পাঠানোর বিপক্ষে মত প্রকাশ করে বেশ বাহবা কুড়িয়েছেন। যদিও সেই বাগাড়ম্বর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এবার ৩ হাজার টন ইলিশ পাঠিয়েছে। আর এতেই সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উপদেষ্টাদের গোষ্ঠী উদ্ধার করতেও ছাড়ছেন না।

আবার ছাত্র সমন্বয়কদের সেই ঝাঁঝালো স্লোগান 'দিল্লি না ঢাকা' 'ঢাকা ঢাকা' বেশ জনপ্রিয়তা পেলেও এখন উপহাসে পরিণত হতে শুরু করেছে। প্রথমত, ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা 'সেভেন সিস্টার্স' খেয়ে দেয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা সাথে সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হয় অস্থিরতা। ব্যস কুপোকাত! মনে করছে মানুষ। একদিন অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে হিমশিম খেতে হচ্ছে অন্যদিকে পাহাড়ের অস্থিরতা। দুয়ে মিলে সরকার আর নিজস্বতা বজায় রেখে যে কথা সে কাজে অবিচল রাখতে সক্ষম হয়নি। দিতে হয়েছে ভারতের পুজো উপলক্ষে বহুল কাঙ্খিত ' রাজনৈতিক মাছ ইলিশ'।

প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. ইউনূসের দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব ভারতীয় মিডিয়ায় দেয়া ইন্টারভিউতে বলেন, 'বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে, সেভেন সিস্টার্সেও প্রভাব পড়বে'। এর পরই ভারতও নড়েচড়ে বসে। তবে এখন বিএনপি এবং জামায়াত যথারীতি ভারত বিদ্বেষী মনোভাব থেকে সরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা তদ্বির করছে বলেও মিডিয়ায় খবর প্রকাশ হয়। তাহলে কি বোঝা গেল? ভারত বিদ্বেষী হয়ে নয়, ভারতের সাথে সদ্ভাব রেখেই রাজনীতি করতে হবে এটা সকলেই বুঝে গেছেন। তাই ভারত বিদ্বেষের 'লম্ফঝম্প' আর মানুষ গিলছে না। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোও ভারতে খুব একটা ঘাঁটাতে চাইবে না এটা জানা কথা। আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারত যদি বেঁকে বসে তবে গদি টিকানো মুশকিল তো হবেই, ইজ্জত নিয়ে থাকাও দুষ্কর হয়ে পড়বে।

এরই মধ্যে প্রফেসর ইউনূস ২য় স্বাধীনতা উদযাপন করতে জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাহলে কি তিনি জেনে শুনে বুঝে এই অভ্যুত্থানকে '২য় স্বাধীনতা' বলে উল্লেখ করলেন? আসুন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত জেনে নেয়া যাক, বহুমাত্রিক বিশ্লেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান বলেন, ২য় স্বাধীনতা বলে কোন কথা নাই। স্বাধীনতা একটাই, কেবল একবারই এসেছে যা ১৯৭১ সালে। তিনি একাধিক জায়গায় ইউটিউব বক্তব্যে আরো বলেন, হ্যাঁ বিভিন্ন সময় আরো স্বাধীনতা এসছিলো। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ওই একবারই। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার জন্য একটা ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে আরেকটা স্বাধীন ভূখণ্ড লাগবে। সেটা কই? আছে? আলাদা জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, আরেকটি রাষ্ট্র থেকে যুদ্ধ করে আদায় না হলে কিভাবে হয় স্বাধীনতা। তাহলে ২য় স্বাধীনতা অমূলক চিন্তা। যেটা কাল্পনিক চিন্তা প্রসূত। আবার বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলো সরকার উৎখাতকে স্বাধীনতা বললেও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দলটিকে এখন আর এই কথা বলতে শোনা যাচ্ছে না। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দল জামায়াত কিন্তু বরাবরই ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে স্বাধীনতা বলে আসলেও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় এসব অস্বীকার করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চরম বৈরী মনোভাব পোষণ করলেও ২৪ শের বিপ্লবকে স্বাধীনতা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েও বারবার হোঁচট খাচ্ছে। কেউই সেই অর্থে সরকার পতন আন্দলনকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সমতায় চিন্তা করছে না। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না স্পষ্ট করেই বলেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধারা এখনো মরে যায় নাই। টিভি মিডিয়ায় দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ একবারই সংঘটিত হয়েছে। স্বাধীনতা একবারই এসেছে। তাহলে যে যে দৃষ্টিকোন থেকেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন না কেন, ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে রূপ নেয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পর্যায়ক্রমে ছাত্র-জনতার ৯ দফা থেকে সরকার পতনের ১ দফা।

এই দফা গুলোই নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিচ্ছে রাজনীতির মাঠে। শুরু হয়েছে 'মাস্টারমাইন্ড' বিতর্ক। একে একে ছাত্রলীগ বেশ ধারণকারী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া শিবির কর্মী নেতাদের পরিচয় প্রকাশ পেতে শুরু করে। তারা নিজেরাও এই পরিচয় প্রকাশ করে নতুন নতুন চমক নিয়ে হাজির হলেও বিএনপির সাথে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে থাকে। যেহেতু সাধারণ মানুষ বুঝতে দেরি হলেও একে একে আন্দোলনে জনসমর্থন আদায়ে নিজেদের পরিচয় গোপন করে কৌশলগত কারণ দেখিয়ে আন্দোলন জোরদার করে। নেতৃত্ব দেয় এবং দফা প্রণয়ন করে। এদিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা বিএনপির জনসমর্থন থাকলেও আন্দোলনে সমর্থন সহযোগিতা সবকিছু করেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্বের ভার নিতে ব্যর্থ হয়ে প্রবাসে থাকা দলিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে কৃতিত্ব দিয়ে আন্দোলনের 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে নাম ঘোষণা করলেই বাঁধে নতুন বিপত্তি। শুরু হয় নেপথ্যের কুশীলবদের সাথে মাঠের সর্বাগ্রে থাকা বিএনপির দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব। এসব বিষয়ে বিএনপি পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে কৌশলী অবস্থান নেয়। অপরদিকে জামায়াত প্রচার করতে থাকে, আন্দলনে নেতৃত্ব দেয়া ১৫১ জনের ১০৮ জনই শিবিরের নেতাকর্মী। তখনই বিতর্ক ও বিভেদ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এদিকে কৌশল নেয় জামায়াত। যারা ইতিপূর্বে সাধারণ ছাত্র বেশে ছিলো। কিংবা ছাত্রলীগের ছায়াতলে আত্মপরিচয় গোপন করে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতো তারাই এখন নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করায় বিএনপিও নড়েচড়ে বসে। এখন আর জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছে না বিএনপির কোন পর্যায়ের কোন নেতাকর্মী এই আন্দোলনের 'মাস্টারমাইন্ড' নয়।

ইতোমধ্যে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, উপদেষ্টা পরিষদে থাকা দুই ছাত্র প্রতিনিধিও জামায়াতের অনুসারী। যাই হোক সকল দল দাবী জানিয়েছে, নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করার।

পরিশেষে, আজকের এই আলোচনা হতে একটু হলেও ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, ২য় স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব নেই। মাস্টারমাইন্ড বিতর্ক পরবর্তী বিজয়ী দলই তাদের মতো করে ইতিহাস লিখবে। তবে কতদিন এই '২য় স্বাধীনতা' অটুট থাকে আর কতদিনে ফয়সালা হয় 'মাস্টারমাইন্ড' বিতর্কের তা সময়ই নির্ধারণ করবে। হয়তো আরো ৫৩ বছরের অপেক্ষা। সময় দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। ইতিহাস বারবার ফিরে আসে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ

দেলোয়ার জাহিদ

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস ৭৯ তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (UNGA) ভাষণ দেবেন। ইউনূস তার বক্তৃতায় ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট সংঘটিত ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বৈষম্য বিরোধী বিদ্রোহের বীরত্বের কথা তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যা ৫ আগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথিত পদত্যাগে পরিণত হয়েছিল। তিনি হয়তো জোর দেবেন কীভাবে শিক্ষার্থীরা পরিবর্তনের ঝুঁকি নিয়েছিল। বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের জীবনদান করেছিল ।

বিদ্রোহের নায়ক সমন্বয়কদের অনুরোধে ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়া ইউনূস এরপর থেকে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কারে কাজ করেছেন। জাতিসংঘে তার বক্তৃতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার, নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়ন এবং সুশাসনের প্রচারে তার সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর আলোকপাত করবে। তিনি বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের উদীয়মান মর্যাদার উপর জোর দিয়ে বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক পথের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থনের আহ্বান জানাবেন বলে জানা গেছে ।

বৈধতা এবং সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম

ডঃ ইউনূসের ক্ষমতায় উত্থান ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। তার দায়িত্ব গ্রহণ এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন সরকারি বৈধতার প্রশ্ন গুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিতর্কের শীর্ষে ছিল। আওয়ামী লীগের শাসনামলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অধীনে, ইউনূস দেশের বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়েছেন, কিন্তু অনেকে যুক্তি দেন যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বাস্তবতা দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান এ আইনি কাঠামোতে শপথ গ্রহনের ধারণা অপ্রতুল।

কবি ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার ফরহাদ মজহার বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনায় বিশেষভাবে সোচ্চার। ১৯ সেপ্টেম্বর "জুলাই অভ্যুত্থানের পথ" শীর্ষক এক আলোচনায় বক্তৃতাকালে, মাজহার যুক্তি দেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যদিও গণ-ছাত্র বিদ্রোহের ফসল, বর্তমান সংবিধানের অধীনে আইনি বৈধতার একটি সুস্পষ্ট পথের অভাব রয়েছে। তিনি একটি "ফ্যাসিবাদী" রাষ্ট্র কাঠামোর অবশিষ্টাংশ কে সমর্থন করার পরিবর্তে জনগণের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরির পক্ষে, পুরনো সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার আহ্বান জানান। মাজহার বিদ্যমান আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে বৈধতা দেওয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এটি করার প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক সম্মতির চেয়ে জবরদস্তির উপর বেশি নির্ভর করতে পারে।

ব্যাপক সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য আহ্বান

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সংবিধানের সংস্কার বা সম্পূর্ণ সংশোধন। ৩১ আগস্ট সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (CGS) আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের সদস্য সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এর ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেন। ঐকমত্য ছিল যে সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল

> সরকারের বৈধতা ও সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। যদিও কেউ কেউ অতীতের গণতান্ত্রিক ঘাটতিগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সম্পূর্ণ সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যরা এই সংস্কারের নেতৃত্বে নির্বাচিত সংসদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

হলেও দেশের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে তা আর প্রতিফলিত করে না।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ উল্লেখ করেছেন যে অতীতের সরকারগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে আপস করেছিল এবং এখন সংবিধান সংস্কারে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র এবং তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে সংবিধানকে অবশ্যই রাজনৈতিক বা আদর্শিক স্বার্থের চেয়ে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড আলী রিয়াজ একটি বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, ভারসাম্যপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হ্রাস করার উপায় হিসাবে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব করেছিলেন। অন্যান্য অবদানকারী, যেমন জেড আই খান পান্না এবং ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং কর্তৃত্বের অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ রোধ করে এমন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তাদের যুক্তি ছিল যে পদ্ধতিগত দুর্নীতি এবং আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার বাংলাদেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে।

আলোচনায় অন্তর্ভুক্তি একটি পুনরাবৃত্ত থিম ছিল, দিলারা চৌধুরী এবং রাজা দেবাশীষ রায় সহ বেশ কয়েকজন বক্তা, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র তৈরির জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নারী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বিরোধী দল এবং একটি নির্বাচিত সংসদের ভূমিকা

যদিও সংস্কারের জন্য ধাক্কা বা বেগ পেতে হয়, সমস্ত রাজনৈতিক অভিনেতা এটি অর্জনের উপায়ে একমত নন। ১৬ সেপ্টেম্বর, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক সাংবিধানিক পরিবর্তনের ধারণার বিরোধিতা করেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভায় বক্তৃতা কালে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সংবিধান সংশোধন বা পুনর্লিখনের যে কোনও সিদ্ধান্ত একটি নির্বাচিত সংসদ দ্বারা নেওয়া উচিত। আলমগীর প্রাক্তন শাসনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অপসারণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাকে তিনি ফ্যাসিবাদী উপাদান দ্বারা কলঙ্কিত বলে বর্ণনা করেছিলেন।

উপসংহার: বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত

বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থান একটি ক্রান্তিকালের সূচনা করেছে, ডক্টর ইউনুস এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দিকে দেশকে নেভিগেট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । UNGA-তে তার ভাষণ আন্তর্জাতিক সমর্থনের গুরুত্বের ওপর জোর দেবে কারণ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শাসন ও সুশাসনের নীতি পুনরুদ্ধার করতে চায় বলে বৈষম্য বিরোধীদের দাবি ।

এদিকে, সরকারের বৈধতা ও সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। যদিও কেউ কেউ অতীতের গণতান্ত্রিক ঘাটতিগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সম্পূর্ণ সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যরা এই সংস্কারের নেতৃত্বে নির্বাচিত সংসদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। যে পথই গ্রহণ করা হোক না কেন, একটি বিষয় পরিষ্কার: বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত কেবল তার রাজনৈতিক অভিজাতদের দ্বারা নয়, এর ছাত্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বৈশ্বিক অংশীদারদের কণ্ঠস্বর দ্বারা তৈরি হবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার পুনর্গঠনে নেলসন ম্যান্ডেলার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বাংলাদেশ বিবেচনায় নিতে পারে ক্ষমা, অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে। একটি "রেইনবো নেশন" এর তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুনর্মিলন এবং গণতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে একটি ভাঙ্গা সমাজকে একত্রিত করার উপর ভিত্তি করা । জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, মানবাধিকারের প্রচার এবং সামাজিক বৈষম্য মোকাবেলার মাধ্যমে, ম্যান্ডেলা বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-পরবর্তী সমাজের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন আরও ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়পরায়ণ দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com
EXIT REALTY PRIME
REBNY MLS
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
MIJAN Real Estate
Reg.No.C-187784
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

সকলই ফুরায়ে যায় মা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরিত্রী মাতার অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিদগ্ধ কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর নান্দনিক কবিতা। তাঁর লেখনী সেদিন বিশ্ব বন্দনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল,

‘আমার পৃথিবী তুমি বহু বর্ষের।
তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ।’
(বসুন্ধরাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আর আজ! কবির মননের সেই বিশ্বমাতা ‘পৃথিবী’ আছে। কিন্তু তাঁর বৈষয়িক সবকিছুই যেন হারিয়ে যাচ্ছে! এই মায়ের সন্তান যে মানুষ, যারা তার রূপ রস পেয়ে তারই অপত্যস্নেহে লালিত হয়ে আসছে, তারাই নিষ্ঠুর হাত উঁচিয়ে মায়ের সবকিছু ধ্বংস, লোপাট করে দিচ্ছে! মানুষ হয়ে মানুষের শান্তির নিবাস, তার হিরণ্ময় পরিবেশ বিষাক্ত ক’রে তুলছে। কী প্রাকৃতিক, কী সামাজিক, সবকিছুকে আজ মানুষের করাল থাবা রাহুর মত জেঁকে ধরেছে। যেন সবকিছুর অনিবার্য ধ্বংসই আজ সকলের কাম্য। সকলের সাধনা।

চিরায়ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই গ্রহ। এই পৃথিবী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্যে মহাশূন্যে বিজ্ঞানীরা আজও হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, আর কোথাও অন্য একটি এ রকম বাসযোগ্য পৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। যেখানে আছে ঠিক এখানকার মত প্রাণদায়ী মৃত্তিকা, অম্লজান আর জলের সামষ্টিক সুদূরবিস্তারি উপস্থিতি। যেখানে অনায়াসেই বীজেরা অঙ্কুরিত হয় প্রাণিত উচ্ছ্বাসে। যেখানে নৈসর্গিক লীলাভূমিতে বিচরণ করে যত প্রাণীকুল। পাখিরা মেতে ওঠে কলকাকলিতে। আছে কি এমন অসীম নির্ভরতায় পরিপূর্ণ আরেকটি পৃথিবী, অন্য কোথাও? অন্য কোন গ্যালাক্সিতে?

আছে কি? বিজ্ঞানীরা তো হন্যে হয়েই খুঁজে মরছেন! এ যাবত তাঁরা যা কিছু তাঁদের অভিজ্ঞানের আয়ত্তে পেয়েছেন, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ আর প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলের অনেক তথ্য-উপাত্ত। পেয়েছেন সেখানে পাষাণময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সন্ধান। বিস্তর শিলা, পাথরখন্ড, পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সন্ধান। আরও কত কী! আবার, সম্প্রতি মঙ্গলে বরফের অস্তিত্বও নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে! তো, এতকিছু মানুষের জন্য অনেক প্রাপ্তি। ভবিষ্যতে অনেক সাফল্যের উজ্জল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে কোথাও কি আছে আমাদের পায়ে চলার মেঠোপথ? পাশে যে চরম অবহেলায় অতি সাধারণ দূর্বা-ঘাস তার নিজস্ব স্বতস্ফুর্ততা নিয়ে বেড়ে ওঠে তার কোন বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব? আছে কি শাপলা, গোলাপ, জবা, জুঁই, চামেলির মনোরম মুগ্ধতা? মৎস্যকূলের, পাখ-পাখালির অবাধ বিচরণ কোথাও আছে কি? জীর্ণ দালানের স্যাঁতস্যাঁতে কার্নিশে বেড়ে ওঠা বটবৃক্ষের ছোট্ট চারাগাছ? আছে? শোনা যাচ্ছে খুব শিগগিরই মানুষ নাকি চাঁদে, একান্ত নিরালায় তাদের অবকাশ-যাপনকেন্দ্র গড়ে তুলবে। অর্থ, প্রযুক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন কোন দেশ নাকি, চাঁদে হোটেল তৈরি করার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। তা হতেই পারে। তাতে, সহসাই আমাদের প্রতিবেশী চাঁদের একাকীত্ব ঘুচে যাবে। সৌখিন পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে তার কক্ষপথ ! নর-নারীর হাস্য-কলকাকলিতে, মারদাঙ্গা মিউজিকে এবং খাবার টেবিলের টুংটাং শব্দে মুখরিত হয়ে উঠবে চাঁদের ধূসর, নির্জন প্রাঙ্গণ! বোধ করি, সেদিনও খুব বেশী দূরে নেই!

এখন প্রশ্ন, আজ মানুষের প্রকৃত অবস্থান কোথায়? পিছনের একটি শতাব্দী অতিক্রম ক’রে আর একটি শতাব্দীর সিকি ভাগে দাঁড়িয়ে, মনের পাখা মেলে মানুষ, মুহুর্মুহু গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে ঊর্ধ্বে ছুটে চলার। পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে, মাধ্যাকর্ষণের, অভিকর্ষের নাগালের বাইরে হবে এই পার্থিব মানুষের অবস্থান। মহাশূন্যে শুধুই ভেসে বেড়ানো। ঠিক মাছ যেমন জলে ভেসে বেড়ায়। পাখী যেমন অবাধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাই মানুষও স্বপ্ন দেখে, অন্য আরেকটি গ্রহে নিজের ঠিকানা ভিত রচনা করতে। এই যেমন সে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে মহাকাশের খোলা জানালায়। এত কিছুর পর, সে কি অন্য আর একটি গ্রহে তার আবাস গড়বে না? তবে এ কথা ঠিক তার জানা, সে চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহ যা ই হোক না কেন; এই পৃথিবীর মতো সে আর হচ্ছে না! আকাঙ্ক্ষিত সেই গ্রহান্তরে থাকবে না গাছ থেকে, উঁচু দালানের ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে অপমৃত্যুর সমূহ ভয়। কারণ সেখানে তো মানুষ সন্তানকে মাতৃস্নেহে বুকে টেনে নেবার মত পৃথ্বীমাতা নেই। আছে চন্দ্রমাতা! অথবা হতে পারে মঙ্গলমাতা! তো, সেই মায়েরা অভিকর্ষের তাড়নায় মানুষকে কেবল, দূরেই ঠেলে দিতে চাইবে! এই আমাদের পৃথ্বী মায়ের মত, বোধ করি চন্দ্র, মঙ্গল মাতৃস্নেহে অতি দ্রুত মানুষকে নিজেদের বুকে টেনে নেবে না!

হ্যাঁ। পৃথিবী আমাদের মা! এটিই সত্য। আমরা মানুষ, জন্ম নিয়েই ভর করেছি এই মায়ের কোলে। পরম আদরে নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে ঠাঁই মিলেছে আমাদের, এই তারই বুকে। তার আঁচলেই আমরা শান্তির পরশ লাভে ধন্য হয়েছি! অন্ন, জল, আলো, বাতাস, আশ্রয় ... প্রয়োজনে সবকিছুই পেয়ে পরম নির্ভরতায় বেড়ে উঠেছি ক্রমাগত এই মায়ের কোলেই। এভাবেই অনাদিকাল থেকে মানুষের পৃথিবী তার সন্তানদের, পরম স্নেহে লালন-পালন করে আসছে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে।

তো, আমরা কী দেখছি এখন? কিছু মানুষ এই মাকেই অবহেলা করছে! পৃথিবী-মাতার চির সৌন্দর্যে নির্মম গাইতি চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সবকিছু! যেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই মানুষের কাছে, একান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে। একেবারেই বাহুল্য, পরিত্যাজ্য মনে ক’রে দূরে ঠেলে, ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে পৃথিবীর সৌন্দর্য সব! এই যেমন, চোখের নিমেষেই বন-বাদাড়, টিলা-পাহাড়, নদী-বিল সব উজাড় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত! সোনালি শস্যদানায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ জমি এখন, নগরায়নের ধাক্কায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বনের হরিণী, অমিততেজী ব্যাঘ্র-সিংহ, বিশালাকায় হাতী আর অজগর, কচ্ছপ-সজারু, বানর-খরগোশ ... প্রাণভয়ে তারা সব কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে! আবার, মানুষের থাবার সামনে টিকতে না পেরে সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে! মানুষের তৈরি যানবাহন, কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, যতসব বর্জ-আবর্জনা পৃথিবীর বাতাস ভারী করে তুলছে। সভ্যতার বর্জ-আবর্জনায় প্রাণের অবাধ বিচরণক্ষেত্র নালা-খাল, বিল-নদী এমনকি সাগর-মহাসাগর কলুষিত হয়ে পড়ছে!

আবার দেখি মাছ সহ অন্য সমস্ত জলজ প্রাণী, এমনকি উদ্ভিদ সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে! বনের বৃক্ষরাজি যা মানুষ অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে রোপণ করেছে পরম আদরে এই ধরিত্রীকে বাঁচাবো বলে, কতক মানুষ আবার হিংস্র হায়েনার মত এগুলোকে নির্বিচারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়-টিলা, বন-বাদাড় কেটে উজার করে দিচ্ছে!

শুধু কি তাই? এই পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করে মানুষ এখন, নিঃসীম সুদূরের অন্তরিক্ষে থাবা মেলছে! বলতে গেলে, বিস্তীর্ণ অবারিত মহাকাশও এখন নিরাপদ নয়। নীচের পৃথিবীকে কেন্দ্র ক’রে, দ্রুত ধাবমান বিমানের, মহাকাশযানের এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ধোঁয়ায়, শব্দে মহাকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে! যত সমস্ত সচল, বিকল উপগ্রহ সব মিলে মহাকাশ এখন, সুবিশাল ভাসমান আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে! আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রাখা ওজোন-স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি অবাধে সরাসরি নেমে আসছে ভূ-মণ্ডলে। ফলে ওজোন-স্তর সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে ঢালের মতো সুরক্ষা করতে পারছে না। এখন এই ওজোন-স্তরের ভঙ্গুরতার কারণেই, পৃথিবী আক্রান্ত হচ্ছে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে। তার অধিবাসী মানুষ হচ্ছে প্রভাবিত। ক্যানসার সহ নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি এবং মহামারীর শিকার হচ্ছে তারা।

এই সকল অনাচার-ব্যভিচারের মর্মন্তুদ পরিণতি এই জগতের অধিবাসী সকলে প্রত্যক্ষ করছে! এই অনিবার্য, দুর্লঙ্ঘ পরিণতির প্রভাব সবুজ নিসর্গের উপর দ্রুতই বিস্তার লাভ করছে। দিনে দিনে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, চিরায়ত সৌন্দর্য হারিয়ে চূড়ান্ত ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে! ইতোমধ্যে অগণিত বিচিত্র উদ্ভিদের, প্রাণীর বর্ণিল প্রজাতি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এবং অগ্রসরমান সভ্যতার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার এই চলমান প্রক্রিয়ার দ্রুতধাবমান চাকার নীচে কালে কালে পিষ্ট হয়েই যাচ্ছে অসহায় প্রকৃতি-জীব-প্রাণীকুল! স্বার্থান্ধ এবং দুর্বিনীত চরিত্রের কিছু অর্বাচীন মানুষের দূর্বৃত্তপনার কারণেই পৃথিবীতে নেমে আসছে, যত প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা। রোগ-ব্যাধি। মহামারি। এই সমস্ত অপঘাতের কারণে, অসহায় সাধারণ মানুষকে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এই পৃথিবীর আসন্ন অন্তিম-দশাটাই দেখতে চায় এই দুর্বৃত্তরা! এই জগতের সকল অধিবাসীকে নির্বিবাদে, তাও প্রত্যক্ষ করতে হবে!

যে বিজ্ঞান মানুষের দুঃখ মোচন করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম, সেই বিজ্ঞানই মানুষকে আজ চরম অনিরাপত্তায়; রোগের শোকের আর যন্ত্রণার মৃত্যুকূপে ঠেলে দিচ্ছে! তথাকথিত ‘পরাশক্তি’ অভিধায় পরিচিত দেশগুলো এবং তাদের প্রতিপক্ষ ছোট-খাটো দেশগুলোও নিজেদের অর্জিত শক্তির মহড়া দেখাতে গিয়ে, মারণাস্ত্রের ঝনঝনানিতে এই পৃথিবীকে করে তুলেছে উত্তাল এবং বিপদসংকুল। কোথায় একজনের বিপদে আর একজন ছুটে আসবে মানুষ, তা না ক’রে তারা মানব বিধ্বংসী প্রযুক্তি উন্নয়নে দিনরাত খেটে মরছে। যুদ্ধপ্রযুক্তি উন্নয়নে তারা, পুরোটাই আত্মনিয়োগ ক’রে ব্যস্ত রাখছে নিজেদের। দূরপাল্লার সুপার পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করতে, আবার আকাশেই তাকে প্রতিহত করতে যত গবেষণায় জনবল, অর্থবল ও মানব-কল্যাণে ব্যবহার্য সম্পদের লগ্নি করছে বিস্তর! দিনে দিনে মানবতার ধ্বজাধারী পরাশক্তিগুলো মানবিক না হয়ে পারমানবিক হয়ে পড়ছে! বলা যায়, বিশ্বের মোড়ল শ্রেণীর তাবৎ মানুষ নৈতিকতায় মণ্ডিত মানবীয় জগত থেকে ছিটকে গিয়ে দানবের পোশাক পরিধান করেছে।

তারা শান্তিবাদী মানুষের মনোজগতেও আঘাত হানছে অনবরত! তাতে বিশ্ববাসী সকলেই চরম উতকন্ঠা নিয়ে অস্থির জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।শান্তিবাদী অসহায় মানুষ, কোথাও নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারছে না। জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাই তারা, নিজেদের আপন ঠিকানা প্রিয় দেশ, আবাস এবং আত্মীয়-পরিজন পরিত্যাগ করে যে যেমন পারছে হন্যে হয়ে অন্য দেশে ছুটে পালাচ্ছে। তারা সমস্ত স্থাবর-অস্থাবরের মূল্য দালালদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। তারপরেও তারা পৌঁছাতে পারছে না আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। পথিমধ্যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে তারা।

দেশে দেশে আজ রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা গোটা মানবসভ্যতাকে বিপর্যস্ত ক’রে তুলছে। রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবর্গ যাদেরকে সাধারণ জনগোষ্ঠী সরল মনে বিশ্বাস করে, যাদের উপর রয়েছে তাদের সীমাহীন অকুণ্ঠ নির্ভরতা; তারাই আজ সাধারণ মানবকুলকে বিপথগামী করছে। তাদের দখলদারত্ব সর্বত্র। মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর লালসার শিকার হচ্ছে, হতদরিদ্র, অশিক্ষিত, প্রান্তিক জনগণ। কারও কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার জোরে চলছে সমাজ, রাষ্ট্র। তারা ফতোয়াবাজ, ধর্মশাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যাদানকারী। তারা নারী শিশু অসহায়দের উপর নির্যাতনকারী। তারা নারী, শিশু, অবৈধ অস্ত্রের ও মাদক, সোনা, অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেয় দেশে দেশে। সব কিছুর গডফাদার হয়ে তারা মানব-সম্পদ, প্রাকৃতিক-সম্পদ জবর-দখল ক’রে ঐশ্বর্যের পাহাড় গ’ড়ে তুলছে। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের লাশের উপর গ’ড়ে তোলে স্বপ্নের অট্টালিকা। শিক্ষাঙ্গনে চৌর্যবৃত্তি, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বই-খাতা-কলমের পরিবর্তে মাদক, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তুলে দেয়া, সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত ক’রে সন্ত্রাসীদেরকে লেলিয়ে দেয়া, মানুষের সম্পদ বিনষ্ট করা ইত্যকার মুষ্টিমেয় এই কয়েকজনেরই কাজ। শান্তিবাদী সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কী চায় তারা? তারা কি চায়, শুধু তারা বাদে পৃথিবীর আর সমস্ত দুর্বল মানুষ ম’রে যাক? শুধু বেঁচে থাকবে তারা?’

প্রকৃত চিত্র তাই। সমাজের ও রাষ্ট্রের এই দুর্বৃত্তদের বসতবাড়ি, বিনোদনকেন্দ্র, সম্পদের পাহাড় আলিশান হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্টের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায়! দেশে দেশে চলে তাদের অবাধ প্রমোদ-বিচরণ। সমাজের, রাষ্ট্রের ধনিক এই তারাই সিংহভাগ সম্পদ লুটে নিচ্ছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। লুটেরা এই ধনিক শ্রেণীর লাঞ্ছনার, বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। কালে কালে তারা, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর পর্যায় নেমে আসছে। এখন তারা, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে তাদের সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে।

এই যদি হয় আমাদের পৃথিবীর অবস্থা, তবে এই পৃথিবীর প্রকৃতিও আর মানুষের পক্ষে থাকবে না। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তার ‘বিদ্রো’ করার পালা। এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে বুঝি পৃথিবী-মাতার। সে এখন ক্ষুব্ধ! প্রতিশোধ পরায়ণা হয়ে উঠেছে! অতি-বৃষ্টি, খরা, বন্যা, দাবানল’ ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধস ইত্যাদি মাতিয়ে তুলছে এই পৃথিবীকে। মানুষের সভ্যতাকে, প্রকৃতি সে আজ করতে চাচ্ছে দলিত-মথিত। অনাদরে যেখানে মানুষ শাণিত গাইতি চালায় প্রকৃতির বুকে, আর সেখানে কত নীরবে চোখের জল ফেলা মায়ের? মা কি আর নীরব থাকতে পারে?

তাই পৃথিবী-মাতা আজ অস্থির! বিশ্ব-প্রকৃতি চরম বিরক্ত হয়ে উঠেছে মানুষের উপর! এখন সে, মেতে উঠতে চাইছে তান্ডবলীলায়। চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে তার! তার চরম আক্রোশ নিয়ে ভেঙ্গে চুরমার, ধূলিস্যাত ক’রে দিতে চায় সে মানুষের দর্পকে! বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের যত হোলিখেলা, সামাজিকতার অবক্ষয়, রিপুর যন্ত্রণায় তাড়িত এই মানুষকেই আজ অজ্ঞাত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভুগে ভুগে জীবন দিতে হচ্ছে অকালে! এই কি তবে সভ্যতার চরম বিকাশ ও পরম প্রাপ্তি? কেউ কেউ সন্ত্রাসকে লালন করছে। তারা অন্তরালে, সন্ত্রাসীদের কাছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের যোগান দিচ্ছে। নানান ইস্যুকে পুঁজি ক’রে, এ বিশ্বকে অস্থির ক’রে তোলার ষড়যন্ত্র করে। আবার কিছু মানুষ, সরব হয়ে উদাত্ত-কণ্ঠে শান্তির ললিত-বাণী দিনরাত প্রচার ক’রে যাচ্ছেন। এই পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, মানব সভ্যতাকে সুরক্ষা করার আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁরা। প্রশ্ন, এখন আমরা কী করব? মানবতার কাছে, এই সমস্ত অশুভ শক্তির পরাজয় কি হবে না কোনদিন? মানব কি তার দানবীয় চরিত্র ছুঁড়ে ফেলে; মানব হয়ে উঠবে না?

এই চিত্র আমাদের আগামী পৃথিবীর এবং প্রজন্মের জন্য সুখকর নয়! মনে রাখতেই হবে আমাদের, আমরা ভবিষ্যতের এবং আমাদের উত্তর-প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি, একটি অনাবাদি, জরাগ্রস্ত ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবী! এই সময়ের জন্য, এটাই আমাদের জন্য চরম বাস্তব! তাই, এই পৃথিবীর অধিবাসী, আমাদের সবাইকে এখন এক কাতারে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, না! এ ভাবে আর নয়! আমাদের এই পৃথ্বী মাতাকে, এই মানব সভ্যতাকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করতেই হবে। প্রতিহত করতে হবে সকল ষড়যন্ত্র। এই সময়, সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে এখন শুনি, বিশ্বমানবের কণ্ঠে আহাজারি, ‘আমাদের মা এই পৃথিবীর, সব কিছুই কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? নিঃশেষ হতে হতে কি এক পর্যায়, এই পৃথিবী মহাশূন্য থেকে ছুটে আসা কোন উল্কাপিণ্ডের আঘাতে জ্বলে পুড়ে ভেঙ্গেচূরে ছাই হয়েই যাবে? তখন কোথায় থাকবো মানুষ আমরা? কোথায় থাকবে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বপ্ন-সাধনা-সভ্যতা?’

তাই তারা, সকলেই একযোগে আজ কেঁদে কেঁদে আমাদের পৃথিবী মাকে উদ্দেশ করে বলছে,

‘মা, আমার সাধ না মিটিল
আশা না পুরিল
সকলই ফুরায়ে যায় মা!’

স্বাধীনতা

আহসান জামান

স্বাধীনতা; অনেক অন্ধকার ঠেলে
বেরিয়ে আসা সূর্যালোক; প্রত্যশার
গান, একদল বুনো ফুলের মিতালি।

স্বাধীনতা; অনেক কষ্টের সমাহার
থির হয়ে ডুবে যায় গহীন তলদেশে;
সর-পরা ক্ষীরের নিচে জমে থাকা
কত অজানা গল্প; অন্ধ মৃত্যুকূপ।

স্বাধীনতা; ফির-ফিরে হাওয়াদোল
উচ্ছল দামাল, যেনো এক অজান্তা
নাচের ঘুঙুর; হৈ হৈ করে বেড়ে ওঠে
জীবন; মানুষের অদম্য স্বপ্ন চাষাবাদ।

স্বাধীনতা; অনেক কিছু ভেঙেচুরে
অথবা হারিয়ে সে আসে শান্তির
সাদা কবুতরের ডানায় ভেসে।

এভারেষ্ট

সারওয়াৎ জাবীন লুবনা

ছেলেটি যেন এভারেষ্টই অকুতোভয় শৃঙ্গ,
বুলেটের ঝড়ে প্রতিবাদে হস্ত মেলা ভৃঙ্গ।

বুকটা জুড়ে আকাশ সাহস নিরোধে দৃঢ় তেজ,
বর্ম সে যে অস্ত্র হীণে পরিণামে নিস্তেজ।

একবার নহে দুইবারও নহে বারবার মেলে ধৈর্য
কাঁপিয়ে গেলো মানব-বিবেক নিদারুণ এক শৌর্য।

ঘরে তার ছিল এক বৃদ্ধ বাবা মা-বোন পরিবার,
ভেবেছিল কি জীবন শেষ, পরকালে পারাবার!

এক বাংলারই দেশপ্রেম তাই সাগ্রহেই কোরবান,
অন্তিম কালে দুর্বার হাক ত্যাগে মুক্ত আহ্বান।

নজির হয়ে ছুটে দামামা চিত বুকে প্রতিবাদ,
দাঙ্গা- হাঙ্গামায় দ্রোহ বিক্ষোভে শত প্রাণ সাধুবাদ।

শকুন চিল

ইকবাল কবীর রনজু

চলন্ত চলনবিলে থই থই পানি
ছিল পাল তোলা নৌকা ঢেউ রাশি রাশি
নদীতে শুশুক কুমিড় আসেতো জানি
বরণ দীঘা ধান বানে লইতো ভাসি।
পীর মুর্শিদ ময়ূরপঙ্খী চাপিয়া বিলে
বেদের বহর ডিঙি চেপে আসতো
গহনা তরীতে ডাকাত হানা দিলে
মাঝি মাল্লা যাত্রীসব প্রাণ ভয়ে কাঁপতো।

বিল চিরে সড়ক মহাসড়ক হলো
নাব্যতা সঙ্কটে ধুকছে যে নদী বিল
কি দিন ছিল আর এখন কি দিনই এলো
সোনালী অতীতে ফেরা কি খুব মুশকিল?
ভাবুন জ্ঞানীগুণী এতে কে কি পেলো
ফিরবে না কি চলনবিলে শকুন চিল?

সংকট

মিনহাজ উদ্দিন শপথ

উঠান থেকে চুরি হয়ে গেছে রোদ
মেঘের পরশে এখন পাতা ঝরার গল্প শুনি
সবুজ শব্দরা রং ছাড়া স্বপ্ন বুনে বিভোর
আঁধারের প্রখরতা বেড়ে গেলে
অধিক রাতের ভূমিকায় আর কোন আসর বসে না
জলের অধ্যায় পাঠ শেষে
সূর্যের প্রার্থনায় রাখি প্রকোষ্ঠ দুইটি হাত

বন্ধু বুলবুলঃ যদি পার একবার দেখা করে যেও
পরস্পর মুখোমুখি হওয়া খুব জরুরি!

বৃষ্টির আদরে

মোঃ ইজাজ আহামেদ

মেঘ রোদ্দুরের লুকোচুরি, আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমি
হঠাৎ করে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি;
বৃষ্টির আদরে মনে পড়লো তোমাকে

বৃষ্টি মেখে বৃষ্টি স্নাত হয়ে, মনে কল্পনা আঁকি
তুমি আমি বৃষ্টিতে ভিজি;
আনন্দের জোয়ার উঠে মনের সমুদ্রে

দিগন্ত পেরিয়ে মেঘ বালিকারা আমাদের দেখতে আসে
আমাদের সাথে তারা হেসে উঠে মহাউল্লাসে
মাঝে মাঝে হাত ধরে দুজনে
বৃষ্টির জলে লাফা লাফা করি
জলের ফোঁটা ছিটিয়ে একে অপরকে উপহার দি,
মাঝে মাঝে দুজনে পাশাপাশি
দুহাত ছড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকি।

বৃষ্টি থামলো, থামলো আমার কল্পনার স্বপ্ন
এক পশলা বৃষ্টি আমার মনের দেশে নিয়ে এসেছিল
রোমান্টিসিজমের বৃষ্টিধারা
মেঘের খামে তোমায় দিলাম পাঠিয়ে;
আমার এই বৃষ্টি ভেজা কল্পনার বর্ণনা।

এই শরতে

সৌরভ দুর্জয়

এই শরতে সফেদ, কাশফুলগুলো রক্তিম লাল
হয়ে ফুটে আছে হায়! মুছে শান্তির সাদা পতাকা।
শ্রাবণের বুনো বন্যা, বুলেট পরাগায়ন ঘটিয়ে
দূর করে দিয়েছে সে; কপোত পলক শান্তি সুর।
কবর শ্মশানে শুয়ে ছাত্র শিশু অভিশাপ দিচ্ছে
শ্রাবণের বুলেটকে, ওদের করুণ আর্তনাদে
হত্যাকারী জানোয়ার মিশে যাক নিম্ন জাহান্নামে।
ফিরে আসুক আবার শরতের সফেদ কাশফুল।

গণভবন

রুদ্র সাহাদাৎ

আজ জাদুঘর হয়ে গেলো স্বৈরাচারীঘর
প্রজন্মের পর প্রজন্ম পড়বে লাল জুলাইয়ের ইতিহাস
দিনের পর দিন। হুমকি ধমকি চমক গুম খুন হত্যা
স্বাক্ষী হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল

নিকটবর্তী মানুষ হারিয়ে ফেলেছে সহস্র স্বজন
আয়নাঘরে আত্মারা দেয় উঁকি
কল আসে - ডান বাম
আপা মেডাম স্যার
আকস্মিক থমকে যায় জীবন

মানুষেরা মানুষহীন
ছায়াহীন মায়াহীন
নৈঃশব্দ্যে বোবাকান্না ঘরে ঘরে
শহীদ আবু সাইদ, মীর মুগ্ধ
হয়নি এখনো শেষ আছে বাকী যুদ্ধ

তাজা রক্তের ঘ্রাণ আকাশে বাতাসে
সন্তানহারা পিতামাতার দীর্ঘশ্বাস..

পাখি হয়ে মেলেছি ডানা

আহম্মদ হোসেন বাবু

ক্রমেই দখল হচ্ছে আমার বাড়িটা
পাখির দখল দেখে ধেয়ে আসছে সব
গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগি করে কলরব
টিকটিকি, আরশোলা ভাবে বাবাদের ভিটা।

একটা মুরগি বসবে খোলা ঘরের দরজাটা
চিৎকারে বুঝলাম, ডিম করেছে প্রসব
মাকড়সা, ব্যাঙের দৌরাত্ম্যে হই নীরব
ক্রমেই দখল হচ্ছে আমার বাড়িটা!

ওদের জন্যেই একাকিত্ব দূর হয়
এ মনবাড়ি জীবনের গভীর স্পন্দন
কখনো হাসি-গান, কখনো বা ক্রন্দন
এ মনবাড়ি যেন এক উপাসনালয়।

পাখি হয়ে আজ ডানা দু'খানি মেলেছি
বৃক্ষ আমার বন্ধু আমার আগে বলেছি।।

ফিরে যাচ্ছে কমরেড অনিমেষ, আয়নাঘরে

হাবীব ইমন

বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছে। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘান্ধকার। মাঝে মাঝে তরল মেঘেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো কাঁথা মুড়িয়ে। সম্ভবত বৃষ্টি হবে।

কমরেড অনিমেষ ফিরে এসেছে। যে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারাই তাকে সাঁজোয়া গাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। অনিমেষের চেহারা বড় রুক্ষ। কোমলতার কোনো চিহ্ন নেই। তার চিবুকের গোড়ার পোড়া দাগটা বড় বিশ্রী ঠেকে চোখে।

সবার চোখে-মুখে আনন্দ। চারদিকে বিপ্লবের আনন্দে উদ্বেলিত সবাই। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় মিছিল চলছে। মিষ্টি বিতরণ চলছে।

—মাধবীলতা আমি এসেছি।

এ মাথা থেকে ও মাথা, প্রতিটি কোনায় খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও অনিমেষ মাধবীলতাকে খুঁজে পেল না।

ঘরে নেই মাধবীলতা। শফিক তাকে লন্ডনে নিয়ে গেছে। কে এই শফিক?

মাধবীলতা অনিমেষকে বলেছিল, অপেক্ষা করবে তার জন্য। কথা দিয়েছিল সারাটা জীবন অনিমেষকে আগলে রাখবে—তাকে নরম শাসনে মনের দখলে রাখবে—তার হৃদয়ে একচ্ছত্র মালিকানা দেবে।

মাধবীলতা চলে গেল! সারাটা ঘর এখন কবরের নিস্তব্ধতা। নিঝুম। যে ঘরটা কদিন আগেও লিলুয়া বাতাসে ভরপুর ছিল, এখন তা গুমোট-রুদ্ধশ্বাস।

একা বসে আছে অনিমেষ। চুপচাপ।

সেই রাতে উঠেছিল অলৌকিক চাঁদ। গভীর রোমান্টিক সেই রাত। শোবার ঘরে ওদের ছবিটা বড় ধূসর দেখাচ্ছে। ময়লা জমেছে সেখানে। ধুলো-ধূসরিত ছবির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। দুঃস্বপ্নের মতো টুকরো টুকরো স্মৃতি তার সামনে ভেসে উঠে।

হিজলতলের হলদে বেলেমাটিতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অনিমেষ। তার দুচোখের পাতা ভিজে এলো জলে। কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

বৃষ্টি পড়তে থাকে। বিজলি থমক দিয়ে দিয়ে চমকাতে থাকে। মেঘেরা গর্জে উঠছে। বৃষ্টির কালো জলের সঙ্গে সঙ্গে লাল-গোলাপি হিজল ফুলেরাও অনিমেষের মাথায় ঝরে পড়তে থাকে। অবশ্য সেদিকে তার কোনো দৃষ্টি নেই।

অন্ধকার—স্তব্ধ অন্ধকার।

কেউ দেখল না। দিশাহীন দৃষ্টি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে কমরেড অনিমেষ, আয়নাঘরে।

কবিতার এক পাতা

বড় অস্থির সময়। ভাঙনের শব্দ শুনি মননের ভিতর। আকস্মিক আতংক তার মেলে থাবা! বুকের ভিতর আশঙ্কা হাপড় টানে দিনে ও রাতে! শিল্প-সাহিত্যের যে কোন শাখার সৃজনশীল মানুষের পক্ষে সৃষ্টির কাজে এমন সময়ে একাগ্রচিত্ত থাকা সুকঠিন। রাজনীতির মানুষ তো বটেই, সকল পেশার মানুষ উদ্বিগ্ন রাষ্ট্র ও সমাজ, নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা নিয়ে। চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে শত কাজেও ‘কবিতার এক পাতা’র কবিগণ লিখেছেন অসাধারণ সব কবিতা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আপনাদের জন্যে সকল শুভ ও সুন্দরের কামনা—**ফারুক ফয়সল**

তোমার কষ্ট আমাকে বিষণ্ন করেছে

আবদুর রাজ্জাক

আমার ভেতরে একটি দাগ পড়েছে, সাদা কালো দাগ,
গভীর একটি দাগ, এডিট না-করা দাগ,
দাগের পাশে একটি ফুল, ফুলটি তুমিই আমাকে দিয়েছো।

ফুলগুলো ঘুমায় দাগের পাশে, নিঃশব্দ ঘুমায়,
সেই ঘুমের পাশে, মধু ও মদালসা আসে।

ভালোবাসা রহিত দিনে, পুতুল ঘরে, তোমাকে সারাদিন খুঁজেছি,
মানুষের ভেতর বাহির ওই এক গড়ন, তার মায়াভরা যাপন,
শীত পেরিয়ে এক অদ্ভুত নীলে তাকে করেছি হরণ।

অনিবার্য তুমি

কাজী আতীক

শুরুর গল্পগুলোয় তেমন বিশেষত্ব কিছু ছিলো না,
নিতান্ত সাদামাটা কিছু অসংযত অভিলাষ
অনিশ্চিত নিঃশ্বাসের মতো
কিছু অসংলগ্ন ইচ্ছা, যেমন
একটি অসম্পূর্ণ কবিতার গুটিকয় ইতস্তত পঙক্তি,

পরের গল্পগুলোয় কিংবা তারপরেও
একেবারে ঠিক আটপৌরে না হলেও
চমকে যাবার মতো কোনো অভিনবত্ব ছিলো না,

বস্তুত কোনো ধারণাকেই পাকাপোক্ত ভাবা বোকামি।

সব গল্পেই যেমন ভিন্ন একটি কাহিনী থাকে,
এখানেও ছিলো, কিছু মোহান্ধ অপেক্ষা প্রহর। তবে-
নিশ্চিত নিশ্বাসের মতো কোনো প্রিয় অনুভব, যেমন
অবিরাম অনুভব গভীরে ছিলে না সেই অনিবার্য তুমি।

পৌরাণিক ভাষাচিহ্নের মন্দির

কামরুল হাসান

পৌরাণিক ভাষাচিহ্নের জামা গায়ে দাঁড়ানো মন্দিরে
অবলুপ্ত ধর্মরেখার পাঠ নিতে গিয়ে আমরা হতবাক!
নিশ্চিহ্ন সাধুভাষার সাথে উড়ে আসা সান্ধ্যকুহকে
কত যে ভোগ আর ত্যাগের দ্বৈতশিখা নিষ্কম্প হল।
মাঠের প্রান্তে মঠ, বটবৃক্ষে নেমেছে যামিনীর
জোনাকীরা নভোঃপুচ্ছে জ্বেলেছে জ্ঞানদীপ
ভয় আর শূন্য পরিখা, বুঝি ধর্মান্তরে রয়েছে নরক
পাপবিদ্ধ, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি ক্রুশকাঠ পিঠে।
মঠের শীর্ষে ভয়, স্বপ্রাণিত ঈশ্বরের স্বরূপের রূপ
রয়েছে আকাশগঙ্গায় জ্বালানো তেজে নক্ষত্রের রূপে;
প্রান্তরে আজো যে থেমে থেমে জ্বলে যায় অবাক আলেয়া
তারা কোন ধর্মাধর্মে আছে, কোন সত্তার বিনষ্ট অন্ধকারে?

মানুষ রাত্রি

বদরুজ্জামান আলমগীর

চোখের সামনেই আছে, আছে দরজার নিরালে
কেবল দেখা যায় না, যেমন মৃত্যুর আকন্ঠ আমন্ত্রণ
একদম আমাদের কাছেই দিবারাত্তির আছে,
কিন্তু চোখ মেলে চাইলেও তাকে দেখা যায় না।

মায়ের গর্ভে ঘনীভূত হবার আগেই অন্তর্গত সন্তান
মায়ের অভিমানে, খোয়াব ও দুশ্চিন্তার ভিতরে আছে
যতভাবেই চাওয়া হোক তা নজরের অধীনে আসে না।

আমরা লালন সাঁইজির কাছে হাত পেতে যে দাঁড়াই
নতমুখে বসি গৌতম বুদ্ধের নির্বানিয়া হাতের নিচে
কী নাচের মুদ্রায় ছলকে উঠি শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্নে
পরমের স্নিগ্ধ নাম ধুলা হয়ে নৈঃশব্দ্যের সুতোয় নড়েচড়ে।

আমরা অকূলদরিয়ায় ডুবি আর ভাবি এমন হোক-
এই যে সুগন্ধির বোতল- তার মৌ মৌ উন্মাতাল সুবাস
চন্দন কাঠে, গার্ডেনিয়া বা লিলির গোপন অন্তর ধাঁধায়
খুশবুটুকু পরম কৃতী- আর দৃশ্যাধীন শিশিখানি মানুষ রাত্রি।

গাছকথা

আদিত্য শাহীন

প্রতিটি বৃক্ষের মৃত্যু ভীষণ অস্বাভাবিক
তাদের কখনো নেই সহজ মৃত্যুর স্বাদ

আজকাল ভয় পাই খুব চেনা মানুষকে
গাছ হতে দেখে,
ছদ্মবেশ নয় কোনো যার মধ্যে ঢুকে গেছে গাছ
যার সঙ্গে চলে গাছ পাছ পাছ
হাতের ওপর যার গজিয়েছে সবুজ শাখারা
তারা ঠিক গাছ হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে
ভাবলেশহীন

প্রতিটি গাছ খুঁজে নিক তার রাষ্ট্র সংস্কার
মৃত্যুর স্বাভাবিক স্বাদ গ্রহণের নিশ্চয়তা

স্বাধীনতা

মনিজা রহমান

পেয়ারা রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছি প্রাচীন গ্রিলের জানালায়
তোমাকে দেখব বলে।
বলেছিলে তুমি পরে আছো পানপাতা পাঞ্জাবি
বলেছিলে, অশ্বত্থ-বট-মহুয়া আর সূর্যমুখী রোদে তুমি আছো
আছো লাউফুলে সজনে-ডালে কলাপাতায়
আছো পুকুরের পানায়, আছো শালিকে-কোয়েলে-ধানবীজে।

আমার নিরন্ন দিনে তুমি আছো,
আমার পরিপাটি নখে, তিলোত্তমা চুলে তুমি আছো
আছো চোখের পাতায় আর নাকফুলে।
প্রেমাসক্ত শব্দগুলো ঠোঁটের ওপর বসে থাকে সুগন্ধী রুমাল হয়ে,
সেখানেও তুমি আছো
আমি জানি তুমি আছো পতাকায় ও আমার পুনশ্চ লাল টিপে।

তুমি আমার ৫৩ বিকেলের অর্জুন, পুরুষকার প্রাত্যহিক
তুমি আমার না-ঘুমানো রাত, অন্তহীন অপেক্ষা
তোমাকে খুঁজি আলোর ব্যবচ্ছেদে, বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে।
আমি জানি তুমি বাতাসের মতোই বাস্তব। আমি নিশ্চিত
একদিন ঘুমন্ত ভোরে শিশিরের মত নিঃশব্দে এসে ডাক দেবে –
দ্রৌপদী দ্রৌপদী।

যেভাবে বেঁচে থাকা নিজের হয়ে ওঠে

রিমঝিম আহমেদ

অপেক্ষার গায়ে বৃষ্টি পড়ছে, তুমি কি পারছ না সরিয়ে
নিতে এই মেঘ বিছানো পথ ! আমার হাতভর্তি রাত,
জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মোরগের বাক। সূর্যের চুম্বন
পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে সকালের শিশু।
শুকনো পাতার স্তূপে ঘুমিয়ে থাকা মর্মর, এখনই যদি
জেগে ওঠে অবহেলা পেয়ে, সে কি পুড়িয়ে দেবে না
পৃথিবীর শিরায় রাখা সমস্ত আগুন?

পাখির বাসা থেকে মুখ তুলে এখনো উড়তে না-জানা
যে ছানাটি তোমাকে শোনাবে লাঞ্ছনার গল্প, উন্মাদ
উনুনের হারাকিরি, তুমি কি পরিচয় ভুলে ফিরবে এই
প্রাচীরহীন তল্লাটে?

কী করে করবে তুমি আমাকে আহার?

সন্ধে নামার গান

উদয় শংকর দুর্জয়

নগ্নবীজী বৃক্ষের বেনারসি-গোধূলি পেরুনো মহাকাল। একদিন
নীল বৃষ্টিরা জানলায় বাঁধে যৌগিক ফড়িঙের ঘর।পাহাড়ি রোদ্দুর
সবুজ ফেলে যায় চিহ্ন আঁকা ট্রায়াসিক যুগের পূর্ববর্তী শহরে,
ট্রি-ফার্ন এবং হর্সটেল বীথিকায়। ইশারায় সাড়া পেয়ে অক্টোচিল
গলি পথে রাখে পালকের ব্যর্থ ওড়ার কৌশল। শীত-ঘুম-বেহালায়
বিদুষী শৃগাল, তখনও কিছু অভ্যেসের প্রকার মিছিল করে আসে।
একটি অনঘ কালের জন্য সমস্ত ঘুম নিয়ে জেগে থাকে মলডন
শহর। আরো একবার বৃক্ষবীজ বুক পকেটে রেখে পেরিয়ে যেতে হয়।
পাড়ি দিতে দিতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চেস্টনাটের ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে,
বহুবর্ষজীবী সুগন্ধী থেকে চেনা যায় জন্মান্ধ মৃগনাভির কথা।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

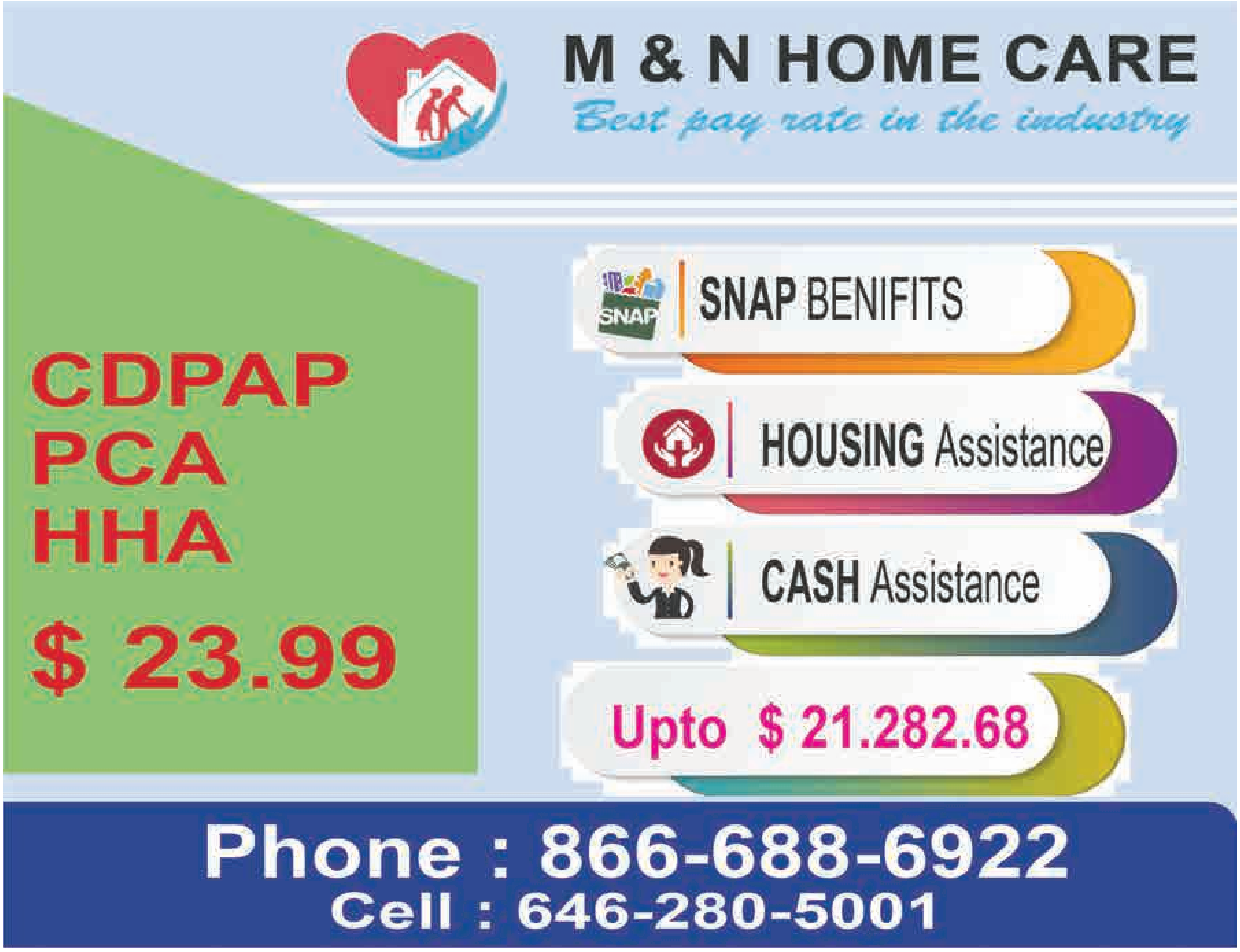
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
26 September 2024, Thursday, Issue 393
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১১ আশ্বিন ১৪৩১, ২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ২০ সেপ্টেম্বর আসন্ন চট্টগ্রাম সমিতি'র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

ট্রাম্পের অভিযোগ

জেলেনস্কি চান ডেমোক্র্যাটরা জিতুক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয় দেখতে চান। এই নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

পেনসিলভানিয়ায় এক সমাবেশে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

জা গ র ণ

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। এ সময় তিনি তিন সমন্বয়ককে পরিচয় করিয়ে দেন। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হিলটন হোটেলে। ছবি: পিআইডি

ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ লিডারস স্টেজে সমন্বয়কদের পরিচয় করালেন ড. ইউনূস

নিউজ ডেস্ক

২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ লিডারস স্টেজ' অনুষ্ঠানে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে ছাত্র-জনতা সাহস নিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, সেই ঘটনা পুরো বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। ড. ইউনূস আগতদের জানান, এখানে ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধি রয়েছেন।

বক্তব্যের শেষ দিকে প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম ও বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা তিথিসহ তিনজনকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

এ সময় সমন্বয়ক তিনজনকে মঞ্চে ডেকে ড. ইউনূস বলেন, 'তারা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অফ দ্য উইক মাহফুজুর

দুই গুরুত্বহীন প্রার্থী নিয়ে আমেরিকার আগামী নির্বাচন

সোহানা নাজনীন

'আমেরিকায় প্রতি টার্মে একজন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও অনেক জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট দুই টার্ম থেকেছেন। এক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টার্ম থেকেছিলেন, বাইডেন ও তাই। দুজনেরই বয়স বেশি, বয়স্ক হলেও রিপাবলিকান দলে ট্রাম্পের প্রভাব যথেষ্ট, তাই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ডেমোক্রেটিক দলে বাইডেনের এই পুনর্নির্বাচিত হবার সুযোগ জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে পার্টির নেতৃবৃন্দের চাপে। সর্বশেষে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে থাকতে চাননি বলা হলেও দলীয়গত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

ব্রুকলীন

'সবার জন্য হউক নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য চট্টগ্রাম সমিতি' এই শ্লোগান নিয়ে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন 'তাহের-অরিফ' প্যানেল।

সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত, 'লিটল বাংলাদেশ' নামে খ্যাত চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকাতে আসন্ন চট্টগ্রাম সমিতি'র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর উপস্থিতিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এই অফিসের উদ্বোধন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার ড. সাঈয়েদ আনসারুল করিম আল আজহারী। এসময় তিনি পবিত্র কোরআনের বাণী উল্লেখ করে বলেন- প্রকৃত এবং সৎ নেতৃত্বের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত থাকে। তিনি মোনাজাতে 'তাহের-আরিফ' পরিষদের সকল সদস্যদের নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। উল্লেখ্য, 'সবার জন্য হউক নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য চট্টগ্রাম সমিতি' এই শ্লোগান নিয়ে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন 'তাহের-অরিফ' প্যানেল।

দোয়া মাহফিল শেষে রং বেরং-এর এক গুচ্ছু বেলুর উড়িয়ে আর ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব কামাল হোসেন মিঠু। অনুষ্ঠানে বক্তারা আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্যানেল হিসেবে 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের প্রতি তাদের অকুন্ঠ সমর্থণ জ্ঞাপন করে বলেন, 'তাহের-আরিফ' প্যানেলই চট্টগ্রাম সমিতিকে অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখাতে পারবে। লম্বা সময়ের নানা অনিয়ম এবং বিশৃংখলাকে চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবেলা করার সামর্থ্য এই প্যানেলের আছে।

সভায় উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সাবেক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মুনির আহমেদ, রাজনীতিবিদ ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সহায়তায় বিএনপির নেতা-কর্মী

২০ লাখ টাকায় চেয়ারে আ.লীগের চেয়ারম্যান

ঢাকা ডেস্ক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির নেতা-কর্মীরা আত্মগোপনে চলে গেছেন। এসব নেতা-কর্মীর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন জনপ্রতিনিধি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জে এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে এবং কার্যালয়ে বসার সুযোগ করে দিতে বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদে গত সোমবার। এই ইউপির চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান খান। নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হওয়া আব্দুল হান্নান জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগের দিন গত ৪ আগস্ট থেকেই আত্মগোপনে ছিলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্র বলেছে, চান্দাইকোনা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান আকন্দ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফসহ দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার সকালে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com